

বখা

গল্পী-সমাজ

আর্ট থিয়েটার কর্তৃক ষ্টার রঙ্গমঞ্চে অভিনীত
প্রথম অভিনয়-রজনী—শনিবার ১৯ প্রাবণ, ১৩৩৫

শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স্
২০৩।১।১, কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, কলিকাতা

দেড় টাকা

B1165



নাটোল্লিখিত ব্যক্তিগণ

পুরুষ

বেণী ঘোষাল	...	জমিদার
রমেশ ঘোষাল	...	ঐ খুলতাতপুল
মধু পাল	...	মুদী
বনমালী পাডুই	...	হেড মাস্টার
যতীন	...	যহ্নাথ মুখুয্যের কনিষ্ঠ পুত্র, রমার ভাই

গোবিন্দ গাঙুলী	}	...	গ্রামবাসিগণ
ধর্মদাস চাট্টো			
ভৈরব আচার্য			
দীননাথ ভট্টাচার্য			
যশীচরণ			
পরান হালদার			
ভজুরা	...	রমেশের হিন্দুস্থানী দরওয়ান	
গোপাল সরকার	...	ঐ সরকার	

দীর্ঘ ভট্টাচার্য্যের ছেলে মেয়েরা, ময়রা, ভূতা, খরিদারগণ, বাঁড়ুঘো,
নাগিত, যাত্রী, কর্মচারী, ভিখারিগণ, কুলদা, কুবকগণ,
আকবর, গহর, ওসমান, বৈষ্ণব, সরকার, সনাতন
হাজরা, জগন্নাথ, নরোত্তম, দরওয়ান ইত্যাদি

স্ত্রী

বিশ্বেশ্বরী	...	বেণীর মা
রমা	...	যহ্ন মুখুয্যের কস্তা
রমার মাসী, স্কুমারী, কাস্ত, খেদী, নন্দর মা, ভিখারিণীগণ, বৈষ্ণবী, লক্ষ্মী, ইত্যাদি		

রমা

পল্লী-সমাজ

প্রথম অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

৮যত্নাথ মুখ্যো মশায়ের বাটীর পিছনের দিক । খিড়কীর দ্বার খোলা, সম্মুখে অপ্রশস্ত পথ । চারিদিকে আম-কাঁটালের বাগান । এবং অদূরে পুকুরিণীর বাঁধানো ঘাটের কিয়দংশ দেখা যাইতেছে । সকাল বেলায় রমা ও তাহার মাসি স্নানের জন্য বাহির হইয়া আসিল এবং ঠিক সময়েই বেণী ঘোষাল আর একদিক দিয়া প্রবেশ করিলেন । রমার বয়স বাইশ তেইশের বেশি নয় । অল্প বয়সে বিধবা হইয়াছিল বলিয়া হাতে কয়েক গাছি চুড়ি ছিল, এবং থানের পরিবর্তে সরু পাড়ের কাপড় পরিত । বেণীর বয়সও পঁয়ত্রিশ ছত্রিশের অধিক হইবে না ।

বেণী । তোমার কাছেই যাচ্ছিলেম রমা ।

মাসি । তা' খিড়কীর দোর দিয়ে কেন বাছা ?

রমা । তোমার এক কথা মাসি । বড়দা ঘরের লোক, গুঁর আবার সদর-খিড়কী কি ? কিছু দরকার আছে বুঝি ? তা' ভেতরে গিয়ে একটু বসুন না, আমি চট ক'রে ডুবুটা দিয়ে আসি ।

বেণী । বসবার ঘো নেই দিদি, ঢের কাজ । কিন্তু কি করবে স্থির করলে ?

রমা । কিসের বড়না ?

বেণী । আমার ছোট খুড়োর শ্রদ্ধের কথাটা বোন । রমেশ ত কাঁশ এসে পৌছেছে। বাপের শ্রদ্ধ না কি খুব ঘটা করেই করবে । যাবে না কি ?

রমা । আমি যাবো তারিণী ঘোষালের বাড়ী !

বেণী । সে তো জানি দিদি, আর যেহ কেননা যাক, তোরা কিছুতেই সে বাড়ীতে পা দিবি নে । তবে শুনতে পেলাম ছোড়া নিজে গিয়ে সমস্ত বাড়ী বলে আসবে । বজ্জাতি বুদ্ধিতে সে তার বাপের ওপরে যায় । যদি সত্যই আসে কি বলবে ?

রমা । আমি কিছুই বোলব না বড়না,—বাইরেব দরওয়ান তাব জবাব দেবে ।

মাসি । দরওয়ান কেন লা, আমি বলতে জানি নে ? নচ্ছার ব্যাটাকে এমনি বলাই বোলব যে, বাছাধন জন্মে কখনো আর মুখ্যো-বাড়ীতে মাথা গলাবে না । তারিণী ঘোষালের ছেলে ঢুকবে নেমন্তন্ন করতে আমার বাড়ীতে ! আমি কিছুই ভুলি নি বেণীমাখব । তারিণী এই ছেলের সঙ্গেই আমার রমার বিয়ে দিতে চেয়েছিল । তখনো ত যতীন জন্মায় নি, ভেবে-ছিল যত্ন মুখ্যের সমস্ত বিষয়টা তা' হলে মুঠোর মধ্যে আসবে । বুঝলে না বাবা, বেণী !

বেণী । বুঝি বই কি মাসি, সব বুঝি ।

মাসি । বুঝবে বই কি বাবা, এ তো পড়েই রয়েছে । আর তা' যখন হল না তখন ঐ ভৈরব আচাষিকে দিয়ে কি সব জপ-তপ, তুক-তাক করিয়ে মায়ের কপালে আমার এমনি আশুন জ্বলে দিলে যে ছ'মাস পেরুল না বাছার হাতের নোয়া মাথার সিঁদুর ঘুচে গেল । ছোট জাত হয়ে চার কিনা যত্নমুখ্যের মেয়েকে বৌ করতে । তেমনি হারামজাদার মরণও হয়েছে । সদরে গেল মকর্দমা করতে আর ঘরে কিন্তু হ'ল না । এক

ব্যাটা, তার হাতের আঙুনটুকু পর্য্যন্ত পেলেন না। ছোট জাতের মুখে আঙুন।

রমা। কেন মাসি, তুমি লোকের জাত তুলে কথা কও ? তারিগী ঘোষাল বড়দারই ত আপনার খুড়ো। বামুন মানুষকে ছোট জাত বল কি করে ? তোমার মুখে যেন কিছু বাধে না।

বেণী। (সলজ্জে) না রমা, মাসি সত্যি কথাই বলেছেন। তুমি কত বড় কুলীনের মেয়ে, তোমাকে কি আমরা ঘরে আনতে পারি বোন ? ছোট খুড়োর এ কথা মুখে আনাই বেয়াঙ্গপি। আর তুচ্ছ-তাকের কথা যদি বল তো' সে সত্যি। দুনিয়ায় ছোট খুড়ো আর ভৈরবের অসাধ্য কাজ কিছু নেই। রমেশ আসতে না আসতে ঐ ব্যাটাই ত জুটে গিয়ে হয়েছে তার মুকসি।

মাসি। সে ত জানা কথা বেণী। ছোঁড়া বছর দশ বারো ত দেশে আসে নি;—সেই যে আমাদের এসে কাশী না কোথায় নিয়ে গেল আর কখনো এ মুখো হতে দিলে না। এতকাল ছিল কোথায় ? করছিল কি ?

বেণী। কি ক'রে জানবো মাসি। ছোট খুড়োর সঙ্গে তোমাদেরও যে ভাব আমাদেরও তাই। শুনচি, এতদিন বোম্বাই না কোথায় ছিল। কেউ বলচে ডাক্তারি পাশ করেছে, কেউ বলচে উকিল হয়েছে,—আবার কেউ বলচে সব ফাঁকি। ছোঁড়া না কি পাঁড় মাতাল। যখন বাড়ী এসে পৌঁছল, তখন চোখ দুটো ছিল না কি জবা ফুলের মত রাঙা।

মাসি। বটে ? তা'হলে ত তাকে বাড়ী ঢুকতে দেওয়াই যায় না।

বেণী। কিছুতে না। হাঁ রমা, তোমার রমেশকে মনে পড়ে ?

রমা। (সলজ্জ মুহ হাসিয়া) এ ত সেদিনের কথা বড়লা। তিনি আমার চেয়ে বছর চারেকের বড়। এক পাঠশালার পড়েচি, এক সঙ্গে

খেলা করেচি, ওঁদের বাড়ীতেই ত থাকতাম। খুড়িমা আমাকে মেয়ের মত ভালবাসতেন।

মাসি। তার ভালবাসার মুখে আঙুন। ভালবাসা ছিল কেবল কাজ হাঁসিল করবার জন্তে। তাহাদের ফন্দিই ছিল কোন মতে তোকে হাত করা। কম খড়িবাজ ছিল রমেশের মা!

বেণী। তাতে আর সন্দেহ কি। ছোট খুড়িও যে—

রমা। দেখে মাসি, তোমাদের আর যা ইচ্ছে বল, কিন্তু খুড়িমা আমার স্বর্গে গেছেন, তাঁর নিন্দে আমি কারও মুখ থেকেই সইতে পারবো না।

মাসি। বলিস্ কি লো? একেবারে এতো?

বেণী। তা' বটে, তা বটে। ছোট খুড়ি ভাল-মাহুষের মেয়ে ছিলেন। তাঁর কথা উঠলে মা আজও চোখের জল ফেলেন। তা সে যাক্, কিন্তু এই ত স্থির রইল দিদি, নড় চড় হবে না ত!

রমা। (হাসিয়া) না। বড়দা, বাবা বলতেন আঙুনের শেষ, ঋণের শেষ, আর শত্রুর শেষ কখনো রাখিস্ নে রমা। তারিণী ঘোষাল জ্যাস্তে আমাদের কম জালা দেয় নি,—বাবাকে পর্য্যন্ত জেলে দিতে গিয়েছিল। আমি কিছুই ভুলি নি, বড়দা, যতদিন বেঁচে থাকবো ভুলবো না। রমেশ সেই শত্রুরই ছেলে। আমরা ত নয়ই—আমাদের সংস্রবে যারা আছে জ্বালের পর্য্যন্ত যেতে দেব না।

বেণী। এই ত চাই। এই ত তোমার যোগ্য কথা।

রমা। আচ্ছা বড়দা, এমন করা যায় না যে কোন ব্রাহ্মণ না তার বাড়ী যায়? তা হ'লে—

বেণী। আরে, সেই চেষ্টাই ত কর্ণটি বোন। তুই শুধু আমার সহায় থাকিস্ আর আমি কোন চিন্তা করিনে। রমেশকে এই কুঁয়াপুর থেকে না তাড়াতে পারি ত আমার নামই বেণী ঘোষাল নয়। তার পরে রইলাম

আমি আর ঐ আচাষি ব্যাটা। ছোট খুড়ো আর বেঁচে নেই, দেখি তাকে কে রক্ষা করে।

রমা। (হাসিয়া) রক্ষে করবেন বোধকরি রমেশ ঘোষাল। কিন্তু আমি বলে রাখ্লেম বড়দা, আমাদের শত্রুতা করতে ইনিও কম করবেন না।

বেণী। (এদিক ওদিক চাহিয়া এবং কণ্ঠস্বর আরও মৃদু করিয়া) রমা, আসল কথা হচ্ছে বিষয় সম্পত্তির ব্যাপার সে আজও কিছুই বোঝে না। বাঁশ লুইয়ে ফেলতে চাও ত এই সময়। পেকে উঠলে আর হবে না তা তোমাকে নিশ্চয় বলে দিচ্ছি। দিন রাত মনে রাখতে হবে এ তারিণী ঘোষালের ছেলে আর কেউ নয়। চেপে বসলে আর—

অন্তরাল হইতে গভীর কণ্ঠের ডাক আসিল—“রাণী কইরে?” রমা

চকিত হইয়া উঠিল। এবং পরক্ষণেই দ্বারের ভিতর দিয়া রমেশ

প্রবেশ করিল। তাহার রুক্ষ মাথা, খালি পা, উত্তরীয়টা

মাথায় জড়ান। বেণীর প্রতি দৃষ্টি পড়িতেই—

রমেশ। এই যে বড়দা এখানে? বেশ, চলুন। আপনি নইলে করবে কে? আমি সারা গাঁ আপনাকে খুঁজে বেড়াচ্ছি। রাণী কৈ? বাড়ীর মধ্যে দেখি কেউ নেই। ঝি বললে এই দিকে গেছে—

রমা নতমুখে দাঁড়াইয়া ছিল সহসা তাকে দেখিতে পাইয়া

রমেশ। আরে এই যে! ইস! কত বড় হয়েছে? ভালো আছে। ত? আমাকে চিন্তে পারচো না বুঝি? আমি তোমাদের রমেশদা।

রমা। (মুখ ভুলিয়া চাহিল না, কিন্তু অত্যন্ত মৃদুকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিল) আপনি ভাল আছেন?

রমেশ। হাঁ তাই ভাল আছি। কিন্তু আমাকে ‘আপনি’ কেন রাণী? (বেণীর দিকে চাহিয়া) রমার একটা কথা আমি কোন দিন

ভুলতে পারি নি বড়না। মা যখন মারা গেলেন তখন ত ও ছোট; কিন্তু তখনি আমার চোখ মুছিয়ে দিয়ে বলেছিল, তুমি কেঁদো না রমেশদা, আমার মাকে আমরা দুজনে ভাগ করে নেব। তোমার বোধ হয় মনে পড়ে না? না? আমার মাকে মনে পড়ে ত?

রমা নিরন্তর। লজ্জায় যেন তাহার মাথা আরও হেঁট হইয়া গেল

রমেশ। কিন্তু আর ত সময় নেই ভাই। যা' করবার করে দাও,— যাকে বলে একান্ত নিরাশ্রয় আমি তাই হয়েই আবার তোমাদের দোর গোড়ায় কিরে এসে দাঁড়িয়েছি। তোমরা না গেলে এতটুকু ব্যবস্থা পর্য্যন্ত হয়ত হবে না।

মাসি। (কাছে আসিয়া রমেশের মুখের দিকে চাহিয়া) তুমি বাপু, তারিণী ঘোষালের ছেলে না?

রমেশ নিঃশব্দে বিষ্ময়ে চাহিয়া রহিল

মাসি। আগে ত দেখ নি, চিন্তে পারবে না বাছা,—আমি রমার আপনার মাসি। কিন্তু এমন বেহায়া পুরুষ মানুষ তোমার মত আর ত দেখি নি। যেমন বাপ তেমনিই কি ব্যাটা? বলা নেই, কথা নেই, একটা গেরস্তর বাড়ীর খিড়কীতে ঢুকে উৎপাত করতে সরম হয় না তোমার?

রমা। কি বোকচ মাসি, নাইতে যাও না।

বেণীর নিঃশব্দে প্রস্থান

মাসি। নে রমা, বকিস্নে। যে কাজ করতেই হবে তাতে তোমাদের মত আমার চক্ষু-লজ্জা হয় না। বলি, বেণীর অমন কোরে পালানোর কি দরকার ছিল? বলে গেলেই ত হোত আমরা বাপু তোমার গোমস্তাও নই, খাস-তালুকের প্রজাও নই যে তোমার কর্মবাড়ীতে জল তুলতে ময়দা মাখুতে ধাবো। তারিণী মরেছে লোকের হাড় জুড়িয়েছে। এ কথাটা

বলবার বরাত আমাদের মত দুজন মেয়েমানুষের ওপর না দিয়ে নিজে বলে গেলেই ত পুরুষের মত কাজ হোতো।

রমেশ নির্দাক পাথরের মূর্তির মত দাঁড়াইয়া রহিল

মাসি। যাই হোক, বামুনের ছেলেকে আমি চাকর-বাকর দিয়ে অপমান করতে চাই নে, একটু হুঁস্ করে কাজ কোরো। কচি খোঁকাটি নও যে লোকের বাড়ীতে ঢুকে আব্দার করে বেড়াবে। রাণী কি? রাণী ওর নাম নাকি? তোমার বাড়ীতে আমার রমা কখনো পা ধুতে যেতেও পারবে না। এই তোমাকে আমি বলে দিলাম।

রমেশ—তোমাকে মা বলতেন রাণী, ছেলেবেলার সেই ডাকটাই মনে ছিল রমা। আমি ত জানতাম না যে আমাদের বাড়ীতে তুমি যেতেই পারো না। না জেনে যে উপদ্রব করে গেলাম সে আমাকে তুমি ক্ষমা কোরো রমা।

রমেশের প্রস্থান ও বেণীর আবির্ভাব

বেণী। (তাহার সমস্ত মুখ খুসিতে ভরিয়া গিয়াছে) হাঁ, শোনালে বটে মাসি। আমাদের সাখ্যাই ছিল না অমন ক'রে বলা। একি চাকর-বাকরদের কাজ রমা? আমি আড়ালে দাঁড়িয়ে দেখলাম কি না, ছোড়া মুখখানা যেন আষাঢ়ের মেঘের মত করে বেরিয়ে গেল। এই ত ঠিক হ'ল।

মাসি। হ'ল ত জানি, কিন্তু মেয়েমানুষের ওপর ভার না দিয়ে, না সরে গিয়ে নিজে বললেই ত আরোও ভাল হোতো। আর না-ই যদি বলতে পারতে, আমি কি বললাম দাঁড়িয়ে থেকে শুনে গেলে না কেন বাছা?

রমা। দুঃখ কোরো না মাসি, উনি না শুনুন আমরা শুনেছি। যে যতই বলুক না কেন, এতখানি বিষ জিত দিয়ে ছড়াতে তোমার মত আর কেউ পেরে উঠত না।

মাসি । কি বল্‌লি না ?

রমা । কিছু না । বলি, রান্না-বাগ্না কি আজ হবে না ? বাও না
ডুবটা দিয়ে এসো না ।

পুষ্করিণীর উদ্দেশে রমার দ্রুতপদে গ্রহান

বেণী । ব্যাপার কি মাসি ?

মাসি । কি ক'রে জানবো বাছা ? ও রাজ-রাণীর মেজাজ বোঝা
কি আমাদের মত দাসী-বাঁদীর কর্ম ?

গ্রহান

গোবিন্দ গাঙুলীর প্রবেশ

গোবিন্দ । ভালা যা হোক । সকাল থেকে সারা গাঁটা খুঁজে বেড়াচ্ছি
বেণীবাবু গেল কোথায় ! বলি শুনেছ খবরটা ? বাবাজী কাল ঘরে পা
দিয়েই ছুটেছিলেন নন্দীদের ওখানে । এ যদি না দুদিনে উচ্ছন্ন যায় ত
আমার গোবিন্দ গাঙুলী নাম তোমরা বদলে রেখো । নবাবী কাণ্ড-কার-
খানার ফর্দ শোন ত অবাক হয়ে যাবে । তারিণী ঘোষাল সিকি পয়সা
রেখে মরেনি তা জানি, তবে এত কেন ? হাতে থাকে কর, না থাকে, বিষয়
বন্ধক দিয়ে কে কবে ঘটা কোরে বাপের শ্রাদ্ধ করে তা'তো কখনো
শুনি নি বাবা । আমি তোমাকে নিশ্চয় বল্‌চি বেণিমাধব বাবু, এ
ছোঁড়া নন্দীদের গদী থেকে অন্ততঃ পাঁচটি হাজার টাকা দেনা
করেচে ।

বেণী । বল কি ! তা হ'লে কথাটা ত বার করে নিতে হচ্ছে গোবিন্দ-
খুড়ো ?

গোবিন্দ । (মুহূ হাস্য করিয়া) সবুর করোনা বাবাজী, একবার ভাল

ক'রে ঢুকতেই দাওনা। তার পরে নাড়ীর খবর ফেড়ে বার করে আনবো—তখন বুঝবে গোবিন্দ গাঙুলীকে। এর মধ্যে অনেক কথাই শুন্তে পাবে বাবাজী, অনেক শালাই লাগিয়ে যাবে,—কিন্তু চেনো ত খুড়োকে? সেইটুকু মনে মনে বুঝো, এখন আর কিছু ফাঁস করচিনে।

বেণী। রমার কাছে গিয়েছিলাম।

গোবিন্দ। তা' জানি। কি বলে সে?

বেণী। তারা ত নয়ই, তাদের সম্পর্কে যে-যেখানে আছে তারা পর্য্যন্ত নয়।

গোবিন্দ। ব্যস! ব্যস! আর দেখতে হবে না।

বেণী। কিন্তু তোমরা যে—

গোবিন্দ। উতলা হও কেন বাবাজী, আগে ঢুক। উত্তোগ আয়োজনটা একটু ভাল ক'রে করাই, তখন না,—ছাদ গড়ানো কাকে বলে একবার বাইরে দাঁড়িয়ে দেখো!

বেণী। তবে যে শুনি—

গোবিন্দ। অমন ঢের শুন্তবে বাবাজী, অনেক ব্যাটা এসে অনেক রকম ক'রে লাগাবে। কিন্তু গোবিন্দ খুড়োকে চেনো ত? ব্যস! ব্যস!

উভয়ের প্রস্থান

দ্বিতীয় দৃশ্য

রমেশের বহির্বাটী। চণ্ডী-মণ্ডপের বারান্দার একধারে ভৈরব আচার্য্য থান ফাড়িয়া কাপড় পাট করিয়া গাদা দিতেছে। চণ্ডীমণ্ডপের অভ্যন্তরে বসিয়া গোবিন্দ গাঙুলী ধূমপান করিতেছে এবং আড়চোখে চাহিয়া বস্ত্ররাশির মনে মনে সংখ্যা নিরূপণ করিতেছে। কণ্ঠবাড়ী। আসন্ন শ্রাদ্ধকৃত্যের বহুবিধ আয়োজন চারিদিকে বিক্ষিপ্ত। নানা লোক নানা কায়ে ব্যস্ত। সময় অপরাহ্ন।

রমেশের প্রবেশ

রমেশ। (গোবিন্দ গাঙুলীর প্রতি সবিনয়ে) এই যে আপনি এসেছেন।

গোবিন্দ। আস্বে বই কি বাবা, আস্বে বই কি ! এ যে আমার আপনার কাজ রমেশ।

নেপথ্যে কাশির শব্দ। কাশিতে কাশিতে ৪৫টি ছেলে মেয়ে লইয়া ধর্ম্মদাস চাটুয্যের প্রবেশ। ডাঁহার কাঁধের উপর মলিন উত্তরীয়, নাকর উপর এক জোড়া ভাঁটার মত মস্ত চসমা পিছনে দড়ি দিয়া বাঁধা। সাদা চুল, সাদা গৌরু তামাকের ধূঁয়্য তাস্রবণ। অগ্রসর হইয়া রমেশের মুখের প্রতি ক্ষণকাল চাহিয়া কোন কথা না কহিয়া কাঁদিয়া ফেলিলেন। রমেশ চিনিল না
ইনি কে। কিন্তু যেই হোন, ব্যস্ত হইয়া হাত ধরিতেই

ধর্ম্মদাস। (কাঁদিয়া) না বাবা রমেশ, তারিণী যে এমন কোরে ফাঁকি দিয়ে পালাবে তা খপ্পেও জানিনে। কিন্তু আমারও এমন চাটুয্যে বংশে জন্ম নয় যে কারু ভয়ে মুখ দিয়ে মিথ্যে কথা বেরুবে। আসবার সময় তোমার আপন জাটভুতো ভাই বেণী ঘোষালের মুখের উপর কি বলে

এলাম জানো ? ব'ললাম, রমেশ যেমন শ্রান্তের আয়োজন করতে, এমন করা চুলোয় যাক, এ অঞ্চলে কেউ চোখেও দেখেনি। আমার নামে অনেক শালা অনেক রকম তোমার কাছে লাগিয়ে যাবে বাবা, কিন্তু এটা নিশ্চয় জেনো এই ধর্মদাস শুধু ধর্মেরই দাস আর কারও নয়।

এই বলিয়া গোবিন্দর হস্ত হইতে হাঁকোটা ছিনিয়া লইয়া
এক টান দিয়াই প্রবল বেগে কাশিয়া ফেলিলেন

রমেশ। না না, বলেন কি, বলেন কি—

প্রত্যন্তরে ধর্মদাস ঘড় ঘড় করিয়া কত কি বলিলেন, কিন্তু কাশির ধমকে
তাহার একটা বর্ণও বুঝা গেল না। গোবিন্দ সর্বাগ্রে আসিয়াছিলেন,
হস্তরাং এই নবীন জমিদারটিকে ভাল ভাল কথা বলিবার
স্বযোগ তাহারই ছিল, অথচ নষ্ট হইতেছে বুঝিয়া
তিনি তাড়াতাড়ি উঠিয়া দাঁড়াইলেন

গোবিন্দ। কাল সকালে, বুঝলে ধর্মদাসদা, এখানে আসবো ব'লে
বেরিয়েও আসা হ'ল না। বেণীর ডাকাডাকি—গোবিন্দখুড়ো তামাক
খেয়ে যাও। একবার ভাবলেম কাজ নেই,—তার পরে মনে হ'ল ভাবখানা
বেণীর দেখেই যাইনে। বেণী কি বল্লে জানো বাবা রমেশ, বলে খুড়ো,
তোমরা ত দেখচি হয়েছ রমেশের মুকব্বি, বলি লোকজন খাবে টাবে ত ?
আমিই বা ছাড়ি কেন,—তুমি বড়লোক আছো না আছো, আমার রমেশও
কারো চেয়ে খাটো নয়। তোমার ঘরে ত একমুঠো চিড়ের পিত্তোশ
কাক নেই। বললাম, বেণীবাবু, এই ত পথ—দাঁড়িয়ে একবার কাদালী
বিদেয়ের ঘটটা দেখো। কালকের ছেলে রমেশ, কিন্তু বুকের পাটা ত
বলি একে। কিন্তু তাও বলি ধর্মদাসদা, আমাদের সাধাই বা কি ! ধীর

কাজ তিনিই ওপরে থেকে করাচ্ছেন। তারিগীদা শাপল্লি দিকপাল ছিলেন বই ত নয়।

ধর্মদাসের কিছুতেই কাশি থামেনা, আর তাহারই সম্মুখে গোবিন্দ

বেশ বেশ কথাগুলি এই অপরিপক্ক তরুণ জমিদারটিকে বলিয়া

যাইতেছে দেখিয়া আরও ভাল বলিবার চেষ্টায় ধর্মদাস

যেন আকুলি বিকুলি করিতে লাগিল

গোবিন্দ। তুমি ত আমার পর নও বাবা, নিতান্ত আপনার। তোমার মা ছিলেন আমার সাক্ষাৎ পিসতুত বোনের আপনার ভগ্নী। রাধানগরের বাঁড়েঘাড়া,—সে সব তারিগীদা' জানতেন। তাই যে কোন কাজ-কর্ম—মামলা-মোকদ্দমা করতে, সাক্ষী দিতে—ডাক গোবিন্দকে—

ধর্মদাস। কেন বাজে বকিস্ গোবিন্দ? থক্ থক্ থক্—থ—আমি আজকের নই, না জানি কি? সে বছর সাক্ষী দেবার কথায় বল্লি, আমার জুতো নেই খালি-পায়ে যাই কি করে? থক্ থক্—তারিগী অম্নি আড়াই টাকা দিয়ে জুতো কিনে দিলে। তুই তাই পায়ে দিয়ে সাক্ষী দিয়ে এলি কি না বেগীর হ'য়ে! থক্ থক্ থক্—থ—

গোবিন্দ। (চক্ষু রক্তবর্ণ করিয়া) এলুম?

ধর্মদাস। এলিনে?

গোবিন্দ। দূর মিথ্যাবাদী!

ধর্মদাস। মিথ্যাবাদী তোর বাবা!

গোবিন্দ। (ভাঙা ছাতি লইয়া লাফাইয়া উঠিল) তবে রে শালা!

ধর্মদাস। (বাঁশের লাঠি উচাইয়া) ও শালার আমি—থক্ থক্ থক্—থ—ও শালার আমি সম্পর্কে বড় ভাই হই কি না, তাই শালার আক্কেল দেখ! (কাশি)

গোবিন্দ । ওঃ—শালা আমার বড় ভাই !

চারিদিকের লোক ছুটিয়া আসিল, ছেলে-মেয়েরা হাঁ করিয়া চাহিয়া রহিল,

এবং রমেশ দ্রুতপদে তাহাদের মাঝখানে আসিয়া দাঁড়াইল

রমেশ । এ কি এ ! আপনারা উভয়েই প্রাচীন—ব্রাহ্মণ—এ কি কাণ্ড ?

ভৈরব । (উঠিয়া আসিয়া রমেশের প্রতি) প্রায় শ' চারেক কাপড় ত
হ'ল, আরও চাই কি ?

রমেশ নিরস্তর

ভৈরব । ছিঃ গাঙুলী মশাই, বাবু একেবারে অবাক হয়ে গেছেন ।
আপনি কিছু মনে করবেন না বাবু, এমন ঢের হয় । বুহৎ কাজ-কর্মের
বাড়ীতে কত ঠ্যাঙা-ঠেঙি রক্তারক্তি পর্য্যন্ত হয়ে যায়,—আবার যে কে সেই
হয় । নিন্ চাটুয্যে মশাই, দেখুন দিকি আরও খান ফাড়বো কি না ?

গোবিন্দ । হয়ই ত ! হয়ই ত ! ঢের হয় । নইলে বিরদ কর্ম বলেছে
কেন । সে বছর তোমার মনে আছে ভৈরব, ষড়্ মুখ্যে মশাইয়ের কস্তা
রমার গাছ পিতিষ্ঠের দিন সিধে নিয়ে, রাধব ভট্টাচার্য্য আর হারান
চাটুয্যেতে মাথা ফাটাকাটি হয়ে গেল । কিন্তু আমি বলি ভৈরব ভায়া,
বাবাজীর এ কাজটা ভাল হচ্ছে না । ছোটলোকদের কাপড় দেওয়া আর
ভাষে ধী ঢালা এক কথা । তার চেয়ে বামুনদের একজোড়া আর ছেলেদের
একখানা করে দিলে নাম হোতো । আমি বলি বাবাজী সেই যুক্তিই
করুন । কি বল ধর্মদাস-দা ?

ধর্মদাস । গোবিন্দ মন্দ যুক্তি বলে নি বাবাজী । ওদের মিছে
দেওয়া । নইলে আর শাস্তরে ব্যাটাদের ছোটলোক বলেছে কেন ! বুঝলে
না বাবা রমেশ ?

রমেশ । হাঁ, বুঝেছি বই কি ।

ভৈরব। তা' হলে কি এই কাপড়েই হবে ?

রমেশ। বোধ হয় হবে না। বলা যায় না কত কান্ধালী আসবে, আপনি বরঞ্চ আরও দু'শ কাপড় ঠিক করে রাখুন।

গোবিন্দ। তা' নইলে কি হয় ? তুমি একা আর কত পারবে ভায়া, চল আমিও যাই।

বলিতে বলিতে গোবিন্দ বঙ্গরাশির কাছে অগ্রসর হইয়া গেল, এবং উপবেশন

করিয়া কাপড় গুছাইতে লাগিল। ধর্মদাস এই অবকাশে রমেশকে

একধারে টানিয়া লইয়া গিয়া কানে কানে বলিতে লাগিল।

ওদিকে গোবিন্দ উদ্‌গ্রীব হইয়া আড়চোখে

চাহিয়া দেখিতে লাগিল

ধর্মদাস। এ দেশ বড় খারাপ বাবা, ভাঁড়ার টাঁড়ার কাউকে দিয়ে বিবেশ কোরো না। তেল, ছুন, ঘী, ময়না অর্ধেক সরিয়ে ফেল্বে। আমি এখুনি গিয়ে তোমার পিসিমাকে পাঠিয়ে দিচ্ছি বাবা, একটি কুটো তোমার নষ্ট হবে না।

রমেশ। যে-আজ্ঞে—

মুণ্ডিত-শব্দে শীর্ণকায় ও প্রাচীন দীননাথ ভট্টাচার্য্য প্রবেশ করিলেন।

ইহাব সঙ্গেও দুই তিনটি ছেলে মেয়ে। মেয়েটা সকলের

বড়, পরনে একখানি শতচ্ছিন্ন ডুরে কাপড়

দীননাথ। কৈ গো বাবাজী কোথায় গো ?

গোবিন্দ। (উঠিয়া দাঁড়াইয়া) এস দীহুদা, বোস। বড় ভাগ্যি আমাদের যে আজ তোমার পায়ের ধুলো পড়লো। ছেলেটা একা সারা হয়ে যায় তা' তোমরা ত—

ধর্মদাস কটমট করিয়া তাহার প্রতি চাহিল

গোবিন্দ । তা' তোমরা ত কেউ এদিক্ মাড়াবে না দাদা ।

দীহু । আমি ত ছিলাম না ভায়া, তোমার বোঠাকুরুণকে আনুতে তাঁর বাপের বাড়ী গিয়েছিলাম । বাবাজী কোথায় ? স্তনুচি না কি ভারি আয়োজন হচ্ছে । পথে ও-গাঁয়ের হাটে স্তনে এলাম থাইয়ে দাইয়ে ছেলে-বুড়োর হাতে নাকি ষোল পাত লুচি আর চার জোড়া করে সন্দেশ দেওয়া হবে ।

গোবিন্দ । (গলা খাটো করিয়া) তা'ছাড়া হয় ত একখানা করে কাপড়ও—

রমেশের প্রবেশ

দীহুদা, এই আমার রমেশ । তা তোমাদের পাঁচজনের বাপ-মায়ের আশীর্ব্বাদে যোগাড়-সোগাড় ত একরকম করচি, কিন্তু বেণী একেবারে উঠে পড়ে লেগেছে । এই আমার কাছেই দুবার লোক পাঠিয়েছে । তা আমার কথা না হয় ছেড়েই দিলে, রমেশের সঙ্গে আমার নাতীর টান্ রয়েছে, কিন্তু এই যে দীহুদা', ধর্ম্মদাসদা' এঁরাই কি বাবা তোমাকে ফেলতে পারবেন ? দীহুদা' ত পথ থেকে স্তনুতে পেয়ে ছুটে আসছেন । ওরে, ও ষষ্ঠীচরণ, তামাক দে না রে । বাবা রমেশ, একবার এদিকে এসো দিকি একটা কথা বলে নিই ।

ভৃত্য আসিয়া দীহুর হাতে হাঁকা দিয়া গেল এবং গোবিন্দ রমেশকে

আর একদিকে সরাইয়া লইয়া গিয়া চাপা গলায়

গোবিন্দ । ভেতরে বুঝি ধর্ম্মদাস-গিন্নি আস্চে ? খবরদার বাবা, খবরদার—বিটুলে বামুন যতই ফোসলাক কখনো তার হাতে ভাঁড়ার-টাড়ার দিওনা মাগী অর্দ্ধেক ফাঁক করে দেবে । বলি, তোমার ভাবনা কি বাবা ? তোমার যে আপনার মামী রয়েছে ! আমি গিয়েই তাকে

পাঠিয়ে দিচ্ছি, নাড়ীর টানে সে যেমন করবে আর কি কেউ ভেমন পারবে ? না, কখনো পারে ?

শিশু দু'টা ছুটিয়া আসিয়া দীহুর কাঁধের উপর ঝুলিয়া পড়িল

শিশুরা । বাবা, সন্দেশ খাবো ।

দীহু । (এক বার রমেশ ও একবার গোবিন্দর প্রতি চাহিয়া) সন্দেশ কোথায় পাব রে ? সন্দেশ কই ?

দীহুর মেয়ে অন্তরালে অঙ্গুলি নির্দেশ করিয়া

দীহুর মেয়ে । কেন, ঐ যে হচ্ছে বাবা—

বাকি ছেলে মেয়েরা নাকে কাদিতে কাদিতে আসিয়া

ধর্মদাসকে ঘিরিয়া ধরিল

ছেলেমেয়েরা । আমরাও দাঁদা মশাই—

রমেশ । (অগ্রসর হইয়া) বেশ ত, বেশ ত, ও আচার্য্য মশাই, বিকেল বেলায় ছেলেরা সব বাড়ী থেকে বেরিয়েছে খেয়ে ত আসেনি । (অন্তরাল-বর্তী ময়রার উদ্দেশে) ওহে, ও কি নাম তোমার ? নিয়ে এস ত ঐ থালাটা এদিকে । আচার্য্য মশাই, দেখুন ত যেন দেরি না হয় ।

ভৈরব আচার্য্য ভিতরে চলিয়া গেল এবং ক্ষণকাল পরেই ময়রা সন্দেশের থালা আনিতেই

ছেলেরা উপড় হইয়া পড়িল । বাঁটিয়া দিবার অবকাশ দেয় না এমনি ব্যস্ত

করিয়া তুলিল । ছেলেদের থাওয়া দেখিতে দেখিতে দীননাথের

শুষ্কদৃষ্টি সজল ও তীব্র হইয়া উঠিল

দীহু । ওরে ও খেঁদি, খাচ্চিস ত খুব, সন্দেশ হয়েছে কেমন বল দিকি ?
খেঁদী । বেশ বাবা—

এই বলিয়া সে চিবাইতে লাগিল

দীহু । (মুহূ হাসিয়া ঘাড় নাড়িয়া) হাঁঃ—তোদের আবার পছন্দ !
মিষ্টি হলেই হ'ল । হাঁ হে কারিকর, এ কড়াটা কেমন নাবালে ? কি বল
গোবিন্দ ভায়া, এখনো রোদ একটু আছে বলে মনে হচ্ছে না ?

ময়রা । আজে, আছে বই কি । এখনো ঢের বেলা আছে, এখনো
সন্ধ্যা আহ্নিকের—

দীহু । তবে কই দাও দিকি গোবিন্দ ভায়াকে একটা চেখে দেখুক,
কেমন কলকাতার কারিকর তোমরা—

ময়রা গোবিন্দ ও দীহু উভয়কেই সন্দেহ দিতে গেল

দীহু । না না, আমাকে আবার কেন ? তবে, আধখানা—আধখানার
বেশি নয় ! (হুঁকা রাখিয়া দিয়া) ওরে, ও ষষ্ঠীচরণ, একটু জল আন
দিকি বাবা, হাতটা ধুয়ে ফেলি ।

রমেশ । (ভিতরের দিকে চাহিয়া) ওরে, অমনি ভিতর থেকে গোটা
চারেক রেকাবি নিয়ে আসিস্ ষষ্ঠী ।

গোবিন্দ । সন্দেহের চেহারা দেখেই বোধ হচ্ছে হয়েছে ভাল ।
কি হে, ময়রার পো, পাক্‌টা একটু নরমই রাখলে বুঝি ?

ময়রা । আজে হাঁ, এ কড়াটা একটু নরমই রেখেচি ।

গোবিন্দ । (হাস্য করিয়া) আমরা বুঝি কি না । ভাকালেই ধরে
দিতে পারি কোন্‌টা কেমন ।

ময়রা । আজে, আপনারা বুঝবেন না ত বুঝবে কারা !

ষষ্ঠীচরণ ও আর একজন ভৃত্য রেকাবি, জলের গ্লাস প্রভৃতি আনিয়া উপস্থিত করিল,

ময়রা সন্দেহের খালাটা সম্মুখে আনিয়া রাখিল, এবং ব্রাহ্মণদিগের পাত্রে

তুলিয়া দিতে লাগিল । কাহারও মুখে কথা নাই, ছেলেমেয়েরা এবং

ধর্মদাস, গোবিন্দ ও দীহু গোত্রাসে গিলিতেছে এবং দেখিতে

দেখিতে সমস্ত খালাটাই নিঃশেষিত হইয়া গেল

দীহু। হাঁ, কলকাতার কারিকর বটে। কি বল ধর্মদাস-না ?

ধর্মদাসের কণ্ঠস্বর সন্দেশের তাল ভেদ করিয়া বেশ স্পষ্ট বাহির
হইল না, কিন্তু বুঝা গেল মতের অনৈক্য নাই

গোবিন্দ। (নিশ্বাস ফেলিয়া) হাঁ ওস্তাদি হাত বটে !

ময়রা। যদি কষ্টই করলেন ঠাকুর মশাই, তাহলে মিহিদানাটাও অমনি
পরখ করে দিন।

দীহু। মিহিদানা ? কই আনো দিকি বাপু।

ময়রা—এই যে আনি।

এই বলিয়া সে চক্ষের পলকে একখালা মিহিদানা আনিয়া হাজির করিল,
এবং ব্রাহ্মণদিগের পাত্রে উজাড় করিয়া দিল। মিহিদানা
শেষ হইয়া আসিতে বিলম্ব হইল না

দীহু। (হাত বাড়াইয়া মেয়ের প্রতি) ওরে ও খেদি, ধন্ন দিকি মা,
এই ছুটো মিহিদানা।

খেদি। আমি আর খেতে পারবোনা বাবা।

দীহু। পারবি পারবি। এক ঢৌক জল খেয়ে গলাটা ভিজিয়ে নে
দিকি, মুখ মেরে গেছে বই ত না। না পারিস্ আঁচলে একটা গেরো
দিয়ে রাখ, কাল সকালে উঠে খাস্।

এই বলিয়া মেয়ের হাতে গুঁজিয়া দিল

দীহু। (ময়রার প্রতি) হাঁ বাপু, খাওয়ালে বটে। ঘেন অমৃত।
তা বেশ হয়েছে, মিষ্টি বুঝি ছু' রকম করলে বাবাজী ?

ময়রা। আজ্ঞে না, রসগোল্লা, ক্ষীরমোহন—

দীহু। অ্যা, ক্ষীরমোহন ? কই, সে তো বার করলেনা বাপু ?

(বিস্মিত রমেশের মুখের প্রতি চাহিয়া) হাঁ খেয়েছিলাম বটে রাধানগরের বোসেনের বাড়ী, আজও যেন মুখে লেগে রয়েছে । বললে বিশ্বাস করবে না বাবাজী, ক্ষীরমোহন খেতে আমি বড় ভালবাসি ।

রমেশ । (হাসিয়া) আজ্ঞে না, অবিশ্বাস করবার কোন কারণ নেই । ওরে যষ্টী. ভেতরে বোধ করি আচাষ্য মশাই আছেন, যা' তো কিছু ক্ষীরমোহন তাঁকে আনতে বলে আয় দিকি ।

যষ্টীচরণের প্রস্থান

গোবিন্দ । (উদ্ভিগ্ধকণ্ঠে) আঁা ? মিষ্টি কি সব বাইরে পড়ে নাকি ? না না, এতো ভাল না ।

ধর্ম্মদাস । চাবি ? চাবি ? ভাঁড়ারের চাবি কার কাছে ?

গোবিন্দ । বলি, ভৈরো আচাষ্যের হাতে নয় ত ?

যষ্টীচরণের প্রবেশ

যষ্টী । এখন আর ভাঁড়ার বর খোলা হবে না বাবু, ক্ষীরমোহন বার হবে না ।

রমেশ । আঃ বল্গে যা আমি আনতে বল্চি ।

গোবিন্দ । দেখলে ধর্ম্মদাস-দা, আচাষ্যের আকোল ? এ যে দেখি মায়ের চেয়ে মাসির বেশি দরদ । সেই জন্তেই আমি বলি—

যষ্টী । আচাষ্য মশায়ের দোষ কি ? ও-বাড়ী থেকে গিন্নি-মা এসে ভাঁড়ার বন্ধ করে ফেলেচেন । এ তাঁরই হুকুম ।

ধর্ম্মদাস ও গোবিন্দ । কে ? বেণীবাবুর মা ? ও-বাড়ীর বড়-গিন্নি ঠাকরুণ ?

রমেশ । জ্যাঠাইমা—এসেছেন না কি ?

বটী। হাঁ বাবু। তিনি এসেই ছোট বড় দুটো ভাঁড়ারই তাল বন্ধ করে ফেলেচেন। চাবি তাঁরই আঁচলে।

গোবিন্দ। দেখলে ধর্মদাস-দা' ব্যাপারখানা? বলি মংলবটা বুঝলে ত?

দীহু। এ মংলব বোঝা আর শক্ত কি ভায়া? তাল বন্ধ ক'রে চাবি নিজের কাছে রেখেছেন তার মানে ভাঁড়ার আর কারো না হাতে পড়ে। তিনি সমস্তই ত জানেন।

গোবিন্দ। বোঝনা সোঝনা তুমি কথা কও কেন বল তো? তুমি এসব ব্যাপারের কি জানো যে হঠাৎ মানে করতে এসেচ?

দীহু। আরে, এতে বোঝা-বুঝিটা আছে কোন্‌খানে? শুন্‌চো না গিন্নি-মা স্বয়ং এসে তাল বন্ধ করেছেন? এতে কথা কইবে আবার কে?

গোবিন্দ। ঘরে যাওনা ভট্টচাষ। যে জন্তে ছুটে এলে, গুটিবর্গ মিলে খেলে, বাঁধলে,—আর কেন? ক্ষীরমোহন পরশু খেয়ে আজ বাড়ী যাও আমাদের ঢের কাজ।

রমেশ। আপনার হ'ল কি গাঙুলীমশাই? যাকে-তাকে এমন থামোকা অপমান করচেন কেন?

ধমক থাইয়া গোবিন্দ লজ্জিত হইল। পরে শুষ্ক হাস্য করিয়া

গোবিন্দ। অপমান আবার কাকে করলাম বাবাজী? ভাল, ওকেই জিজ্ঞেসা করে দেখ না ঠিক সত্যি কথাটা বলেচি কি না? ও ডালে-ডালে বেড়ায় যদি, আমি পাতায়-পাতায় ঘুরি যে। দেখলে ধর্মদাসদা, দীনে বামনার আম্পর্ক? আচ্ছা—

রমেশ। আচ্ছা কি?

দীহু। (রমেশের প্রতি) না বাবা, গোবিন্দ সত্য কথাই বলেছেন।

আমি বড় গরীব সে এদিকের সবাই জানে। ওদের মত আমার জমি-জমা চাষ-বাস কিছুই নেই, একরকম চেয়ে-চিন্তে ভিক্ষে-শিক্ষে করেই আমাদের দিন চলে।—ভাল জিনিস ছেলেপিলেদের কিনে খাওয়াবার ক্ষমতা ত ভগবান দেন্ নি, তাই বড়-ঘরে কাজকর্ম হলে ওরা খেয়ে বাঁচে। কিছু মনে কোরো না বাবা, তারিণীদাদা' বেঁচে থাকতে আমাদের তিনি খাওয়াতে বড় ভালবাসতেন।

দীক্ষুর দু'চক্ষু জলে ভরিয়া টপ্, টপ্, করিয়া দু'ফোঁটা অশ্রু সকলের সম্মুখেই
ঝরিয়া পড়িল। দীক্ষু মলিন ও ছিন্ন উত্তরীয়-প্রান্তে
তাহা মুছিয়া ফেলিল

গোবিন্দ। আহা! তারিণীদাদা শুধু তোমাকে খাওয়াতেই ভাল-বাসতেন! শুনলে ধর্মদাসদা', শুনলে কথা?

দীক্ষু। আমি কি তাই বল্ছি গোবিন্দ? আমার মত গরীব দুঃখী কেউ কখনো তারিণীদা'র কাছ থেকে খালি হাতে ফেরে নি।

রমেশ। ভট্টচাষি মশাই, এই দুটো দিন আমার ওপরে একটু দয়া রাখবেন। আর যদি খাঁহুর মা এ বাড়ীতে একবার পায়ের ধূলা দিতে পারেন ত ভাগ্য বলে মানব।

দীক্ষু। আমি বড় গরীব বাবা, আমি বড় দুঃখী। আমাকে এমন ক'রে বললে যে আমি লজ্জায় মরে যাই—

ভৃত্যের প্রবেশ

ভৃত্য। বাবু, গিন্নি-মা একবার বাড়ীর ভেতরে ডাকছেন।

রমেশ। যাই।

দীক্ষু। বাবা, আমরা তাহলে এখন আসি।

রমেশ। আহ্নন। কিন্তু আমার প্রার্থনা যেন ভুলে যাবেন না।

দীক্ষু। না বাবা, প্রার্থনা বোল্‌চ কেন এ তোমার দয়া।

ছেলেদের লইয়া দীক্ষুর প্রস্থান

গোবিন্দ। বাবা রমেশ, আমিও এখন তাহ'লে আসি। সন্ধ্যো-
আহ্নিক ঠাকুরের শিতল দেওয়া—

রমেশ। কিন্তু গাঙুলি মশাই—

গোবিন্দ। কিছু বলতে হবে না বাবা, এ আমার আপনার কাজ।
তুমি না ডাকলেও আমাকে নিজে এসে সমস্ত করতে হতো। কাল সন্ধ্যাই
তোমার মামীকে পাঠিয়ে দিয়ে তবে নিশ্চিন্ত হতে পারব।

ধর্মদাস। তুই বড় বাজে বকিস গোবিন্দ।

গোবিন্দ। কোন ভাবনা নেই রমেশ ভাঁড়ার-টাড়ার যা কিছু—

ধর্মদাস। ভাঁড়ারের জন্তে তোর এত মাথা ব্যথা কেন বল্‌ ত ?

গোবিন্দ। এ আমাদের নিজের কাজ বাবা। আমি আর ধর্মদাসদা'
—আমরা দুভাই তোমার ডাকার অপেক্ষা রাখি নি,—আপনারাই এসে
উপস্থিত হয়েছি। হয়েছি কি না ?

ধর্মদাস। বলি শোন রমেশ, আমরা বেণী ঘোষাল নই, আমাদের
জন্মের ঠিক আছে।

রমেশ। আঃ—কি বল্‌চেন আপনারা ?

জ্যাঠাইমা অন্তরাল হইতে একটুখানি মুখ বাহির করিয়া

জ্যাঠাইমা। ওরা অমনিই বলে রমেশ ! শিক্ষা আর সঙ্গদোষে
জানেও না যে কি ওরা বল্‌লে।

গোবিন্দ ও ধর্মদাসের ক্রতপদে প্রস্থান

রমেশ। জ্যাঠাইমা!

জ্যাঠাইমা। হাঁরে আমিই। বলি চিন্তে পারিস্ ত ?

বলিতে বলিতে তিনি সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইলেন। তাঁহার বয়স পঞ্চাশের কম নয়,

কিন্তু কিছুতেই চল্লিশের বেশি বলিয়া মনে হয় না। মাথার চুলগুলি ছোট

করিয়া ছাঁটা, দুই এক গাছি কুঞ্চিত হইয়া কপোলের উপর পড়িয়াছে।

একদিন যে রূপের খ্যাতি এ অঞ্চলে প্রসিদ্ধ ছিল, আজিও সেই

অনিম্য-সৌন্দর্য্য তাঁহার নিটোল পরিপূর্ণ দেহটিকে

বর্জন করিয়া দূরে যাইতে পারে নাই

দেখিয়া আজও মনে হয় তাঁহার

সকল অবয়ব যেন শিল্পীর

সাধনার ধন

রমেশ। একদিন যে ছেলেকে তুমি মানুষ্য করেছিলে, আর একদিন বড় হয়ে ফিরে এসে সে-ই তোমাকে চিন্তে পারবে না এই কি তোমার রমেশের কাছে আশা কর জ্যাঠাইমা ?

জ্যাঠাইমা। না, সে আশঙ্কা করিনি রমেশ ! তবুও ত তোরই মুখ থেকে না শুনে পারি নে বাবা, জ্যাঠাইমাকে তোর মনে আছে।

রমেশ। মনে আছে মা, খুব বড় করেই তোমাকে মনে আছে। কিন্তু বা' পারতাম নিজেই করতাম, তুমি কেন আবার এ বাড়ীতে এলে ?

জ্যাঠাইমা। তুই তো আমাকে ডেকে আনিস্ বাবা, যে, তোর কাছে তার কৈফিয়ৎ দেব।

রমেশ। ডেকে আনব কি মা, মা ব'লে যে তোমার কোলেই সকলের আগে ছুটে গিয়েছিলাম। কিন্তু বাড়ী নেই বলে তো তুমি দেখা কর নি জ্যাঠাইমা ?

জ্যাঠাইমা। সেই অভিমানেই বুঝি নিজের বাড়ী থেকে আজ আমাকে বিদায় করতে চান্স রমেশ ?

রমেশ। অভিমান ? যার মা নেই, বাপ নেই, নিজের জন্মভূমিতে যে নিরাশ্রয়, বিদেশী,—বিনাদোবে যাকে প্রতিবেশী আত্মীয়-স্বজন বাড়ী থেকে দূর করে দেয় তার অভিমানের দাম কি জ্যাঠাইমা ?

জ্যাঠাইমা। আমার কাছেও তার দান নেই রমেশ ?

রমেশ। না নেই। আজ নিজের ছেলেকেই শুধু ছেলে বলে জেনে রেখেচ। কিন্তু আর একটা মা-মরা ছেলেকে যে একদিন ঠিক তেমনি কোরেই মানুষ করতে হয়েছিল সে কথা আজ ভুলে গেছ।

জ্যাঠাইমা। এমনি কোরে শূল বিধে তুই কথা বলবি রমেশ ? ঘরে-বাইরে এই শাস্তি পাব বলেই কি ভোদের দুজনকে মানুষ করেছিলাম রে ?

রমেশ। ঘরে-বাইরে ! তাই ত বটে ! (হঠাৎ পায়ের কাছে হাঁটু গাড়িয়া বসিয়া) আমাকে ক্ষমা করো জ্যাঠাইমা, আমি প্রাণের জালায় তোমার এই দিক্‌টার পানে চেয়ে দেখি নি।

জ্যাঠাইমা রমেশকে তুলিয়া ডান হাত দিয়া তাহার চিবুক স্পর্শ করিলেন

জ্যাঠাইমা। জানি বাবা।

রমেশ। কিন্তু আর তুমি এ বাড়ীতে এসো না। আমার সব সইবে, কিন্তু আমার জন্তে দুঃখ পাবে এ আমার সইবে না জ্যাঠাইমা।

জ্যাঠাইমা। এ তোমর অন্তায় রমেশ। দুঃখ সওয়াই যদি দরকার হয় ও তোমরও সইবে, আমারও সইবে। ফাঁকি দিয়ে আরামের চেষ্টা করলে তার ফাঁক নিয়ে শুধু আরামই বার হয়ে যায় না বাবা, ঢের বেশি দুঃখ হুড়মুড় কোরে ঢুকে পড়ে। আমাকে বারণ করবার মতলব তুই করিস্ নে। তাছাড়া তোমর নিষেধ শুনবোই বা কেন ?

রমেশ। তোমাকে ভুলে ছিলাম জ্যাঠাইমা, তাই নিষেধ করবার স্পর্ধা ক'রেছি। আমার কথা তুমি শুনো না—যা' তোমার ভাল মনে হবে তাই করো।

জ্যাঠাইমা। তাই তো কোরবো।

রমেশ। কোরো। কত ঝড়-বাদল, কত দুর্ঘ্যোগ তোমার মাথার ওপর দিয়ে বয়ে গেছে—দূর থেকে মাঝে মাঝে আমি তার খবর পেয়েছি। কিন্তু কিছুতেই তোমাকে বদলাতে পারে নি। তেমনি অনির্বাক্য ভেজের আগুন তোমার বুকের মধ্যে তেমনিই দপ্ দপ্ করে জ্বলচে।

জ্যাঠাইমা। তুই থাম্ ছেলে-মুখে বুড়ো কথা বলিস্ নে।—তা শোনু। তোর বড়দার কাছে একবার গিয়েছিলি ?

রমেশ অধোমুখে নীরব

জ্যাঠাইমা। বাড়ী নেই বলে দেখা করে নি বুঝি ?

রমেশ তেমনি নিরন্তর

জ্যাঠাইমা। না-ই কক্ক, আর একবার যা'। (ক্ষণকাল মৌন থাকিয়া) আমি জানি রে, সে তোদের ওপর প্রসন্ন নয়, কিন্তু তোর কাজ তো তোকে করা চাই। সে বড় ভাই—তার কাছে হেঁট হতে তোব লজ্জা নেই। তা'ছাড়া এটা মানুষের এমনি দুঃসময় বাবা, যে-কোন লোকের হাতে-পায়ে ধরে মিটমাট করে নেওয়াই মনুষ্যত্ব। লক্ষ্মী মাণিক আমার—যা' আর একবার। এখন হয় ত সে বাড়ীতেই আছে।

রমেশ। তুমি আদেশ করলেই যাব জ্যাঠাইমা।

জ্যাঠাইমা। আর থাখ্, রমাদের ওখানেও একবার যা।

রমেশ। গিয়েছিলাম।

জ্যাঠাইমা। গিয়েছিলি ? তোকে সে চিন্তে পেরেছিল ত ?

রমেশ। বোধ হয় পেরেছিল। নইলে অপমান করে বাড়ী থেকে দূর করে দেবে কেন ?

জ্যাঠাইমা। অপমান ক'রে দূর করে দিলে ? রমা ?

রমেশ। অপমানটা বোধ করি তার তেমন মনঃপুত হয় নি। তাই বলে দিয়েছে এবার এলে দরওয়ান দিয়ে বার করে দেবে।

জ্যাঠাইমা। রমা বলেছে ? এ যে নিজের কানে গুলেও বিশ্বাস হয় না রমেশ।

রমেশ। বড়না ছিলেন, তাঁকে জিজ্ঞাসা করে দেখো জ্যাঠাইমা।

জ্যাঠাইমা। বেণী ছিল ? তবে, হবেও বা। (এক মুহূর্ত পরে) কিন্তু, ঠিক বল্চিস রমেশ, রমা বললে বাড়ী ঢুকলে দরওয়ান দিয়ে বার করে দেবে ? আমাকে ভাঁড়াস নে বাবা, ঠিক করে বল।

রমেশ। হাঁ, জ্যাঠাইমা তাই। তবে, নিজে না বলে কে তার মাসী আছে তার মুখ দিয়েই বলিয়েছে।

জ্যাঠাইমা। (নিশ্বাস ফেলিয়া) ওঃ—তাই বল্! নইলে রাতও মিথ্যে দিনও মিথ্যে রমেশ, এত বড় গর্হিত কথা তার গলায় ছুরি দিলেও সে তোকে বলতে পারত না। এ সেই মাসীর কথা,—তার নয়।

রমেশ। তবে কি তাদের বাড়ীতেও আমাকে যেতে হুকুম করো জ্যাঠাইমা ? রমাকে কি তুমি এমনি করেই জান ?

জ্যাঠাইমা। জানি। কিন্তু যেতে আর বলি নে। তোর বাপের সঙ্গে তাদের চিরদিন মামলা-মকদ্দমা চলেছে, তাদের শত্রু বললেও মিথ্যে বলা হয় না, তবুও আমি জানি ওকথা রমা বলে নি! অমন মেয়ে বাবা, লক্ষ কোটির মধ্যেও সহজে খুঁজে পাওয়া যায় না। এ আছে বলে তবুও এই গ্রামের মধ্যে একটুখানি ধর্ম বেঁচে আছে।

রমেশ। তাকে দেখে তো সে কথা মনে হ'ল না জ্যাঠাইমা।

জ্যাঠাইমা। হঠাৎ হয়ও না। তবুও এ কথা সত্যি রমেশ। তা' সে বাই হোক, সেখানে যখন যাওয়াই হতে পারে না তখন তা' নিয়ে চিন্তা করে লাভ নেই। কিন্তু এতক্ষণ যারা এখানে ছিলেন এবং আমি আসা মাত্রই যারা সরে গেলেন তাঁদের তুই বিশ্বাস করিস্ নে বাবা, তাঁদের আমি চিনি।

রমেশ। কিন্তু তাঁরাই ত এ বিপদে আমার সব চেয়ে আপনার লোক জ্যাঠাইমা। তাঁদের বিশ্বাস না করলে কাদের করবো ?

জ্যাঠাইমা। তাই তো ভাব্চি বাবা, এ কথার জবাব দেবই বা কি ! হাঁ রে, তোর নেমস্তম্ভর ফর্দ তৈরি হয়ে গেছে ?

রমেশ। না এখনো হয় নি।

জ্যাঠাইমা। সেইটে একটু বুঝে শ্রবণ করিস রমেশ। এ গ্রামে, আর এই গ্রামেই বা বলি কেন, সব গাঁয়েই এই। এ ওর সঙ্গে খায় না, ও তার সঙ্গে কথা কয় না,—একটা কাজ-কর্ম পড়ে গেলে মানুষের আর হুশিয়ার অস্ত থাকে না। কাকে বাদ দিয়ে কাকে রাখা যায় এর চেয়ে শক্ত কাজ আর নেই।

রমেশ। কেন এ রকম হয় জ্যাঠাইমা ?

জ্যাঠাইমা। সে অনেক কথা বাবা। যদি থাকিস এখানে, আপনিই সব জানুতে পারবি। কারুর সত্যিকার দোষ-অপরাধ আছে, কারুর মিথ্যে অপবাদ আছে, তাছাড়া মামলা মোকদ্দমা, মিথ্যে সাক্ষী দেওয়া নিয়েও মস্ত দলাদলি। আমি যদি তোর এখানে ছুঁনি আগে আস্তাম রমেশ, এত উত্তোগ-আয়োজন কিছতে করতে দিতাম না। কি যে সেদিন হবে আমি তাই শুধু ভাবচি।

এই বলিয়া তিনি নিখাস মোচন করিলেন

রমেশ। তোমার দীর্ঘনিশ্বাসের মর্ম্ব বোঝা কঠিন জ্যাঠাইমা, কিন্তু আমার সঙ্গে তো এর কোন যোগ নেই। আমাকে বিদেশী বললেই হয়,—কারো সঙ্গে শত্রুতাও নেই, দলাদলিও নেই,—আমি কাউকে অপমান করতে পারব না ; সকলকেই সমস্বমে আহ্বান ক’রে আনব।

জ্যাঠাইমা। উচিত ত তাই। কিন্তু—বাই চোক, সকলের মত নিয়ে এ কাজটা করিস বাবা, নইলে ভারি গুণ্গোল হবে। মা, বিপদ-তারিণী !

রমেশ। তুমি কি এখনি চলে যাচ্ছ ?

জ্যাঠাইমা। না, এখুনি নয়। ছ’ একটা কাজ পড়ে আছে সেগুলো সেরে ফেলেই যাবো। কিন্তু চাবি আমার সঙ্গে রইলো রমেশ, কাল সকালেই আমি নিজে এসে ভাঁড়ার খুব।

প্রস্থান

ধর্মদাস, গোবিন্দ ও পরাণ হালদারের প্রবেশ

গোবিন্দ। (রমেশের প্রতি) বাবা, এই পরাণ মামাকে ধরে নিয়ে এলাম। আসতে কি চায় ? কিন্তু আমিও ছাড়নে-বালা নই। বলি, বেণীই জমিদার আর আমার ভাগ্নে রমেশ নয় ? (উপরের দিকে মুখ তুলিয়া) তারিণীনা, স্বর্গে ব’সে সমস্তই দেখচো শুন্চো, কিন্তু এই তোমার কাছে প্রতিজ্ঞে কয়টি আমি, এই উঠোনের ওপর বেণীর যদি না এমনি করে নাক রগড়াতে পারি ত আমার নামই গোবিন্দ গাঙুলী নয়।

ধর্মদাস। আহা, তুই থামনা গোবিন্দ ! (কাশিতে কাশিতে) সে আমি ঠিক করে নেবো।

অকস্মাৎ বেণী ঘোমাল প্রবেশ করিল

বেণী। এই যে রমেশ, একবার এলাম—বড় জরুরি কাজ—মা এসেছেন নাকি ?

গোবিন্দ । আস্বে বই কি বাবা, একশ'বার আস্বে । এ তো তোমারই বাড়ী । তাই ত' আমি রমেশ বাবাজীকে সকাল থেকে বল্চি রমেশ, ঝগড়া-বিবাদ তারিণীদার সঙ্গেই যাক্—আর কেন ? তোমরা দুভাই এক হও আমরা দেখে চোখ জুড়োই । তাছাড়া বড়-গিন্নি ঠাকরুণ যখন স্বয়ং এসে উপস্থিত হয়েছেন, তখন—

বেণী । মা এসেছেন ?

গোবিন্দ । শুধু আসা কেন, ভাঁড়ার-টাঁড়ার, করা-কর্ম্ম যা' কিছু তিনিই ত করছেন । আর তিনি না করলে করবেই বা কে ?

সকলেই নীরব হইয়া রহিল

গোবিন্দ । (নিশ্বাস ফেলিয়া) নাঃ—গাঁয়ের মধ্যে বড়-গিন্নি ঠাকরুণের মত মানুষ কি আর আছে ? না হবে ? না বেণীবাবু, সাম্নে বল্লে খোষামোদ করা হবে, কিন্তু যে যাই বলুক, গাঁয়ে যদি লক্ষ্মী থাকেন ত সে তোমার মা । এমন মা কি কারু হয় ?

এই বলিয়া পুনশ্চ একটা নিশ্বাস ত্যাগ করিলেন

বেণী । আচ্ছা—

গোবিন্দ । শুধু আচ্ছা নয় বেণীবাবু । আস্তে হবে, করতে হবে, সমস্ত ভার তোমার ওপর । ভাল কথা, সবাই আপনারা তো উপস্থিত আছেন, নেমস্তন্নটা কি রকম করা হবে একটা ফর্দ করে ফেলা হোক । কি বল রমেশ বাবাজী ? ঠিক কি না হালদার মামা ? ধর্ম্মদাসদা চুপ্ করে থাকলে হবে না,—কাকে বলতে হবে, কাকে বাদ দিতে হবে জান ত সব ।

রমেশ । বড়দা, একবার পায়ের ধুলো যদি দিতে পারেন—

বেণী । মা যখন এসেছেন তখন, আমার আসা না-আসা—কি বল গোবিন্দ খুড়ো ?

রমেশ । আপনাকে আমি পীড়াপীড়ি করতে চাই নে বড়দা, যদি অশুবিধে না হয় ত একবার দেখে শুনে যাবেন ।

বেণী । সে তো ঠিক ! আমার মা যখন এসেছেন তখন আমার আসা-না-আসা—কি বল হালদার মামা ? তা মাকে একটু শিগ্গির যেতে বোলো রমেশ, বিশেষ দরকারী কাজ, আমারও এখন দাঁড়াবার যো নেই—প্রজারা সব—

বলিতে বলিতে বেণীর দ্রুতপদে প্রস্থান

গোবিন্দ । (নেপথ্যে গলা বাড়াইয়া দেখিয়া লইয়া) আরে, বেণী ঘোষাল ! তুই পাতায় পাতায় বেড়াস্ তো আমি তার শিরে শিরে ফিরি । আমার নাম গোবিন্দ গাঙুলী ! নিজের চোখে দেখতে এসেছে মা এসেছে কি না । বুঝিনে বটে ! (রমেশের প্রতি) আর দেখলে বাবা রমেশ, কেমন তোকা মিষ্টি মোলায়েম কথাগুলি শুনিয়া দিলাম ? যেন মিছরির ছুরি ! আর বলবার যো নেই যে কর্ম্বাড়াইতে গিয়ে খাতির পাই নি । লোকের কাছে যে বলে বেড়াবে রমেশ না হয় ছেলে মানুষ, কিন্তু তার মামা গোবিন্দ গাঙুলী ত উপস্থিত ছিল ! বৃহৎ কাজে-কর্ম্মে কর্ম্ম-কর্ত্তা হয়ে থাকা সহজ ব্যাপার নয় বাবা, এক একটা চাল্ ভাবতে মাথা ঘুরে যায় !

ধর্ম্মদাস । তুই বড় বাজে বকিস্ গোবিন্দ ! থাম্‌না ?

একদিক দিয়া স্কুমাৱী ও তাহার মা কান্ত প্রবেশ করিয়া বাটীর অন্তঃপুরে

চলিয়া গেল । পরাণ হালদার কঠিন চক্ষে তাহাদের নিরীক্ণ

করিলেন । মুহূর্ত্তে ভৃত্য বগীচরণ প্রবেশ করিল

পরাণ । ওরা বাড়ীর মধ্যে গেল কারা ?

বগী । কান্ত বায়ুন ঠাকরণ আর তাঁর মেয়ে

পরান। যা ভেবেছি তাই। ওদের বাড়ী ঢুকতে দিলে কে ?

ষষ্ঠী। আচার্য্য মশাই ডেকে এনেছেন। দুদিন ধরে সমস্ত কাজ-কর্ম করছেন।

পরান। ওরা যদি খাতদ্রব্য স্পর্শ ক'রে থাকে ত কোন ব্রাহ্মণই এখানে জল গ্রহণ করতে পারবে না।

ক্ষান্ত আড়ালে দাঁড়াইয়া বোধ হয় শুনিতেছিল তৎক্ষণাৎ বাহির হইয়া আসিল

ক্ষান্ত। কেন শুনি হালদার ঠাকুরপো (রমেশের প্রতি) হাঁ বাবা, তুমিও ত গাঁয়ের একজন জমিদার, বলি সমস্ত দোষই কি এই ক্ষেস্তি বামুনির মেয়ের ? মাথার ওপর আমাদের কেউ নেই বলে কি যতবার ইচ্ছে শাস্তি দেবে ? (গোবিন্দকে দেখাইয়া) ঐ উনি মুখুজ্যে বাড়ীর গাছ পিতিষ্ঠের সময় জরিমানা বলে দশ টাকা আদায় করেন্ নি ? গাঁয়ের ষোল-আনা মনসা পূজোর নামে ছুজোড়া পাঠার দাম ধরে নেন্ নি ? তবে কতবার ঐ এক কথা নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি করতে চায শুনি ?

গোবিন্দ। যদি আমার নামটাই করলে ক্ষান্তমাসী, তবে সত্যি কথা বলি বাছ। খাতিরে কথা কইবার লোক গোবিন্দ গাঙুলী নয় সে দেশ-সুদূর লোকে জানে। তোমার মেয়ের প্রার্থনাস্তব্ধ হয়েছে, সামাজিক দণ্ডও করেছে,—সব মানি। কিন্তু যজ্ঞিতে কাঠি দিতে ত আমরা হুকুম দিই নি ? মরলে ওকে পোড়াতে আমরা কাঁধ দেব, কিন্তু—

ক্ষান্ত। মলে তোমার নিজের মেয়েকে কাঁধে করে পোড়াতে যেয়ো বাছা, আমার মেয়ের ভাবনা তোমাকে ভাবতে হবে না। বলি, হাঁ গোবিন্দ, নিজের গায়ে হাত দিয়ে কি কথা কওনা ? তোমার ছোট ভাজের কানীবাসের কথা মনে পড়ে না ? হালদার ঠাকুরপোর বেয়ানের তাঁতি অপবাদ ছিল না ? সে সব বড় লোকের বড় কথা বুঝি ?

গোবিন্দ । তবে রে হারামজাদা মাগী—

কাস্ত । (অগ্রসর হইয়া) মারবি নাকি রে ? ক্ষেস্তি বামুনিকে বাঁটালে ঠগ্ বাছতে গাঁ উজোড় হয়ে যাবে । বলি, এতেই হবে, না আরও বোলবো ?

ভৈরব আচার্য্য দ্রুতপদে প্রবেশ করিয়া

ভৈরব । এতেই হবে মাসী, আর কাজ নেই । (ভিতরের দিকে চাহিয়া) স্কুমারী, চল দিদি, এসো মাসী আমার সঙ্গে বাড়ীর ভেতরে গিয়ে বসবে চল ।

ভৈরব ও কাস্তর প্রস্থান

গোবিন্দ । দেখলে পরাণ মামা, আমাদের অপমান করে ওদের বাড়ীর ভেতরে বসাতে নিরে চলল । দেখলে ভৈরবের আশ্পর্ক ? আচ্ছা—

পরাণ হালদার । আমাদের বিনা হুকুমে ঐ দুটো ভ্রষ্ট মাগীদের কেন বাড়ীতে ঢুকতে দেওয়া হল, রমেশ তার কৈফিয়ৎ দিক । নইলে কেউ আমরা এখানে জলম্পর্শ করব না ।

জ্যাঠাইমা । (দ্বারের নিকট হইতে) রমেশ !

রমেশ + তুমি কি এখনো আছ জ্যাঠাইমা ?

জ্যাঠাইমা । আছি বই কি । গোবিন্দ গাঙুলীকে বল যে কাস্ত ঠাকুরঝি আর স্কুমারীকে আদর করে আমি ডেকে আনিয়েছি আচার্য্য মশায় নয় । তাঁদের থামোকা অপমান করবার কোন দরকার ছিল না ।

পরাণ হালদার । কিন্তু ওদের দূর করে না দিলে আমরা কেউ জল গ্রহণ করতে পারব না ।

জ্যাঠাইমা । সে পরশুর কথা । আজ আমার কর্ম-বাড়ীতে

চৌচাটেচি হাঁকা-হাঁকি করতে আমি নিষেধ করচি। আমি সকলকেই নিমন্ত্রণ কোরব, কাউকে বাদ দিতে পারব না।

পরাগ। কিন্তু আমরা কেউ এখানে জলটুকু পর্য্যন্ত মুখে দিতে পারব না।

জ্যাঠাইমা। আমাকে ভয় দেখাতে বারণ কর রমেশ। দেশে অনাথ আতুর কাঙালের অভাব নেই। আরোজন আমার ব্যর্থ হবে না, 'বরঞ্চ' সার্থক হবে।

রমেশ। (ব্যাকুলকণ্ঠে) কিন্তু সমস্ত এঁরা পণ্ড কোরে দিতে চান। এর সকল দায় যে তোমার মাথায় পড়বে জ্যাঠাইমা!

জ্যাঠাইমা। এ তোর অন্তায় রমেশ। আমার বাড়ীর কাজের দায়িত্ব আমার মাথায় পড়বে না ত কি পরের মাথায় পড়বে? এখন ঈদের যেতে বাল দে। ঢের কাজ পড়ে আছে নষ্ট করবার সময় নেই।

জ্যাঠাইমা অন্তঃপুরে চলিয়া গেলেন। সদরদ্বার দিয়া গোবিন্দ

ধর্মদাস ও পরাগ হালদার ধীরে ধীরে প্রস্থান করিল

রমেশ। ভেবেছিলাম বুঝি আমার কেউ নেই,—কিন্তু সবাই আছে বার তুমি আছ জ্যাঠাইমা।

তৃতীয় দৃশ্য

গ্রাম্যপথ

দীহু ভট্টাচার্য:শ্রদ্ধাবাটা হইতে নিমন্ত্রণ খাইয়া ঘরে ফিরিতেছে। সঙ্গে পটল,

স্বাড়া, বুড়ী:প্রভৃতি বালকবালিকা। সকলেরই হাতে ছোট বড়

পুটুলি অথ হাতে খুরিতে করিয়া দধি ক্ষীর প্রভৃতি

খেঁদি। (সভয়ে) বাবা, ভোজো আসছে—

শুনিয়া সকলে চকিত হইয়া উঠিল। রমেশের ভৃত্য ভজুয়া প্রবেশ করিল

দীহু। এই যে ভজুয়া বাবু, কোথায় যাওয়া হচ্ছে ?

ভজুয়া। আরে ই সব কি লিয়ে যাচ্ছে ভট্টাচার্য মোশা—

দীহু। কিছুই নয় বাবা,—এই দুটো এঁটো কাঁটা,—পাড়ার ছোট
লোক গরীব দু:খীর ছেলে-মেয়ে আছে তো, গেলেই সব হাত পেতে
দাঁড়াবে—তাদেরই দেবার জন্তে—

ভজুয়া। আরে, কমতি কি আছে। পুরি মিঠাই কেত'না গরীব দু:খী
উহই বএঠকে খা রহো—

দীহু। খাচ্ছে বই কি বাবা, খাচ্ছে বই কি। রাজার ভাণ্ডার অভাব
কি। তবে সবাই কি আসতে পারবে ? তাদের জন্তেই দুটো একটা—

ভজুয়া। হাঁ, হাঁ, ঠিক ঠিক। বড়ি খারাব গাঁও ভট্টাচার্য। কিত'না
গুলমাগ। ই উঠে তো উ বোসে, ই ভাগে তো উ খিঁচকে লাবে—হা:
হা: হা: হা:—

দীহু। হয় বাবা হয়, বিরদ কাজে-কর্ম্মে,—বুড়ী, পটলার হাতটা
একবার বদলে নে যা,—আমাদের গোঁ তো তবু পদে আছে বাবা—হোরে,
পথ পানে চেয়ে চল না। হৌঁচট খেয়ে দইয়ের ভাঁড়টা ফেলে দিবি যে। যে

কাণ্ড দেখে এলাম খেঁদির মামার বাড়ীতে,—বিশ ঘর বামন কায়েতের বাস নেই বাবা—দশটা দলাদলি। পটুলা, হাঁ কোরে স্বগ্গ পানে তাকিয়ে যাচ্ছি। যে ? তবে একটা কথা বলতে পারি বাবা, ভিক্ষে-শিক্ষে করতে অনেক যায়গাতেই তো যাই, অনেকে অল্পগ্রহণ করেন, আমি দেখেছি তোমার বাবুর মত ছেলে-ছোকরাদেরই যা' কিছু দয়া মায়া আছে। নেই কেবল বুড়ো ব্যাটারদের। বাগে পেলেই একজন আর একজনের গলায় পা দিয়ে জিভ বার কোরে তবে ছাড়ে !

এই বলিয়া নিজের জিভ বাহির করিয়া দেখাইল

ভজুয়া। হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ ।

দীন্নু। এই গোবিন্দ গাঙুলী—এ ব্যাটার পাপের কথা মুখে আনলে প্রায়শ্চিত্ত করতে হয়। জাল করতে, মিথ্যে সাক্ষী দিতে, মিথ্যে মকদ্দমা সাজাতে ওর জুড়ি নেই—সবাই ওকে ভয় করে। বেণীবাবু হাতধরা—কাজেই কেউ একটা কথা কইতে সাহস করে না। ওই পাঁচজনের জাত মেরে বেড়াচ্ছে।

ভজুয়া। সব দেশে এমনি আছে ভট্টাচা, হমার গাঁয়ে ভি বহুত গুল্মালু। আরে জিলা তো—মগর, হমার বাবুজীসে কোই সকেবে নহি।

দীন্নু। না বাবা কেউ পারবে না তা আমিও বলে দিচ্ছি। খেঁদি একটু পা চালিয়ে চল না। তুই যে—

ভজুয়া। হমার বাবু কি মাহুষ আছে,—দেওতা আছে।

দীন্নু। হাঁ বাবা রমেশ আমার দেবতাই বটে। পটুলা, আবার হাঁ কোরে দাঁড়ায়। তা' ভজুয়াবাবু কোথায় যাচ্ছে ?

ভজুয়া। আচার্য্য ঠাকুরকে বাড়ী।

দীন্নু। তা' যাও যাও, একটু তরস্ত যাও। আমরাও আসি বাবা।

সকলের প্রস্থান।

চতুর্থ দৃশ্য

মধু পালের মুদির দোকান । কেনা বেচা চলিতেছে ।

প্রথম খরিদার । এক পয়সার তেল দিতে কি বেলা কাটিয়ে দেবে না কি ?

মধু । এই যে দিই ।

২য় খরিদার । এক পয়সার হলুদ দিতে কি বুড়ো হয়ে যাবে পাল দা ?

মধু । এই যে রে ভাই দিচ্ছি । একলা মানুষ—

৩য় খরিদার । দু পয়সার মুগুর ডালের জন্তে দেখুটি এবেলা আর রান্না চড়ানো হবে না ।

মধু । হবে গো খুড়ো হবে, এই নাও না !

রমেশের প্রবেশ

মধু । (গলা বাড়াইয়া দেখিয়া) আঁ !—এ যে আমাদের ছোটবাবু । প্রাতঃপেন্নাম হই । (এই বলিয়া সে একটা মোড়া হাতে বাহির হইয়া আসিল) আমার সাত পুরুষের ভাগ্যি যে দোকানে আপনার পায়ের ধুলো পড়লো । বহন ।

রমেশ । শ্রীক্ষেত্র দরুণ দশটা টাকা বাকি পড়ে আছে, তুমিও যাও না, আমারও পাঠানো হয় না । আজ ভাব্লেম নিজেই গিয়ে দিয়ে আসি । এই নাও ।

মধু । (হাত পাতিয়া গ্রহণ করিয়া) এ তো আমাদের বাপ দাদারিও কখনো শোনেনি বাবু, মানুষে বাড়ী বয়ে এসে টাকা দিয়ে যায় !

রমেশ । (মোড়ায় উপবেশন করিয়া) দোকান কেমন চল্চে মধু ?

মধু। কেমন করে আর ভাল চলবে বাবু? হু আনা চার আনা এক টাকা পাঁচ সিকে করে প্রায় ষাট সত্তর টাকা বিলেত পড়ে গেছে। এই ও-বেলায় দিয়ে যাচ্ছি বলে আর ছমাসেও আশায় হবার যো নেই—এ কি বাঁড়ুয্যে মশাই যে! কবে এলেন? প্রাতঃপেন্নাম হই।

বাঁড়ুয্যে মশায়ের বাঁ হাতে একটা গাড়ু, পায়ের নখে গোড়ালিতে
কাদার দাগ, কানে পৈতা জড়ানো, ডানহাতে কচু-
পাতায় মোড়া চারটি কুচো চিংড়ী।

বাঁড়ুয্যে। কাল রাত্তিরে এলাম। তামাক খা দিকি মধু।

এই বলিয়া গাড়ু রাখিয়া হাতের কুচো চিংড়ী মেলিয়া ধরিলেন।

বাঁড়ুয্যে। সৈরুবী জেলেনীর আক্কেল দেখ্‌লি মধু, খপ্ করে হাতটা আমার ধরে ফেললে হে? কালে কালে কি হ'ল বল্ দিকি রে, এই কি এক পয়সার চিংড়ী? বামুনকে ঠকিয়ে ক'কাল খাবি মাগী, উচ্ছন্ন যেতে হবে না?

মধু। হাত ধরে ফেললে আপনার?

বাঁড়ুয্যে। আড়াইটি পয়সা শুধু বাকি, তাই বলে খামকা হাটস্থল্ লোকের সামনে হাত ধরবে আমার? কে না দেখ্‌লে বল্? মাঠ থেকে বসে এসে গাছুটী মেজে, নদীতে হাত-পা ধুয়ে মনে কল্পলাম হাটটা একবার ঘুরে যাই। মাগী এক চুব্‌ড়ি মাছ নিয়ে বসে,—স্বচ্ছনে বল্‌লে কি না কিচ্ছু নেই ঠাকুর, যা ছিল সব উঠে গেছে। আরে, আমার চোখে ধূলো দিতে পারিস্? ডালাটা ফস্ কোরে তুলে ফেলতেই দেখি না,—অমনি খপ্-করে হাতটা চেপে ধরে ফেল্‌লে! তোর সাবেক আড়াইটা আর আক্কের একটা—এই সাড়ে তিনটে পয়সা নিয়ে আমি গাঁ ছেড়ে পালাব? কি বলিস্ মধু?

মধু। তাও কি হয়।

বাঁছুয্যো । তবে তাই বল না । গাঁয়ে কি শাসন আছে ? নইলে ষষ্ঠে জেলের ধোপা নাপ্তে বন্ধ করে চাল কেটে ভুলে দেওয়া যায় না ? (হঠাৎ রমেশের প্রতি চাহিয়া) বাবুটি কে মধু ?

মধু । আমাদের ছোট বাবু যে ! আঁকের দরুন দশটি টাকা বাকি ছিল বলে বাড়ী বয়ে দিতে এসেছেন ।

বাঁছুয্যো । আঁ, রমেশ বাবাজী ? বেঁচে থাকো বাবা, হাঁ, এসে শুনলাম একটা কাজের মত কাজ করেছ বটে । এমন খাওয়া-দাওয়া এ অঞ্চলে কখনো হয়নি । কিন্তু বড় দুঃখ রইল চোখে দেখতে পেলাম না । পাঁচ শালার ধান্নায় পড়ে কলকাতায় চাকরি করতে গিয়ে হাড়ীর হাল । আরে ছি, সেখানে মানুষ থাকতে পারে !

মধু । (তামাক সাজিয়া ছঁকা তাঁহার হাতে দিল) তার পরে ? একটু চাকরি-বাকরি হয়েছিল ত ?

বাঁছুয্যো । হবে না ? এ কি ধান দিয়ে লেখাপড়া শেখা আমার ? কিন্তু হলে কি হবে । যেমন ধুঁয়া, তেমনি কাদা । বাইরে গাড়ী চাপা না পড়ে যদি ঘরে ফিরতে পারিস্ ত জানুবি তোঁর বাপের পুণ্যি । কখনো গিয়েছিলি সেখানে ?

মধু । আজ্ঞে না । মেদিনীপুর সহরটা একবার দেখেছি ।

বাঁছুয্যো । আরে দূর ব্যাটা পাঁড়ার্গেয়ে ভূত । কিসে আর কিসে ! তোঁর রমেশ বাবুকে জিজ্ঞেসা কর না সত্যি না মিছে । না মধু, খেতে না পাই ছেলে-পুলের হাত ধরে ভিক্ষে কোঁরব,—বামুনের ছেলের তাতে কিছু আর লজ্জা নেই,—কিন্তু বিদেশ ঘাবার নামটি যেন না কেউ আমার কাছে করে । বললে বিশ্বাস করবি নে সেখানে শুষ্ক কল্মি, চালতা, আমড়া, ধোড় মোচা পর্য্যন্ত কিনে খেতে হয় । পারবি খেতে ?—এই একটি মাস না খেয়ে খেয়ে যেন রোগা ইঁদুরটা হয়ে গেছি ।

এই বলিয়া তিনি হাঁকাটা মধুর হাতে দিয়া উঠিয়া গিয়া মধুর তেলের

ভাণ্ড হইতে খানিকটা তেল বা হাতের তেলোয় লইয়া অর্ধেকটা

ছুই নাক ও দুই কানের গর্ভে ঢালিয়া দিয়া বাকিটা

মাথায় মাখিয়া কেলিলেন।

বাঁড়ুয্যে। বেলা হ'ল, অম্নি ডুবুটা দিয়ে একেবারে ঘরে যাই। এক
পয়সার ছুন দে দিকি মধু, বিকেলবেলা দিয়ে যাব।

মধু। আবার বিকেল বেলা।

মধু অগ্রসর মুখে দোকানে উঠিয়া ঠোঙায় করিয়া ছুন দিল।

বাঁড়ুয্যে। (ছুন হাতে লইয়া) তোরা সব হলি কি মধু ? এ যে গালে
চড় মেরে পয়সা নিস্ দেখি। (এই বলিয়া নিজেই এক খাম্চা ছুন ঠোঙায়
দিয়া রমেশের প্রতি মৃদু হাসিয়া) ঐ তো একই পথ,—চল না বাবাজী গল্প
করতে করতে যাই।

রমেশ। আমার একটু দেরি আছে।

বাঁড়ুয্যে। তবে থাক।

এই বলিয়া গাড়ু লইয়া গমনোত্তর হইলেন

মধু। বাঁড়ুয্যে মশাই, সেই ময়দার পয়সা পাঁচ আনা কি অম্নি—

বাঁড়ুয্যে। হাঁ রে মধু, তোদের কি লজ্জা সরম চোখের চামড়া পর্য্যন্ত
নেই ? পাঁচ ব্যাটা বেটির মতলবে কলকাতা যাওয়া-আসা করতে পাঁচ
পাঁচটা টাকা আমার গলে গেলো, আর, এই কি তোমের তাগাদা করবার
সময় হ'ল ? কারো সর্বনাশ, আর কারো পৌষ মাস, বটে ? দেখলে
বাবা রমেশ, এদের ব্যাভারটা একবার দেখলে ?

মধু। (লজ্জিত হইয়া) অনেক দিনের—

বীড়ুয্যে । হলই বা অনেক দিনের । এমন কোরে সবাই মিলে লাগলে তো আর গাঁয়ে বাস করা যায় না ।

এই বলিয়া তিনি এক রকম রাগ করিয়াই নিজের জিনিস পত্র লইয়া চলিয়া গেলেন । এবং পরক্ষণে বনমালী পাড়ুই ধীরে ধীরে প্রবেশ করিয়া রমেশের পায়ের কাছে ভূমিষ্ঠ প্রণাম করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন ।

রমেশ । আপনি কে ?

বনমালী । আপনাদের ভৃত্য বনমালী পাড়ুই । গ্রামের মাইনার ইন্সুলের প্রধান শিক্ষক ।

রমেশ । (সমস্ত্রমে উঠিয়া দাঁড়াইয়া) আপনি ইন্সুলের হেড মাষ্টার ?

বনমালী । আপনার ভৃত্য । দুদিন আপনাকে প্রণাম জানাতে গিয়েও দেখা হয় নি ।

রমেশ । আপনার ইন্সুলের ছাত্রসংখ্যা কত ?

বনমালী । বিয়াল্লিশজন । গড়ে দুজন পাস হয় । একবার নারায়ণ বীড়ুয্যের সেজছেলে জলপানি পেয়েছিল ।

রমেশ । বটে ?

বনমালী । আজ্ঞে হাঁ । কিন্তু এ বছর চাল ছাওয়া না হলে বর্ষার জল আর বাইরে পড়বে না ।

রমেশ । সমস্ত্রই আপনাদের মাথায় পড়বে ?

বনমালী । আজ্ঞে, হাঁ । কিন্তু সে এখনো দেরি আছে । কিন্তু সম্ভ্রান্তি আমরা কেউ তিন মাসের মাইনে পাইনি । মাষ্টাররা বল্চেন বরের খেয়ে বনের মশা আর বেশি দিন তাড়ানো যাবে না ।

রমেশ । আপনার মাইনে কত ?

বনমালী। ছাব্বিশ। পাই তেরো টাকা পোনের আনা।

রমেশ। ছাব্বিশ টাকা মাইনে, আর পান তেরো টাকা পোনের আনা এর মানে ?

বনমালী। গভর্ণমেণ্টের হুকুম কি না। তাই ছাব্বিশ টাকার রসিদ লিখে সবইনস্পেক্টারকে দেখাতে হয়। নইলে সরকারী সাহায্য বন্ধ হয়ে যায়।

রমেশ। এতে ছেলেদের কাছে আপনার সম্মান হানি হয় না ?

বনমালী। না, এই দেশাচার। তা'ছাড়া ছেলেরা আমাকে বাধের মত ভয় করে। বিতিয়ে পিঠ লাল করে দিই।

রমেশ। দেবার কথাই। আর সব মাষ্টারের মাইনে কত ?

বনমালী। তেইশ টাকা।

রমেশ। তেইশ ? একজনের না তিনজনের ?

বনমালী। তিনজনের। ন'টাকা, আটটাকা আর ছ'টাকা। এও বেণীবাবু দিতে নারাজ। তিনি বলেন আট টাকাটা সাত টাকা হলেই হয় ভাল।

রমেশ। সে ঠিক। কর্তা বুঝি তিনিই ?

বনমালী। হাঁ, তিনিই সেক্রেটারি। কিন্তু কখনো একটি পয়সাও দেন না। যত মুখ্যে মশায়ের কত্তা রমা,—সতীলক্ষ্মী তিনি—তাঁর দয়া না থাকলে ইস্কুল অনেক দিন পূর্বেই বন্ধ হয়ে যেত।

রমেশ। বলেন কি ? এ তো শুনি নি।

বনমালী। হাঁ, শুধু তাঁর দয়াতেই ইস্কুল চলে ছোটবাবু, আর কারো নয়। একটি ভাইও তাঁর এই ইস্কুলে পড়ে। এবছর তিনিই চাল ছাইয়ে দেবেন বলেছিলেন, কিন্তু কেন যে দিলেন না বলতে পারিনে। হয়ত কেউ ভাঙুচি দিয়েছে।

রমেশ। তাও হয় নাকি ? আচ্ছা, আজ আপনি যান, আপনাদের বেলা হয়ে যাচ্ছে, কাল আপনাদের ইস্কুল আমি দেখতে যাব।

বনমালী। যে আজে। আপনার দয়া হলে আর আমাদের ভাব নাকি ?

এই বলিয়া সে আর একবার হেঁট হইয়া প্রণাম করিয়া প্রস্থান করিল, এবং

অশ্রুপথ দিয়া গোপাল সরকার ও ভুজুয়া দ্রুতপদে প্রবেশ করিল

রমেশ। হঠাৎ আপনি এমন ব্যস্ত হয়ে যে সরকার মশাই ?

গোপাল। বেগীবাবু তো অত্যন্ত অত্যাচার সুরু করে দিলেন। প্রত্যহ এ তো সহ্য যায় না ছোটবাবু !

রমেশ। ব্যাপার কি ?

গোপাল সরকার। কাপাসডাঙার বাইশ-বিধের বন্দটা এখনো ভাগ হয় নি, মুখুয্যেদের সঙ্গে যোধ আছে। এক অংশ তাঁদের, এক অংশ বেগীবাবুর আর এক অংশ আমাদের। সেদিন পাড়ের অবতড় তেঁতুল গাছটা কাটিয়ে তাঁরা দু' অংশে ভাগ কোরে নিলেন, আমাদের একটা টুকরো পর্য্যন্ত দিলেন না। আপনাকে জানালাম, আপনি বললেন তুচ্ছ একটু কাঠের জন্তে ত আর ঝগড়া করা যায় না !

রমেশ। বাস্তবিক, এত সামান্য জিনিসের জন্তে কি বড়দার সঙ্গে ঝগড়া করা যায় সরকার মশাই ?

গোপাল। সেই জোরে আজ বেগীবাবু জোর কোরে গড়-পুকুরের মাছ ধরে নিয়ে গেছেন। বোধকরি মুখুয্যে বাড়ীতে এতক্ষণ তার অংশ ভাগ হচ্ছে।

রমেশ। কিন্তু ঠিক জানেন এতে আমাদের অংশ আছে ?

গোপাল। তবে কি মিছেই এ কাজে মাথার চুল-পাকালাম ছোটবাবু ?

রমেশ। কিন্তু সবাই যে বলে রমা বড় ধর্ম-নিষ্ঠ মেয়ে। তাঁকে একবার জিজ্ঞেস করে পাঠালেন না কেন ?

গোপাল । গুনলাম তিনি নাকি হেসে বলেছেন ছোটবাবুকে বোলো বিষয়টা তাঁর হাতে দিয়ে একটা মাস-হারা নিয়ে যেখানকার মানুষ সেখানে চলে যেতে । জমিদারী রক্ষে করা ভীতু লোকের কাজ নয় ।

রমেশ । তবে বুঝি চুরি করাটাই সে মস্ত সাহসের কাজ বলে ঠাউরেচে ? ভজুয়া, সঙ্গে তোর লাঠি আছে ?

ভজুয়া । (লাঠি আশ্ফালন করিয়া) হুজুর ।

এই বলিয়া প্রস্থানোত্তত হইল

রমেশ । সমস্ত মাছ গিয়ে কেড়ে নিয়ে আয় । এক! পান্নবি ত ?

ভজুয়া । (মাথা নত করিয়া) সিক' হকুমকা নোকর হুজুর !

গোপাল । (অকস্মাৎ অত্যন্ত ভয় পাইয়া) এ যে সত্যি সত্যিই ফৌজদারী বেধে যাবে ছোটবাবু ।

রমেশ । উপায় কি ?

গোপাল । হঠাৎ একটা কাজ করে ফেলা কি ভাল হবে ছোটবাবু ?

রমেশ । তবে কি আপনি করতে বলেন ?

গোপাল । আমি বলি,—আমি বলি,—থানায় একটা ডাইরি করে,—না হয়, ভাল কোরে একবার জিজ্ঞেসা কোরে—

রমেশ । তবে সেই ভাল সরকার মশাই । আমার মত ভীতু লোকের এর বেশি কিছু করা উচিতও নয় । ও-বাড়ীর মাইজীকে চিনিস্ ত ভজুয়া ? চিনিস্ ! বেশ, তাঁকে গিয়ে জিজ্ঞেসা করে আয় গড়-পুকুরের মাছে আমার অংশ আছে কি না । যদি বলেন আছে, নিয়ে আসিস । যদি বলেন নেই,—শুধু চ'লে আসবি । আমার নিশ্চয় বিশ্বাস সরকার মশাই, সামান্য দুটো মাছের জন্তে রমা মিছে কথা বলবে না ।

ভজুয়ার দ্রুতপদে প্রস্থান ।

শেষের দৃশ্য

বেণী ঘোষালের বাটার অন্তঃপুরে বিবেচনার গৃহ । রমা প্রবেশ করিয়া

সম্মুখে দাসীকে দেখিতে পাইল

রমা । জ্যাঠাইমা কোথায় নন্দর মা ?

দাসী । পূজোর ঘর থেকে এখনো বার হন নি । ডেকে দেব দিদি ?

রমা । তাঁর পূজোর ব্যাঘাত করে ? না না, আমি বস্টি । তিনি
বেকলে তাঁকে খবর দিয়ে যে আমি এসেছি ।

দাসী । আচ্ছা দিদি ।

দাসী প্রস্থান করিল, এবং পরক্ষণে অতি সম্ভর্পণে পা টিপিয়া যতীন প্রবেশ করিল ।

যতীন । দিদি ?

রমা । (চমকিয়া মুখ ফিরাইয়া) অ্যা, তুই কোথা থেকে রে ?

যতীন । তোমার পেছনে পেছনে এসেছি তুমি দেখতে পাওনি !

এই বলিয়া সে রমাকে জড়াইয়া ধরিল

রমা । কি হুটু ছেলে রে তুই ? বেলা হ'ল ইস্কুলে যাবিনে ।

যতীন । আমাদের যে আজ ছুটি দিদি ।

রমা । ছুটি কিসের রে ? আজ তো সবে বুধবার ।

যতীন । ॐ হলই বা বুধবার ! বুধ, বেম্পতি, শুক্লকুর, শনি, রবি—
এক্কেবারে পাঁচ দিন ছুটি ।

রমা । কেন রে যতীন ?

যতীন । আমাদের ইস্কুলের চাল ছাওয়া হচ্ছে যে । তাঁর পর

চুণকাম হবে, কত বই আসবে,—চার পাঁচটা চেয়ার টেবিল এসেছে একটা আলমারি, একটা বড় ঘড়ী এসেচে,—একদিন তুমি গিয়ে দেখে এসোনা দিদি।

রমা। বলিস্ কিরে ?

যতীন। সত্যি দিদি। রমেশবাবু এসেছেননা,—তিনিই সব করে দিচ্ছেন। আরও কত কি তিনি করে দেবেন বলেছেন। রোজ দু'ঘণ্টা করে এসে আমাদের পড়িয়ে যান।

রমা। হাঁ রে যতীন' তোকে তিনি চিনতে পারেন ?

যতীন। হাঁ—

রমা। কি বলে তাঁকে তুই ডাকিস্ ?

যতীন। ডাকি ? আমরা ছোটবাবু বলিঃ।

রমা। (ভাইটিকে বুকের কাছে টানিয়া লইয়া) ছোটবাবু কি রে ! তিনি যে তোর দাদা হ'ন।

যতীন। যাঃ—

রমা। যা কি রে ? বেগীবাবুকে যেমন বড়লা বলে ডাকিস্, ঐকে তেমনি ছোড়দা বলে ডাকতে পারিসনে ?

যতীন। আমার দাদা হনু তিনি ? সত্যি বোলচ দিদি ?

রমা। সত্যি বল্চি রে তোর ছোড়দা হ'ন তিনি।

যতীন। বাড়ী যাবো দিদি ? নরু, হারা, সস্তা,—এদের সব গিয়ে বলে আসবো ?

রমা ঘাড় নাড়িয়া নিষেধ করিল

যতীন। এতদিন তিনি কোথায় ছিলেন দিদি ?

রমা। এতদিন লেখাপড়া শিখতে বিদেশে ছিলেন। তুই বড় হলে

তোকেও এম্নি কোরে বিদেশে গিয়ে থাকতে হবে যতীন, আমাকে ছেড়ে পারবিত থাকতে ?

যতীন। (বার দুই তিন অনিশ্চিত ভাবে মাথা নাড়িল) ছোড়নার সমস্ত পড়া শেষ হয়ে গেছে দিদি ?

রমা। হাঁ ভাই তাঁর সব পড়া সাক্ষ হয়ে গেছে।

যতীন। কি করে তুমি জানলে ?

রমা। (ক্ষণকাল স্তব্ধ থাকিয়া) নিজের পড়া শেষ না হলে কি কেউ পরের ছেলের জন্তে এত দিতে পারে ? এটুকু বুঝি তুই বুঝতে পারিসনে ?

যতীন। (মাথা নাড়িয়া জানাইল সে পারে) আচ্ছা, ছোড়না কেন আমাদের বাড়ী আসেন না দিদি, বড়না তো রোজ রোজ যান।

রমা। তুই তাঁকে ডেকে আনতে পারিসনে ?

যতীন। এখুনি যাব দিদি ?

রমা। (ভয় ব্যাকুল দুই হাতে তাহাকে বুকে জড়াইয়া) ওরে, কি পাগুলা ছেলে রে তুই ? খবরদার যতীন, কথখনো এমন কাজ করিস নে ভাই, কথখনো করিস নে।

যতীন। তোমার চোখে জল এলো কেন দিদি ? তুমি বারণ করলে তো আমি কথখনো কিছু করি নে।

রমা। (চোখ মুছিয়া ফেলিয়া) তা তো করনা জানি। তুমি আমার লক্ষী মাণিক ছোট্ট ভাই কি না,—ভাই।

যতীন। বাড়ী চলনা দিদি !

রমা। তুই এখন যা, আমি একটুখানি পরে যাবো ভাই।

যতীন প্রস্থান করিল।

বিশ্বেশ্বরী প্রবেশ করিলেন

রমা। আমাকে ডেকে পাঠিয়েছিলেন জ্যাঠাইমা ?

বিশ্বেশ্বরী। এ সব তোরা কি করেছিস্ মা ? বেণীর চুরি-করার কাজে তুই কি কোরে সাহায্য করলি রমা ?

রমা। আমি ত এ কাজ করতে তাঁকে বলিনি জ্যাঠাইমা !

বিশ্বেশ্বরী। স্পষ্ট বলনি বটে, তবুও অপরাধ তোমার কম হয় নি রমা।

রমা। কিন্তু তখন যে আর উপায় ছিল না জ্যাঠাইমা। ভজুয়া লাঠি হাতে বাড়ীর মধ্যে গিয়ে যখন দাঁড়ালো তখন মাছ ভাগ হয়ে গিয়েছিল। বড়লা তাঁর ভাগ নিয়ে চলে আসছিলেন, পাড়ার পাঁচজনেও ছুটো একটা নিয়ে ঘরে ফিরছিলেন।

বিশ্বেশ্বরী। কিন্তু আসলে মাছ আদায় করতে সে যায়নি রমা। রমেশ মাছ-মাংস ছোঁয়না, এতে তার প্রয়োজন নেই। সে শুধু তোমারই কাছে জানতে পাঠিয়েছিল কাপাস-ডাঙার গড় পুকুরের তার অংশ আছে কি না। নেই, এ কথা তুই বল্লি কি কোরে মা ?

রমা অধোমুখে নিরন্তর

বিশ্বেশ্বরী। তোমার পরে যে তার কত শ্রদ্ধা, কত বিশ্বাস, সে ভুমি জাননা বটে, কিন্তু আমি জানি। সেদিন তেঁতুল গাছটা কাটিয়ে তোমরা দু'ঘরে ভাগ কোরে নিলে ; গোপাল সরকারের কথাতেও রমেশ কান দিলে না, বললে, আমার ভাগ থাকলে আমি পাবই। রমা কখনো আমাকে ঠকিয়ে নেবে না। কিন্তু কাল যা' কোরেছ মা, তাতে— একটা কথা তোমাকে আজ বলে রাখি মা। বিষয় সম্পত্তির দাম যত বেশিই হোক এই মাহুঘটীর প্রাণের দাম তার অনেক বেশি। কারও

কথায়, কোন বস্তুর লোভেই রমা, চারিদিকের আঘাত দিয়ে এ জিনিসটি নষ্ট কোরো না। যা হারাবে তা' আর কোনদিন পূর্ণ হবে না।

রমেশ। (নেপথ্যে) জ্যাঠাইমা।

বিশ্বেশ্বরী। কে, রমেশ? আয় বাবা এই ঘরে আয়।

রমেশ প্রবেশ করিতেই রমা আনতমুখে ঈষৎ আড় হইয়া বসিল।

~~রমেশ~~

বিশ্বেশ্বরী। হঠাৎ এমন দুপুরবেলা যে রে?

রমেশ। দুপুরবেলা না এলে যে তোমার কাছে একটু বসতে পাইনে জ্যাঠাইমা? তোমার কত কাজ। হাসলে যে? আচ্ছা, তোমার মনে পড়ে জ্যাঠাইমা, ঠিক এমনি দুপুরবেলায় ছেলেবেলায় একদিন চোখের জলে তোমার কাছে বিলায় নিয়েছিলাম! আজও তেমনি নিতে এলাম। কিন্তু এই বোধ হয় শেষ নেওয়া জ্যাঠাইমা।

জ্যাঠাইমা। বালাই, যাট। ও কি কথা বাবা? আয় আমার কাছে এসে বোস।

রমেশ তাঁহার কাছে গিয়া বসিয়া একটুখানি হাসিল, কিন্তু জবাব দিল না।

বিশ্বেশ্বরী পরম স্নেহে তাহার মাথায় গায়ে হাত

বুলাইয়া দিয়া কহিলেন—

বিশ্বেশ্বরী। শরীরটা কি এখানে ভাল থাক্চে না বাবা?

রমেশ। এ যে খোঁটার দেশের ডাল-রুটির শরীর জ্যাঠাইমা, এ কি শীঘ্র খারাপ হয়? তা নয়। তবে, এখানে আমি আর একদিনও টিকতে পারছি নে। আমার সমস্ত প্রাণ যেন কেবলই খাবি খেয়ে উঠচে।

বিশ্বেশ্বরী। শুনে বাঁচলাম বাবা, তোর শরীর খারাপ হয় নি। কিন্তু এই যে তোর জন্মস্থান, এখানে টিকতে পারছিস্ না কেন বল দেখি?

রমেশ। (সে আমি বোলব না। আমি নিশ্চয় জানি, তুমি সমস্তই জান।

বিশ্বেশ্বরী। সব না জানলেও কতক জানি বটে কিন্তু ঠিক সেই জন্তেই তোকে আমি কোথাও যেতে দেব না রমেশ।

রমেশ। কিন্তু এখানে কেউ আমাকে চায় না জ্যাঠাইমা?

বিশ্বেশ্বরী। চায় না বলেই তোর পালান চলবে না রমেশ। এই যে ডাল-রুটি খাওয়া দেহের বড়াই করছিলি সে কি শুধু পালানর জন্তে? হাঁ রে, গোপাল সরকার বলছিল কি একটা রাস্তা মেরামতের জন্তে তুই চাঁদা তুলছিলি। তার কি হোলো?

রমেশ। আচ্ছা, এই একটা কথাই তোমাকে বলি। কোন পথটা জান? যেটা পোষ্টাফিসের সন্মুখ দিয়ে ধরাবর ষ্টেশনে গেছে। বছর পাঁচেক পূর্বে বৃষ্টিতে ভেঙ্গে এখন একটা প্রকাণ্ড গর্ত হয়ে আছে। লোক পা পিছলে হাত-পা ভেঙ্গে পার হয় কিন্তু মেরামত করে না। গোটা কুড়ি টাকা মাত্র খরচ, কিন্তু এর জন্তে আজ আট দশ দিন ঘুরে ঘুরেও আট দশটা পয়সা পাই নি। কাল মধুর দোকানের সামনে দিয়ে রাত্রে আস্টি, কানে গেল কে একজন আর সকলকে বারণ করে দিয়ে বল্লে, তোরা কেউ একটা পয়সাও দিস্ নে। জুতো পায়ে মস্‌মসিয়ে হাঁটা, ছচাকার গাড়ীতে ঘুরে বেড়ান,—ওরই ত গরজ। কেউ কিছু না দিলে ও আপনিই সারাবে। না করে ‘বাবু-বাবু’ বলে একটু খানি পিঠে হাত বোলানো। ব্যস্!

বিশ্বেশ্বরী। (হাসিয়া) ওরা অমন বলে। তাই দেনা বাপু সারিয়ে। তোর দাদা মশায়ের ত ঢের টাকা পেয়েছি।

রমেশ। (রাগিয়া উঠিয়া) কিন্তু কেন দেবো? আমার ভারি দুঃখ হচ্ছে যে না বুঝে অনেকগুলো টাকা এদের ইস্কুলের জন্তে খরচ করে

কেলেচি। এ গাঁয়ের কারও জন্তে কিছু কন্মতে নেই। এরা এত নিচ্-
যে এদের দান করলে এরা বোকা মনে করে। ভাল করলে গরজ ঠাওরায়।
এদের ক্ষমা করাও অপরাধ। ভাবে ভয়ে ছেড়ে দিলে।

শুনিয়া বিশ্বেরী হাসিতে লাগিলেন

রমেশ। হাস্ যে জ্যাঠাইমা ?

বিশ্বেশ্বরী। না হেসে কি করি বল্ ত বাছা ? হাঁ রে, রাগ করে
তুই এই লোকগুলোকেই ছেড়ে যেতে চাস্ ? আহা, এরা যে কত দুঃখী,
কত দুর্বল, কত অবোধ তা যদি জান্ তিস্ রমেশ, এদের ওপর অভিমান
করতে তোর আপনাই লজ্জা হোতো। (রমার প্রতি) তুমি যে সেই
থেকে ঘাড় হেঁট করে বসে আছ মা,—হাঁ রমেশ, তোরা দুই ভাই-বোনে
কি কথা কোসনে ?

রমা। (তেমনি অধোমুখে) আমি তো বিরোধ রাখতে চাইনে
জ্যাঠাইমা। রমেশদা—

রমেশ। (চম্কিয়া) একে, রমা নাকি ? একলা এসেছেন, না
সঙ্গে মাসিটিকেও এনেছেন ?

বিশ্বেশ্বরী। এ তোর কি কথা রমেশ ? তোদের ভাল কোরে চেনা-
শোনা নেই বলেই—

রমেশ। রক্ষে কর জ্যাঠাইমা, এর বেশি চেনা-শোনার আশীর্বাদ
আর করে না। বাড়ী গিয়ে মাসিটিকে যদি পাঠিয়ে দেন ত
তোমাকে আমাকে দুজনকেই চিবিয়ে খেয়ে তিনি ঘরে ফিরবেন। বাপরে
পালাই—

বিশ্বেশ্বরী। যাস্ নে রমেশ, শুনে যা।

রমেশ। (খমকিয়া দাঁড়াইয়া) না জ্যাঠাইমা, আমি সমস্ত শুনেচি।

যারা অহঙ্কারের স্পর্ধায় তোমাকে পর্যাস্ত মাড়িয়ে চলতে চায় তাদের হয়ে তুমি একটা কথাও বোলো না। তোমাকে অপমান করা আমার সহিবে না।

দ্রুতপদে গ্রন্থান

রমা। (বিস্ময়বশত মুখের প্রতি চাহিয়া সহসা কাঁদিয়া ফেলিল)
তোমাকে অপমান করতে আমি মাসিকে পাঠিয়ে দিই, এ কলঙ্ক আমার কেন জ্যাঠাইমা ?

বিস্ময়বশত। (রমাকে কাছে টানিয়া লইয়া) তোমাকে ও ভুল বুঝেছে
মা। যা সত্যি সে ও একদিন জানবেই জানবে।

দ্বিতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

তারকেশ্বরের গ্রাম্য পথ । প্রভাত বেলায় এইমাত্র সূর্যোদয় হইয়াছে । রমা নিকটস্থ কোন একটা পুষ্করিণী হইতে স্নান সারিয়া আর্দ্র-বস্ত্রে গৃহে ফিরিতেছিল, রমেশের সহিত তাহার একেবারে মুখোমুখি দেখা হইয়া গেল । একবার সে মাথায় আঁচল টানিয়া দিবার চেষ্টা করিল, কিন্তু ভিজা কাপড় টানা গেল না । তখন সে তাড়াতাড়ি হাতের জলপূর্ণ ঘটিটি নামাইয়া রাখিয়া সিক্ত বসন তলে দুই বাহ বুকের উপর জড়ো করিয়া হেঁট হইয়া দাঁড়াইল ।

রমা । আপনি এখানে যে ?

রমেশ । (একপাশে সরিয়া দাঁড়াইয়া) আপনি কি আমাকে চেনেন ?

রমা । চিনি । আপনি কখন তারকেশ্বরে এলেন ?

রমেশ । এই মাত্র গাড়ী থেকে নেমেছি । আমার মামার বাড়ীর মেয়েদের আসবার কথা ছিল, কিন্তু তাঁরা কেউ আসেন নি ।

রমা । এখানে কোথায় আছেন ?

রমেশ । কোথাও না । পূর্বে কখনো আসিনি, আজকের দিনটা কোন মতে কোথাও কাটাতে হবে । যাহোক একটা আশ্রয় খুঁজে নেবো ।

রমা । সঙ্গে ভজুয়া আছে ত ?

রমেশ । না একাই এসেছি ।

রমা । বেশ যা হোক । (এই বলিয়া রমা হাসিয়া হঠাৎ মুখ তুলিতেই আবার দুজনের চোখোচোখি হইল । সে মুখ নীচু করিয়া মনে মনে একটু দ্বিধা করিয়া শেষে বলিল) তবে আমার সঙ্গেই আসুন । (এই বলিয়া সে ঘটিটি তুলিয়া লইয়া অগ্রসর হইতে উত্তত হইল)

রমেশ । আমি যেতে পারি, কারণ এতে দোষ থাকলে আপনি কখনই

ডাকতেন না। আপনাকে যে আমি চিনি নে তাও নয়। কিন্তু কিছুতেই স্বরণ করতে পারছি নে। মনে হচ্ছে কখনো স্বপ্নে দেখে থাকব। আপনার পরিচয় দিন।

রমা। আস্থন। পথে যেতে যেতে আমার পরিচয় দেব। স্বপ্ন কবেকার দেখা মনে পড়ে।

রমেশ। না। সঙ্গে আপনার আত্মীয় কেউ নেই ?

রমা। না, দাসী আছে, সে বাসাঘ কাজ করচে, চাকরটা গেছে বাজারে। তাছাড়া আমি ত প্রায়ই এখানে আসি,—সমস্তই চিনি।

রমেশ। কিন্তু আমাকে সঙ্গে নিয়ে যাচ্ছেন কেন ?

রমা। নইলে আপনার খাওয়া-দাওয়ার ভারি কষ্ট হবে।

রমেশ। হলই বা। তাতে আপনার কি ?

রমা। পুরুষ মানুষকে সব বুঝান যায়, যায় না শুধু এই কথাটি। আমি রমা।

রমেশ। রমা ?

রমা। হাঁ। যার সঙ্গে পরিচয় থাকাও আপনার ঘৃণার বস্তু,—সেই।

রমেশ। কিন্তু আমাকে কোথায় নিয়ে যাচ্চ ?

রমা। আমার বাসাঘ। সেখানে মাসি নেই, ভয় নেই, আস্থন।

উভয়ের প্রস্থান। পরক্ণে নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণের প্রবেশ। নাপিত ও

তাহাকে দ্রুতপদে অনুসরণ করিয়া অপর এক ব্যক্তি। মুখে প্রচুর

দাড়ি-গৌণ ও মাথায় হৃদীর্ঘ কেশ। খানিকটা ক্ষুর দিয়া

কামানো। এই লোকটি মানত করিয়া ঠাকুরের

কাছে চুল-দাড়ি দিতে আসিয়াছিল।

যাত্রী। (ব্যস্ত ভাবে) নাপিত, নাপিত, তুমি নাপিত না কি হে ?
দাও ত দালা এইটুকু কামিয়ে। খপ্ কোরে একটা ডুব দিয়ে বাবার

পূজোটুকু সেরে দিয়ে আসি। বাবার খান, নইলে দুটো পয়সার মজুরি নয়,—এই সিকিটি নিয়ে দাও দাদা খপ্ করে। সাড়ে বারটার গাড়ী ধরতে হবে;—ঘরে ছেলেটার আবার দুদিন জ্বর। দাও দাও, এখানেই ঝসে যাবো না কি ?

নাপিত। (সিকিটি হাতে লইয়া বেশ করিয়া পরীক্ষা করিয়া পরে ট্যাকে গুঁজিয়া বার দুই তাগার আপাদ মস্তক নিরীক্ষণ করিয়া) এই যে ! দাড়ি-চুল কে এঁটো করে দিয়েছে দেখ্‌চি !

যাত্রী। এঁটো ? এঁটো কি রকম ? দেখ্‌চো বাবার দাড়ি চুল, এ কি আমার ? এঁটো কি রকম ?

নাপিত। (হাত দিয়া দেখাইয়া) এই তো খাব্লে দুইই এঁটো করে দিয়েছে !

যাত্রী। এঁটো হয়ে গেল ? এক বাটা নাপ্তে সিকিটি হাতে নিয়ে এইটুকু কুর বুলিয়ে নিয়ে বলে কর্তার সিকিটি অম্নি দাও। বল্লুম কর্তা আবার কে ? এই ত গদ্বিতে পাঁচ-সিকে জমা দিয়ে ছকুম নিয়ে আস্‌চি। বলে, দেখগে তবে আর কোথাও। সিকি ত গেছেই, রাগ করে উঠে এলুম। দাও দাদা, তোমার বাপ-মায়ের কল্যাণে।

নাপিত। আর গণ্ডাআষ্টক পয়সা বার কর দিকি। তার চার আনা, কর্তার চার আনা।

যাত্রী। আবার তার চার আনা, কর্তার চার আনা ? মানুষ জনকে কি পাগল করে দেবে না কি ? দাও তবে আমার সিকি ফিরিয়ে, আমি তার কাছে গিয়েই কামাব।

নাপিত। যাবে যাওনা। আমি কি তোমাকে ধরে রেখেচি না কি ?

যাত্রী। (রাগত ভাবে) সিকি ফিরিয়ে দাও বল্‌চি।

নাপিত। কিসের সিকি শুনি ? এতক্ষণ দর-দস্তুর কমলি মাগনানা কি ?

যাত্রী। আবার তুই-তোকারি ?

নাথিত। ওঃ—গুরুঠাকুর এসেছেন! এ তারকেশ্বর থান, মনে রাখিস! চোখ রাঙাবি তো গলা-ধাক্কা খাবি। কোন্ বাবা তোকে কামিয়ে দেয় যা না।

ছেলের হাত ধরিয়া একটি প্রোড়া গোছের জ্বীলোক ও তাহার আঁচল

ধরিয়া মন্দিরের দুইজন কর্মচারীর দ্রুতপদে প্রবেশ

১ম কর্মচারী। আঁ! বাবাকে ঠকানো! ঠকানোর আর যায়গা পাসনি মাগী? মোটে পাঁচসিকে মানোত?

প্রোড়া। (কাতর কণ্ঠে) না বাবা ঠকাইনি। যা মানোত করেছিলুম তাই জমা দিয়েছি।

১ম কর্মচারী। কবে মানোত করেছিলি, বল্, বল্ শুনি?

প্রোড়া। বছর তিনেক আগে, সেই বানের সময়। সত্যি বল্চি বাবা—

২য় কর্মচারী। সত্যি বোল্চ? মিথ্যাবাদী কোথাকার। বছর তিনের মধ্যে ঘরে আর ব্যারাম আরাম হয় নি? আর মানোত করবার দরকার হয় নি? কথ্খনো না। দে মাগী বুকে হাত দে। মনে কর্ছাখ্। ছেলে পুলে নিয়ে ঘর করিস্,—এ যে-সে দেব্তা নয়, স্বয়ং তারকনাথ।

প্রোড়া। (অভ্যস্ত ভয় পাইয়া) শাপ মন্দির দিওনা বাবা, এই আর একটি টাকা নিয়ে—

১ম কর্মচারী। (হাত পাতিয়া গ্রহণ করিয়া) একটি টাকা? অন্ততঃ আরো পাঁচটি টাকা মানত করেছিলি। গাখ্ ভেবে। বাবার কৃপায় আমরা সব জান্তে পারি আমাদের ঠকান যায় না।

২য় কর্মচারী। দে না মা টাকা কটা ফেলে! ছেলে-পুলে নিয়ে ঘর

করিস, কেন আর বাবার কোপে পড়বি ? তোর ব্যাটার কল্যাণে দে, দিয়ে দে ফেলে ।

প্রোঢ়া । (কঁাদ কঁাদ হইয়া) টাকা যে আর নেই বাবা । কোথায় পাব টাকা ?

১ম কর্মচারী । কেন ঐ তো তোর গলায় সোনার কবচ রয়েছে । ওটা পোদ্দারের দোকানে রেখে কি আর পাঁচটা টাকা পাবি নে ? সঙ্গে না হয় লোক দিচ্ছি, দোকান দেখিয়ে দেবে,—তারপরে একদিন ফিরে এসে খালাস করে নিয়ে যাবি ।

একজন স্ত্রীলোককে ঘিরিয়া ৫১ জন ভিখারিণীর প্রবেশ

১ম ভিখারী । দে মা তোর ব্যাটা-বেটির কল্যাণে—

২য় ভিখারিণী । দে মা একটি পয়সা তোর মেয়ে-জামাইয়ের কল্যাণে—

৩য় ভিখারিণী । দে মা তোর বাপ-মায়ের—

৪র্থ ভিখারী । দে মা তোর স্বামী-পুত্রের—

সকলে মহা ঠেলাঠেলি টানটানি করিতে লাগিল

চুল-ওয়ালা যাত্রী । চাইনে দাড়ি-চুল দিতে । চাইনে মানত শোধ করতে ।

মানত-ওয়ালা প্রোঢ়া । এ যে আমার ইষ্টি কবজ বাবা । বাঁধা দেব কি করে ?

ভিখারীতাড়িত স্ত্রীলোক । ও গো কি সর্বনাশ । কে আমার আঁচল কেটে নিলে ?

ভিখারীর দল । তোর স্বামী-পুত্রের কল্যাণে দে একটা পয়সা । দে একটা আধলা—

১ম কর্মচারী । ব্যাটা-বেটি নিয়ে ঘর করিস বাছা ! বাবার থান !

নাগিত। কামাবে যে গো?

ষাত্রী! কামাবো? রইল তারকনাথ মাথায়। চল্লুম ঘরে ফিরে।

এস্থান।

ভিথারীতাড়িত জ্বীলোক। ঘরে ফিরব কি করে গো। কে আঁচল কেটে নিলে।

ভিথারীর দল। দে মা একটা আধুলা।

বলিতে বলিতে ঠেলিয়া লইয়া গেল

মানতওয়ালা শ্রোতা। দোহাই বাবা তারকনাথ, আমার ইষ্টি কবজটি আর নিয়ে না।

ছেলের হাত ধরিয়া দ্রুতগদে এস্থান

১ম কর্মচারী। এক টাকার বেশি হোল না আদায়।

২য় কর্মচারী। নেই মাগীর আর কিছু।

এস্থান

নাগিত। যাক্ চারগুণা পয়সাই কোন্ মাথা খুঁড়লে মেলে?

এস্থান

দ্বিতীয় দৃশ্য

তারকেশ্বরের বাসবাটী। সামান্য রকমের একটা বিছানা পাতা,
তাহাতে বসিয়া রমেশ। রমা ব্যস্ত হইয়া প্রবেশ করিল

রমা। বেশ আপনি। রান্নাঘরে যেই গেছি আর একটু তরকারি
আনতে, অমনি উঠে হাত-মুখ ধুয়ে দিছি ভালমানুষটির মত বিছানায়
এসে বসেছেন! কেন উঠলেন বলুন ত?

রমেশ। ভয়ে।

রমা। ভয়ে? কার ভয়ে? আমার?

এই বলিয়া সে অদূরে উপবেশন করিল।

রমেশ। সে ভয় ত ছিলই, তা ছাড়া আর একটা আছে। আজ
জরের মত ঠেকচে।

রমা। জরের মত ঠেকচে? এ কথা আগে বললেন না কেন? স্নান
করে ভাত খেতে বসলেনই বা কোন বুদ্ধিতে?

রমেশ। খুব সহজ বুদ্ধিতে। যে-আয়োজন, এবং যে-যত্ন করে খেতে
দিলে তাকে না ব'লে ফেরাবোই বা কোন সুবিবেচনায়? ভাবলাম,
হোক্কে জ্বর,—ওষুধ খেলেই সারবে। কিন্তু এ অন্ন না খেয়ে যদি ফাঁকে
পড়ি, এ ফাঁকি এ জীবনে আর ভরবে না।

রমা। যান! এই বিদেশে সত্যিই যদি জ্বর হয়ে পড়ে, বলুন ত সে
কত বড় অন্তায়?

রমেশ। অন্তায় ত আছেই। কিন্তু যে-রাগীকে এতটুকু দেখে গেছি
তার স্বহস্তের রান্না ত্যাগ করাটাই কি কম অন্তায় হোতো?

রমা। তবু ঐ কথা। এ বিদেশে তো কোন আয়োজনই করতে পারি নি।

রমেশ। আয়োজনের কথা কে ভাব্চে? ভাব্চি শুধু যত্নের কথাটুকু। এ আমি কোথায় পেতাম?

রমা। (সলজ্জে) কেন, আপনার যত্ন করবার লোকের কি অভাব আছে না কি?

রমেশ। কোথায় পাব বল ত? ছেলে বেলায় মা মারা গেছেন, তার পরে জ্যাঠাইমার হাত থেকে গিয়ে পোড়লাম বহুদূরে মামার বাড়ীতে। মামীমা বেঁচে নেই, সমস্ত বাড়ীটাই যেন হোটেল। সেখান থেকে পড়তে গেলাম এলাহাবাদে—সেও হোটেল। তারপরে গেলাম ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে। সেখানে বহুকাল কাটল, কিন্তু ছেলেবেলার সেই হোটেল-বাসের দুঃখ আর ঘুচল না। খেতে হয় খাও,—বাধা দেবারও শত্রু নেই, এগিয়ে দেবারও মিত্র নেই।

রমা নীরব

রমেশ। শরীর অসুস্থ, সাধ মিটিয়ে আজ খেতে পারলাম না, তবু মনে হচ্ছে যেন জীবনের এই প্রথম সুপ্রভাত, এ জীবনের সমস্ত ধারাটা যেন এই একটা বেলায় মধ্যেই একেবারে বদলে গেল।

রমা। (অধোমুখে) কি সমস্ত বাড়িয়ে বলছেন বলুন ত?

রমেশ। বাড়ানোর শক্তি থাকলে বাড়াতাম, কিন্তু সে সাধ্য নেই।

রমা। ভাগ্যে নেই, নইলে এর বেশি শক্তি থাকলে আমাকে ছুটে পালাতে হতো। আমারও ভাগ্য ভাল যে ঘরে ফিরে গিয়ে নিন্দে করবেন না, ব'লে বেড়াবেন না যে ওদের রমা এমনি যে আমাকে ডেকে নিয়ে গিয়ে পেট ভরে দুটো খেতেও দেয় নি।

রমেশ। না, রাগী, নিন্দে করব না, সুখ্যাতি করেও বেড়াব না।

আজকের দিনটা আমার নিন্দে সুখ্যাতির বাইরে। বাস্তবিক, খাওয়া জিনিসটার মধ্যে যে পেট-ভরানোর অতিরিক্ত আরও কিছু আছে, আজকের পূর্বে এ কথা যেন আমি জানতামই না।

রমা। আজই বুঝি প্রথম জানলেন ?

রমেশ। তাই ত জানলাম।

রমা। কিন্তু এরও ঢের বেশি জানবার আছে। সেদিনটার আমাকে কিন্তু একটা খবর পাঠিয়ে দেবেন।

রমেশ। এ কথার মানে ?

রমা। সব কথার মানে যে জানতেই হবে, তারই বা কি মানে আছে রমেশদা ? আচ্ছা, সত্যি বলুন ত, আমাকে কি একেবারে চিন্তেই পারেন নি ?

রমেশ। কি ক'রেই বা পারব বল ত ? সেই ছেলেবেলায় দেখা। ফিরে এসে ত তোমার মুখ দেখতে পাই নি। যখন চেষ্টা করেছি তখনই হয় ত মুখ ফিরিয়ে নিয়েছ, না হয় ত অস্ত্রদিকে চেয়ে আছ। তাই ত আজ হঠাৎ মনে হয়েছিল, এ মুখ বোধ হয় কখনো স্বপ্নে দেখে থাকব। এমন স্বপ্ন ত—

রমা। আচ্ছা, আপনি রাত্রে কি খান ?

রমেশ। যা' জোটে তাই।

রমা। আচ্ছা, আপনি এত অগোছালো কেন বলুন ত ? শুনি জিনিস-পত্র কোথায় থাকে কোথায় যার কোন ঠিকানা নেই। কিছুর ওপরেই যেন একটা মায়া-মমতা নেই। সমস্তই যেন শূন্নে ভেসে বেড়ায়।

রমেশ। এত নিন্দে কার কাছে শুনলে ?

রমা। সে শুনেই বা আপনার হবে কি ? ফিরে গিয়ে তার সঙ্গে ঝগড়া করবেন না কি ?

রমেশ। আমি কেবল ঝগড়া করেই বেড়াই ?

রমা। তাই ত করেন। এসে পর্য্যন্ত আমার সঙ্গে ত কেবল ঝগড়া করেই বেড়াচ্ছেন। মাসিই কি বাড়ীর মালিক নাকি, না, আমি তাঁকে শিখিয়ে দিই, যে, তিনি বারণ করেছেন বলেই আমাদের মুখ-দেখা পর্য্যন্ত বন্ধ করেছেন ? পুকুরের মাছ কি আমি চুরি করেছিলাম যে আমার কাছে পাঠিয়েছিলেন তার কৈফিয়ৎ চাইতে ?

রমেশ। কৈফিয়ৎ ত নয়, একটা জবাব। কিন্তু সে-জবাবের ত কোনো অমর্যাদা হয় নি রাণী।

রমা। হয় নি। কিন্তু, হয় নি বলেই তো তার সমস্ত অমর্যাদার বোঝা গিয়ে চেপেছে আজ আমার মাথায় ! এর ভার কি আমি জানি নে, না, এ শাস্তি আমি বুঝিনে ? গ্রামে যে যা করবে আপনার বিরুদ্ধে, আমিই কি হব তার দায়ী ? আপনার সমস্ত বিতৃষ্ণা কি গিয়ে পড়বে শুধু আমারই ওপরে ? এই জ্বায়ে বুঝি শিখে এসেছেন বিদেশ থেকে ?

দাসীর প্রবেশ

দাসী। দিদি, নটবর কি জিনিস-পত্র সব বাঁধবে ? নইলে ছ'টার গাড়ী ত ধরা যাবে না।

রমা। তার তাড়াতাড়ি কি কুমুদা।

দাসী। যে মেব করেছে দিদি, রাত্তিরে হয়ত ভয়ানক জল হবে।

রমা। হলই বা। মাঠে বসে ত আর তোরা নেই।

দাসী। না, তাই বল্চি।

দাসীর প্রস্থান

রমেশ। তোমাদের বুঝি সন্ধ্যার গাড়ীতে যাবার কথা ?

রমা। হাঁ। আর আপনার ?

রমেশ। আমার ? আমার ত কোনমতে কালকের দিনটা এখানে থাকতেই হবে।

রমা। একে শরীর ভাল নয়, তাতে বর্ষাকাল, থাকবেন কোথায় ?

রমেশ। যেখানে হোক। বারা সব পূজো দিতে আসে তারা থাকে কোথায় ?

রমা। তাদের যাযগা আছে। আপনি ত পূজো দেবেন না, আপনাকে থাকতে দেবে কেন ?

রমেশ। (হাসিয়া) তাদের গায়ে কি নাম লেখা থাকে না কি ?

রমা। (হাসিয়া) থাকে। ভক্ত-লোকেরা বাবার রূপায় পড়তে পারে। অভক্তদের দূর ক'রে দেয়। বিছানা-টিছানা কিছুই সঙ্গে আনেন নি ত ?

রমেশ। না। বিছানা তাঁদের আন্বার কথা।

রমা। খাসা ব্যবস্থা। দেহ অসুস্থ, আকাশে জল এলো বোলে, সঙ্গে চাকর নেই, একটা বিছানা নেই, খাবার বন্দোবস্ত নেই, অথচ, চিন্তার বালাইটুকু পর্য্যন্ত নেই। কারা কোথা থেকে কবে আসবেন, তার প্রতি নির্ভর। একেবারে পরমহংস অবস্থা। এমন হোল কি ক'রে ?

রমেশ। যাদের কেউ কোথাও নেই, তাদের আপনিই হয়।

রমা। তাই ত দেখছি। না হয় আজ এই বাড়ীতেই থাকুন।

রমেশ। কিন্তু যার বাড়ী—

রমা। তাঁর আপত্তি নেই। অপদার্থ মানুষগুলোকে তিনি দয়া করেন। থাকতেও দেন।

রমেশ। তোমাকে কিন্তু এই বিছানাটা রেখে যেতে হবে রমা।

রমা। তা যাব। কিন্তু ফিরিয়ে দেবেন,—হারিয়ে ফেলবেন না যেন।

রমেশ। বিছানা হারাব কি রকম? আমাকে তুমি কি যে ভাব তার ঠিকানা নেই। কে আমার সম্বন্ধে তোমার মন একেবারে বিগড়ে দিয়েছে।

রমা। (হাসিয়া) কে আর দেবে, হয়ত মাসিই দিয়েছে। কিন্তু তিনি এখানে নেই, আপনি নির্ভয়ে বিশ্রাম করুন। আমি ততক্ষণ কাজকর্ম একটু সেরে নিই।

এই বলিয়া সে যাইবার জন্য উঠিয়া দাঁড়াইল

রমেশ। যার বাড়ী তাঁর সঙ্গে একটা পরিচয় না হলে—

রমা। তাঁর সঙ্গে আপনার এই এতটুকু বয়স থেকে পরিচয় আছে। ভাবনার কারণ নেই, ছেলেবেলায় যাকে রানী বলে ডাকতেন—এ তারই বাড়ী।

রমেশ। বাড়ী তোমার? এখানে বাড়ী কিসের জন্যে?

রমা। বোল্‌লাম ত। জায়গাটা আমার বড় ভাল লাগে, প্রায় আসি,—তাই।

রমেশ। ঠাকুর-দেবতার প্রতি তোমার খুব ভক্তি, না?

রমা। একে আর ভক্তি বলে না। তবু যতদিন বেঁচে আছি চেষ্টা করতে হবে ত?

দাসীর প্রবেশ

দাসী। টিপ্‌ টিপ্‌ করে বৃষ্টি শুরু হোল দিদি, যেতে আজ কষ্ট হবে।

রমা। তবে না-ই গেলি আজ। নটবরকে বোলে দে, কাল যাওয়া হবে।

দাসী। বাঁচি তা' হলে। কিন্তু যাবার কথা, বাড়ীতে যে তাঁরা ভাববেন?

রমা। মাঝে মাঝে একটু ভাবা ভাল কুম্ভা। তুই বা' আমি যাচ্ছি।

দাসীর প্রস্থান

রমেশ। কেবল আমার জন্তেই তোমাদের যাওয়া হল না।

রমা। আপনার জন্তে নয়, আপনার অস্থখের জন্তে। মুখ দেখে বেশ বোঝা যাচ্ছে, হয়ত জ্বর হবে। এ অবস্থায় ফেলেই বা যাই কি ক'রে?

রমেশ। আমি তো তোমার কেউ নই রমা, বরঞ্চ পথের কাঁটা। তবু এক গ্রামের লোক বলে যে যত্ন আজ তোমার কাছে পেলাম তা' মুখে বলবার নয়।

রমা। তা হ'লে না-ই বা বললেন। আর দু'দিন বাড়ে ভুলে গেলেও অভিযোগ ক'রব না।

এই বলিয়া সে চলিয়া যাইতে উত্তত হইল

রমেশ। তোমাকে আশীর্বাদ করি রমা, তুমি সুখী হও, দীর্ঘজীবী হও—

রমা। (সহসা ফিরিয়া দাঁড়াইয়া) এইবার কিঙ্ক সত্যিই রাগ ক'রব রমেশনা। আমি হিন্দুর বিধবা,—আমাকে দীর্ঘজীবী হ'তে বলা শুধু অভিশাপ দেওয়া। আমাদের কোন শুভাকাজক্ষীই কোনদিন এ আশীর্বাদ আমাদের করে না। এখন আমি চললাম।

দ্রুতগদে প্রস্থান

ভূতীয় দৃশ্য

গ্রাম্য পথ। সময় অপরাহ্ন। তিন দিন উপবাস্যপরি ও অবিজ্ঞান বারিপাতে
 পুরিগী খাল-বিল-নালা সমস্তই জলে পরিপূর্ণ হইয়া গেছে। পথ : অতিশয়
 কর্দমাক্ত। ক্ষণকাল মাত্র বৃষ্টির বিরাম পড়িয়াছে ! লাঠি ও ছাতি
 হাতে বেগী ও গোবিন্দ প্রবেশ করিল। দুর্গম পথের চিহ্ন
 তাহাদের সর্বত্র বিস্তারিত।

গোবিন্দ। (অন্তরাল হইতেই উচ্চকণ্ঠে) বলি, কিসের এত খাতির
 হে ! কুটুমের দল এয়েছেন আবদার নিয়ে বাঁধ কাটিয়ে জল নিকেশ করে
 দাও, মাঠ হেজে যাবে ! গেল, গেলই ! ছোটলোক ব্যাটারদের আশ্পদ্বীপ
 কথা শুনে হাসবে কি কাঁদবে ভেবে পাইনে বড়বাবু !

বেগী। বল ত খুঁড়ো ! চাষা ব্যাটারদের একশো বিঘের মাঠ হেজে
 যাবে জল বার করে দাও। স্রুগুথের বিলটার যে বছর সালিয়ানা দুশো
 টাকার জল-কর বিলি হয়। একটা মাছও কি তাহলে থাকবে ?

গোবিন্দ। তাও কি কখনো থাকে ? ছোটলোক ব্যাটার, দুটো
 টাকার মুখ কখনো একসঙ্গে দেখিস নে তোরা,—জানিস, দু-দুশো টাকার
 লোকসান কাকে বলে ? বলি, লোক-জন সব মোতায়েন রেখেচ ত ?
 লুকিয়ে-চুরিয়ে ব্যাটার কোথাও কেটেকুটে দেবে না ত ? বলা যায় না
 বড়বাবু। প্রাণের দায়ে শীলার্স সব পারে।

বেগী। দরওয়ান আর গোপাল লস্করকে পাঠিয়েছি পাহারা দিতে।
 আর খবর পাঠিয়েছি রমার পিরপুরের প্রজা আকবর লেঠেল আর তার
 দুই ব্যাটাকে। একশো জনের মোরাদা আটকাতে পারে তারা।

গোবিন্দ। ঠিক করেছ বাবা। কল্কেটি সেজে ফুঁ দিচ্ছি, আর
 তোমার চাকর গিয়ে হাজির। বলি ভিজতে ভিজতে কেন রে হরি ?

বলে, বড়বাবু তোমাকে ডাকচে। মিথ্যে বোলবনা বাবা, হাতের হুকো হাতে রইলো, একবার টানবার সময় হল না। ছাতি আর ছুড়িটি হাতে নিয়ে বেরিয়ে পোড়লাম। তোমার খুড়ি বললে এ দুর্ঘ্যোগে যাও কোথা? বললুম খাম্ মাগী, আবার পেছু ডাকে! দেখছিস্ বড়বাবু ডাকতে পাঠিয়েছে না? তার আবার সুযোগ দুর্ঘ্যোগ কি?

বেণী। জান ত খুড়ো তোমার পরামর্শ ছাড়া আমি এক-পা কোথাও চলি নে। আমার কাছে কান্নাকাটি কোরে যখন হ'ল না, তখন ব্যাটারা গেল ছোটবাবুর কাছে দরবার করতে। হোংকা-গোংগার, ওর কি! হয়ত বলে বস্বে, হোক্গে লোকসান আমাদের দে তোরা বাঁধ কেটে।

গোবিন্দ। পারে, ও হারামজাদা সব পারে বড়বাবু। (গলা ছোট করিয়া) বলি রমাকে একটু খবর দিয়ে রেখেচ ত? সে ছুঁড়ীরও সব সময়ে মেজাজের ঠিক থাকে না। গরীব-দুখীর কান্না দেখলে হয়ত বা সায় দিয়েই বস্বে।

বেণী। নাঃ—সে ভয় নেই খুড়ো, তাকে আমি সকালবেলাতেই টিপে দিয়ে রেখেচি। কাল রাত্তির থেকেই একটা কাণা-ঘুষো শুন্চি কি না! ঐ যে! আবার ক'বেটা এই দিকেই আসচে।

কুম্ভকরন কুম্ভকের প্রবেশ। তাহাদের সর্বাত্ম জলে ও কাদায় একাকার হইয়া গেছে

কুম্ভকরা। (সমস্বরে) দোহাই বড়বাবু, গরীবদের বাঁচান। এ আবাদ পচে গেলে আমরা ছেলে-পুলে নিয়ে অনাহারে মরব।

গোবিন্দ। কেন হে সনাতন, মুকুন্দিরা ছুটে গেলেন যে ছোটবাবুর কাছে! এখন বাঁচান না তিনি।

সনাতন। যে গেছে সে গেছে গাঙুলী মশাই, আমরা এই পা দুটিই জানি, এই পা ধরেই পড়ে থাকব। (বেণীর পদতলে পড়িয়া ক্রন্দন)

২য় কৃষক। (বেণীর পদতলে পড়িয়া) আমাদের রাখতে হয় রাখুন, মারতে হয় মারুন,—পা আমরা ছাড়ব না।

বেণী। (জোর করিয়া পা ছাড়াইয়া লইয়া) যা—যা—আমি হুঁহুশো টাকার জলকর নষ্ট করতে পারব না। চল খুড়ো আমরা যাই, আমাদের আরও কাজ আছে।

বেণী ও গোবিন্দ যাইতে উজ্জত হইল

কৃষকেরা। বড়বাবু—গাঙুলী মশাই, তবে কি সত্যিসত্যিই আমরা মারা যাব ?

গোবিন্দ। (ফিরিয়া দাঁড়াইয়া মুখ বিকৃত করিয়া) মারা যাবি কি যাবি নে তার আমরা কি জানি ?

উভয়ের প্রস্থান

কৃষকেরা। হা ভগবান ! দুঃখীদের কি তবে সত্যিই মারবে ? ওপরে বসে সব দেখচ, তবু কোন উপায় করে দেবে না ?

সকলের ক্রতবেগে প্রস্থান

চতুর্থ দৃশ্য

রমার বহির্বাটি। কাল সন্ধ্যা। প্রাক্তনের একদিকে চতুর্মুখের কিয়দংশ দেখা
যাইতেছে এবং অন্য দিকে ছোট একটি তুলসী মঞ্চ। রমা সন্ধ্যাদীপ হাতে
ধীরে ধীরে প্রবেশ করিয়া মঞ্চমূলে প্রদীপ রাখিয়া গলায় আঁচল দিয়া
প্রণাম করিল। এমন সময়ে তাহার আনত মাথার কাছে নিঃশব্দ
পদক্ষেপে রমেশ আসিয়া দাঁড়াইল

রমা। (মুখ তুলিয়া অকস্মাৎ রমেশকে দেখিয়া বিস্ময়ে) এ কি,
আপনি যে !

রমেশ। অত্যন্ত প্রয়োজনে আসতে হোল রমা !

রমা। (ঈষৎ হাসিয়া) বেশ আসা। কিন্তু হঠাৎ কেউ যদি দেখে ত
ভাব্বে আমি বুঝি প্রদীপ জেলে এতক্ষণ আপনাকেই নমস্কার করছিলাম।
এমনি কোরে বুঝি দাঁড়ায় ?

রমেশ। রমা, আমি শুধু তোমার কাছেই এসেছি।

রমা। (হাসিমুখে) সে আমি জানি। নইলে কি মাসির কাছে
এসেছেন, আমি বলছি।

এই বলিয়া সে প্রদীপ হাতে নইয়া উঠিয়া দাঁড়াইল।

রমা। কি আদেশ বলুন ?

রমেশ। তুমি নিশ্চয়ই সব শুনেচ। জল বার করে দেবার জন্তে
তোমার মত নিতে এসেছি।

রমা। আমার মত ?

রমেশ। হ্যাঁ, তোমার মত নিতেই ছুটে এসেছি রমা। আমি নিশ্চয়
জানি দুঃখীদের এতবড় বিপদে তুমি কখনোই না বলতে পারবে না।

রমা। জল বায় কোরে দেওয়াই উচিত বটে, কিন্তু কি কোরে হবে রমেশদা, বড়নার যে মত নেই।

বেণী ও গোবিন্দর প্রবেশ

বেণী। না, আমার মত নেই। কেন থাকবে? হুঁতিনশো টাকায় মাছ বেরিয়ে যাবে সে খবরটা রেখেছ কি? এ টাকাটা কি চাষারা দেবে?

রমেশ। চাষারা গরীব, টাকা তারা কোথায় পাবে? কথটা একবার বুঝে দেখুন বড়না।

বেণী। তা দেখেচি। কিন্তু নাহোক এত টাকা আমরাই বা কেন লোকসান করতে যাব এ কথটাও ত বুঝে উঠতে পারিনি রমেশ। (গোবিন্দের প্রতি) খুড়ো, এমনি ক'রে ভায়া আমার জমিদারী রাখবেন! ওহে রমেশ, হারামজাদারা সকাল থেকে এতক্ষণ আমার ওখানে পড়েই মড়া-কান্না কাঁদছিল,—আমি জানি সব। বলি, তোমার সদরে কি দয়ওয়ারন নেই? তার পায়ের নাগরা জুতো নেই? বাও ঘরে গিয়ে সেই ব্যবস্থা করগে, জল আপনি নিকেশ হয়ে যাবে।

এই বলিয়া নিজের রসিকতার গোবিন্দের সহিত একযোগে হিঃ হিঃ,

হাঃ হাঃ—করিয়া হাসিতে লাগিল

রমেশ। কিন্তু ভেবে দেখুন বড়না, আমাদের তিনঘরের দুশো টাকা মাত্র লোকসান বাঁচাতে গিয়ে গরীবদের সারা বছরের অন্ন মারা যাবে। যেমন ক'রে হোক তাদের পাঁচ সাত হাজার টাকা ক্ষতি হবেই।

বেণী। হ'ল হ'লই। তাদের পাঁচ হাজারই বাক্ আর পঞ্চাশ হাজারই বাক্ এই গোটা সদরটা খুঁড়ে ফেললেও তো পাঁচটা পরসাবার হবে না, ভায়া, যে ও-শালাদের দ্বন্ডে হুঁহুশ টাকা উড়িয়ে দিতে হবে?

রমেশ। এরা সারা বছর খাবে কি ?

বেণী। (হাসিয়া মাথা নাড়িয়া, থুথু ফেলিয়া অবশেষে স্থির হইয়া)
খাবে ? দেখবে ব্যাটারা যে যার জমি বন্ধক রেখে আমাদের কাছেই টাকা
ধার করতে ছুটে আসবে। ভায়া, মাথাটা একটু ঠাণ্ডা কোরে চল।
কর্তারা এমনি কোরেই বাড়িয়ে গুছিয়ে এই যে এক-আধ টুকরো উচ্ছিষ্ট
ফেলে রেখে গেছেন, এই আমাদের নেড়ে-চেড়ে, গুছিয়ে-গাছিয়ে, খেয়ে-
দেয়ে আবার ছেলেদের জন্তে রেখে যেতে হবে। ওরা খাবে কি ? ধার
কৰ্জ করে খাবে। নইলে আর ব্যাটারদের ছোটলোক বলেছে কেন ?

গোবিন্দ। এ যে মুনি-ঋষিদের শাস্ত্রবাক্য বাবাজী, এত আর
তোমার আমার কথা নয় !

রমেশ। বড়দা, আপনি যখন কিছুই করবেন না স্থির করেছেন তখন
তর্ক কোরে আর লাভ নেই।

বেণী। না নেই। (রমার প্রতি) তোমার পিরপুরের আকবর আলি
আর তার ব্যাটারদের খবর পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে রমা। (গোবিন্দের প্রতি)
চল খুড়ো আমরা ও-দিকটা একবার দেখে-ভুনে আসিগে। সন্ধ্যাও হ'ল।
গোবিন্দ। চল বাবা, চল।

উজ্জয়ের প্রস্থান

রমেশ। হকুম দাও রমা, ঠাঁর একার অমতেই এতবড় অন্তায় হতে
পারে না। আমি এখুনি গিয়ে বাধ কাটিয়ে দেব।

রমা। কিন্তু মাছ আটকে রাখার কি বন্দোবস্ত করবেন ?

রমেশ। অত জলে কোন বন্দোবস্ত :হওয়াই সম্ভবপর নয়। এ ক্ষতি
আমাদের স্বীকার করতেই হবে। না হ'লে গ্রাম মারা যায়।

রমা নীরব

রমেশ। তাহ'লে অনুমতি দিলে ?

রমা। না। এত টাকা আমি লোকসান করতে পারব না। তা'ছাড়া বিষয় আমার ভাইয়ের। আমি অভিভাবক মাত্র।

রমেশ। না, আমি জানি, অর্ধেক তোমার।

রমা। শুধু নামে। বাবা নিশ্চয় জানতেন সমস্ত বিষয় বতীনই পাবে। তাই অর্ধেক আমার নামে দিয়ে গেছেন।

রমেশ। (মিনতির কণ্ঠে) রমা, এ ক'টা টাকা ? এ দিকে তোমাদের অবস্থা সকলের চেয়ে ভাল। তোমার কাছে এ ক্ষতি ক্ষতিই নয়। আমি মিনতি জানাচ্ছি এর জন্তে এত লোককে অন্নহীন কোরো না। যথার্থ বলছি, তুমি যে এত নিষ্ঠুর হতে পার আমি স্বপ্নেও ভাবি নি।

রমা। নিজের ক্ষতি করতে পারি নে বলে যদি নিষ্ঠুর হই, না হয় তাই। ভাল, আপনার যদি এতই দয়া, নিজেই না হয় ক্ষতি পূরণ করে দিন না।

রমেশ। রমা, মানুষ খাঁটি কি না চেনা যায় শুধু টাকার সম্পর্কে। এই যায়গাটায় নাকি ফাঁকি চলে না, তাই এইখানেই মানুষের যথার্থ রূপ ধরা পড়ে। তোমারও আজ তাই পড়েছে। কিন্তু তোমাকে আমি কখনো এমন করে ভাবি নি। ভেবে চি, তুমি এর চেয়ে অনেক,—অনেক ওপরে। কিন্তু তুমি তা নও। তোমাকে নিষ্ঠুর বলাও ভুল। তুমি অতি নিচ, অতি ছোটো।

রমা। কি আমি ? কি বললেন ?

রমেশ। তুমি অত্যন্ত হীন এবং নিচ। আমি যে কত ব্যাকুল হয়ে উঠেছি সে তুমি টের পেয়েছ বলেই আমার কাছে দুঃখীর মুখের গ্রাসের দাম আদায়ের দাবী করলে। কিন্তু বড়লাও মুখ ফুটে এ কথা বলতে পারেন নি। পুরুষ হয়েও তাঁর মুখে যা বেধেছে, নারী হয়ে তোমার মুখে তা বাধেনি।—একটা কথা তোমাকে আজ বলে যাই রমা। আমি এর চেয়েও

চের বেশি ক্ষতি পূরণ করতে পারি, কিন্তু সংসারে যত পাপ আছে, স্বাহ্বের দয়ার ওপর জুলুম করাটাই সব চেয়ে বড়। আজ তুমি তাই করে আমার কাছে টাকা আদায়ের কল্লি করেছে।

রমা বিহ্বল হতবুদ্ধির স্থায় নিঃশব্দে চাহিয়া রহিল

রমেশ। আমার দুর্বলতা কোথায় সে তোমাদের অগোচর নেই বটে, কিন্তু সেখানে পাক দিয়ে আজ একবিন্দু রস পাবে না! কিন্তু কি আমি কোরব তাও তোমাকে জানিয়ে দিয়ে যাই। এখুনি নিজের জোর ক'রে বাঁধ কাটিয়ে দেব,—তোমরা পার আটকাবার চেষ্টা কর গে।

এই বলিয়া রমেশ চলিয়া যাইতেছিল, রমা কিরিয়া ডাকিল,—

রমা। শুনুন। আমার বাড়ীতে দাঁড়িয়ে আমাকে যত অপমান করলেন আমি তার একটারও জবাব দেব না। কিন্তু এ-কাজ আপনি কিছুতেই করবার চেষ্টা করবেন না।

রমেশ। কেন?

রমা। কারণ, এত অপমানের পরেও আমার আপনার সঙ্গে বিবাদ করতে ইচ্ছে করে না। আর—

রমেশ। আর কি?

রমা। আর, আর,—হরত, আকবর-সর্দাবের দল এসে পড়েছে।

রমেশ। কারা তোমার আকবর সর্দারের দল আমি জানি নে—জানিতেও চাই নে। কলহ-বিবাদের অতিরিক্তি আমারও নেই, কিন্তু তোমার সন্তাবের মূল্যও আর আমার কাছে কিছুমাত্র নেই।

ক্রতপদে প্রস্থান

হাসির প্রবেশ

হাসি। কে এমন কোরে হাঁকা-হাঁকি করছিল যে রমা, যেন চেনা-গলা?

রমা। কেউ না।

মাসি। না বললেই শুনব? সন্ধ্যাটি দিয়ে আত্মিক কষ্টে বসেছি, যেন ষাঁড় চোঁচানো চোঁচাচে। আত্মিক ফেলে রেখে উঠে আসতে হোল।

রমা। সে চলে গেছে। তুমি ফিরে গিয়ে আবার আত্মিকে বোসগে।

মাসি। কুমুদা?

দাসীর প্রবেশ

কুমুদা। কেন দিদি।

রমা। একবার জ্যাঠাইমার ওখানে যাব আমার সঙ্গে চল।

মাসি। সেখানে আবার কিসের জন্তে?

রমা। দেখ মাসি, সব কথাই তোমাকে জানাতে হবে তার মানে নেই। চল কুমুদা।

কুমুদা। চল দিদি।

উভয়ের প্রস্থান

মাসি। বাপ্পে! যেন মার-মুখী! তবু যদি না লোকে তারকে খবরের কথা শুনত! আমি তাই লোকের সঙ্গে ঝগড়া করে মরি!

প্রস্থান

বেণী, গোবিন্দ, আহত আকবর ও তাহার দুই পুত্র গহর ও ওসমানের প্রবেশ

আকবর। (খুঁটি ঠেস দিয়া বসিয়া পড়িল। তাহার সমস্ত মুখ রক্তে ভাসিতেছে) আল্লা!

গহর। (নিজের রক্তধারা হাত দিয়া মুছিয়া ফেলিয়া) বাপাজান্, দরদ কি বেশি মানুম হচে?

আকবর। আল্লা!

বেণী। কথা শোন আকবর। থানায় চল। সাত বছর যদি না তাকে দিতে পারি ত ঘোষাল বংশের ছেলে নই আমি।

রমার প্রবেশ

রমা। অঁ্যা! এমন ধাবা কে করলে তোমাদের আকবর? (এই বলিয়া সে অনূরে বসিয়া পড়িল)

আকবর। (খাকাশের প্রতি হাত তুলিয়া) আল্লা!

বেগী। আল্লা! আল্লা! এখানে ব'সে আল্লা আল্লা করলে হবে কি? বল্‌চি থানায় চল। যদি না এর শোধ দশগছর ঠেলতে পারি ত,—রমা তুমি চুপ করে রইলে কেন? বল না একবার থানায় যেতে।

রমা। কে তোমাকে এমন কোরে জখম করলে আকবর?

আকবর। ছোটবাবু দিদি ঠাকরণ।

রমা। এ কি কখনো হতে পারে আকবর? ছোটবাবু একলা তোমাদের তিন বাপ ব্যাটাকে জখম কোরে দিলে? এ যে তিন শো জনে পারে না!

আকবর। তাই তো হোলো দিদি ঠাকরণ! সাবাস! মায়ের দুধ খেয়েছিল বটে! লাঠি ধরলে বটে!

গোবিন্দ। সেই কথাই তো থানায় গিয়ে বলতে বল্‌চি রে ব্যাটা! কার লাঠিতে তুই জখম হলি? ছোটবাবুর না সেই হারামজাদা ভোজোর?

আকবর। সেই বেঁটে হিন্দুস্থানিটার? লাঠির সে জানে কি? কি বলিস্‌ রে গহর, তোর পরলা চোটেই সে বসেছিল না রে?

গহর কথা কহিল না, মাথা নাড়িয়া সায় দিল

আকবর। মোর হাতের চোট পেলে সে বাঁচত না। গহরের লাঠিতেই বাপ্‌ কোরে সে বসে পড়লো দিদি ঠাকরণ।

জ্ঞানবর। তখন ছোটবাবু তার লাঠি তুলে নিয়ে বাঁধ এটকে দাঁড়াল

দিদি ঠাকরাণ, তিন বাপ ব্যাটায় মোরা হটাতে নারলাম। আঁধারে বাঘের মত তেনার চোখ জ্বলতে লাগল। কইলেন, আকবর, বুড়োমানুষ তুই সরে যা। বাঁধ কেটে না দিলে সারা গাঁয়ের লোক মারা পড়বে, তাই কেটেতেই হবে। তুইও ত রে চাষী, তোর আপন গাঁয়েও তো জমী-জমা আছে, সম্মুখে দেখ রে, সব বরবাদ হয়ে গেলে তোর ক্যামন লাগে? মুই সেলাম কোরে কইলাম, আল্লার কিরে ছোটবাবু, তুমি একটাবার পথ ছাড়। দিদি ঠাকরাণ পাঠিয়েছে মোদের, মোরা জান কবুল দিইচি। তিনি চম্কে উঠে কইলেন, তোদের রমা পেঠিয়েছে আকবর, আমারে মারতে? মুই কইলাম তবে বাঁধ এটেকোনা ছোটবাবু, স্বরকে যাও। তোমার আড়ালে দাঁড়িয়ে ঐ যে কয় স্তম্ভুন্দি মুয়ে কাপড় জড়িয়ে ঝপাঝপ কোদাল মারচে ওদের শিরশুল ফাঁক কোরে দিয়ে যাই।

বেণী। বেইমান ব্যাটারা,—তাকে সেলাম বাজিয়ে এসে এখানে চালাকি মারা হচ্ছে!

আকবর। (তিন বাপ-ব্যাটায় প্রতিবাদের ভঙ্গিতে হাত তুলিয়া) থবরদার বড়বাবু! বেইমান কোয়ো না। মোরা খোঁচলমানের ছ্যাঁলে সব সহিতে পারি,—ও পারিনা।—(হাত দিয়া কতকটা রক্ত মুঁছিয়া ফেলিয়া) অগ্নি বেইমান কয় দাঁদ? ঘরের মধ্যে ব'সে বেইমান কইচো, বড়বাবু, চোখে দেখলে জানতে পারতে ছোটবাবু কি!

বেণী। (মুখ বিকৃত করিয়া) ছোটবাবু কি! তাই থানায় গিয়ে জানিয়ে আয় না? বলবি, তুই বাঁধ পাহারা দিচ্ছিলি ছোটবাবু চড়াও হয়ে তোরে মেরেছে।

আকবর। (জিত কাটিয়া) তোবা, তোবা! দিনকে রাত করতে বল বড়বাবু?

বেণী। না হয় আর কিছু বলবি। আজ রাত্তিরে গিয়ে যখম দেখিয়ে

আয় না,—কাল ওয়ারেন্ট বার কোরে একেবারে হাজতে পুরব। রমা, তুমি ভাল করে একবার বুঝিয়ে বল না ? এমন সুবিধা যে আর কখনো পাওয়া যাবে না !

রমা নীরবে একবার আকবরের মুখের প্রতি চাহিল

আকবর। (মাথা নাড়িয়া) না দিদি ঠাকুরাণ, ও পারব না ।

বেণী। (ধমক দিয়া) পারবি নে কেন শুনি ?

আকবর। (ক্রুদ্ধ কণ্ঠে) কি কও বড়বাবু, সরম নেই মোর ? পাঁচথানা গাঁয়ের লোকে মোরে সর্দার কয় না ? দিদি ঠাকুরাণ, তুমি হুকুম দিলে আসামী হয়ে জ্যাল যেতে পারি, ফৈরিদি হব কোন্ কালামুয়ে ?

রমা। সত্যিই পারবে না আকবর ?

আকবর। না, দিদি ঠাকুরাণ, আর সব পারি, সদরে গিয়ে গায়ের চোট দেখাতে না পারি। ওঠরে গহর, এইবার ঘরকে যাই। মোরা লালিস করতি পারবো না !

এই বলিয়া তাহার উঠিয়া দাঁড়াইল ও চলিয়া যাইতে লাগিল

গোবিন্দ। সত্যিই যে চলে যায় বড়বাবু ? কিছুই হোলো না ?

বেণী। বারণ কর না রমা, এমন সুযোগ কসকালে যে আর কখনো মিলবে না !

রমা অধোমুখে নির্ঝাঁক হইয়া রহিল; আকবর ও তাহার দুই

পুত্র লাঠিতে ভর দিয়া কোন মতে বাহির হইয়া গেল

বেণী। ও—বোঝা গেছে সমস্ত ।

গোবিন্দ। হঁ, যা' শোনা গেল তা' মিথ্যে নয় দেখ্‌চি ।

উভয়ের দ্রুতগদে প্রস্থান

রমা। রমেশ দা, এ যে তুমি পারো, এত শক্তি যে তোমার ছিল এ কথা ত আমি স্বপ্নেও ভাবিনি ।

শ্রমের দৃশ্য

গ্রামের একাংশ। কয়েকটা ভাঙা মন্দিরের কিছু কিছু দেথা যাইতেছে। বৃক্ষলতা-গুল্মে সমস্ত স্থান সমাকীর্ণ। মনে হয় এদিকে কদাচিৎ কখনো কেহ আসে মাত্র।

বেণী ও গোবিন্দর প্রবেশ

গোবিন্দ। (সচকিতে ইতস্ততঃ দৃষ্টিপাত করিয়া) কে জানে কোন শালা আবার কোথা দিয়ে গুনবে। যে জাল বিস্তার ক'রে দড়িটি ধরে বসে আছি বাবা, একটুখানি টান দিয়েছি অম্নি ঝুপ্ করে পড়েচে।

বেণী। কাজ হাঁসিল ত?

গোবিন্দ। নইলে কি আর তোমাকে এই বনের মধ্যে না হোক ডেকে এনেচি বাবা? তুই শালা ভৈরব আচায়া—তোরা নেই এক কড়ার মুরোদ, তুই বাস্ আমাদের বিপক্ষে? তুই বাস্ পরকে আগলিতে? এখন বাস্ত-ভিটেটা বাঁচা! কি ক'রে মেয়ের বিয়ে দিস্ তা' একবার দেখি!

গোবিন্দ। (দুই হাতের দশ আঙুল তুলিয়া ধরিয়া) একটি হাজার! কিন্তু শুধু কথায় চিঁড়ে ভিজ্বে না বাবা,—আধাআধি!

বেণী। (অত্যন্ত খুসী হইয়া) আধা-আধি কেন খুড়ো, দশআনা-ছ'আনা।

গোবিন্দ। ভালা মোর বাপ্‌রে!

গোবিন্দ। শুধু এই নয় বাবা। স্মৃথে পূজো। বহু মুখ্যের কঙ্কা এবার মা'কে কি ক'রে আনেন তা দেখতে হবে। আস্‌চে ফাগুনে ষটা ক'রে ভাইয়ের পৈতেটি কি ক'রে দেন তাও একবার নেড়ে চেড়ে পাঁচজনকে দেখাব,—তবে আমার নাম গোবিন্দ গাঙুলী!

বেণী। তারকেস্বরের কাণ্ডটা তা হ'লে সত্যি বল?

গোবিন্দ । সত্যি নয় ? শালা নটবর কি কিছু বলতে চায় ? বকসিস্ কোব্লে, পিঠে হাত বলিয়ে কিছুতেই কিছু হয় না । ব্যাটা আর ভাঙে না । তখন ফস্ ক'রে পায়ের ধূলো মাথায় দিয়ে ব'ল্লাম, বাবা, রমার চাকরই হও আর যাই হও,—শুদ್ದুর ছাড়া আর কিছু নও, ছেলেপুলে নিয়ে ঘর কর, বামুনের পায়ের ধূলো মাথায় ক'রে যদি মিথো বল, তে-রাতির পোষাবে না সর্পাঘাত হবে ।

গোবিন্দ । ব্যাটা বেন কাঁদো কাঁদো হয়ে গেল । সাহস দিবে ব'ল্লাম, নটবর, চাকরি গেলে আবার ঢের হবে, কিন্তু প্রাণ গেলে আর হবে না । তখন ফড়্ ফড়্ ক'রে আগাগোড়া ব্যাপারটা বলে ফেললে । ঠাকরুণের ছ'টার গাড়ীতে আর বাড়ী আসা হ'লো না । বাবু বাড়িরে বাসায় রইলেন, খাওয়া-দাওয়া, হাসি, গল্প—যাক পরচর্চায় কাজ নেই,—ঘটনাটা সত্যি ।

বেণী । দেখলে না খুড়ো কিছু স্নাকবরকে থানায় যেতে দিলে না !

গোবিন্দ । দ্বেবে কি ক'রে ? দেওয়া কি যায় বাবা ? যায় না ।

বেণী । হুঁ । অন্ধকার হয়ে আসচে, যাওয়া যাক চল ।

গোবিন্দ । চল । (হঠাৎ বেণীর হাতটা ধরিয় ফেলিয়া) কিন্তু বাবা, ভাইপোটা যে অর্ধেক বিষম টেনে নেবে তা চলবে না বলে রাখ্‌চি । সামলাতে হবে ।

বেণী । নির্ভয়ে থাকো খুড়ো, আমি বেঁচে থাকতে তা হবে না ।

গোবিন্দ । হাটের অংশটা এবার ছেড়ে দিতে রমা পথ পাবে না তাও তোমাকে বলে রাখ্‌লাম বড়বাবু । কিন্তু চেপে । ব্যাপারটা হঠাৎ চাউর ক'রে ফেলো না ।

বেণী । (দ্বিঃ হাসিয়া) দেখা যাক ।

ষষ্ঠ দৃশ্য

রমেশের বাটার অন্তঃপুর। তাহার শয়ন কক্ষে বসিয়া রমেশ গভীর রাত্রি পর্য্যন্ত লেখাপড়া করিতেছিল। অকস্মাৎ নেপথ্যে কাহার ক্রন্দনের শব্দ শুনা গেল, এবং পরক্ষণে ভৈরব আচার্য্য গোপাল সরকারের গলা গড়াইয়া মড়া-কান্না কাঁদিতে কাঁদিতে প্রবেশ করিল। রমেশ বাস্তব হইয়া উঠিয়া দাঁড়াইল।

ভৈরব। (সর্বোদনে) বাবু, আমি ধনে প্রাণে মারা গেছি।

রমেশ। ব্যাপার কি সরকার মশাই ?

গোপাল সরকার। কাজ সেরে শুতে যাচ্ছিলেম বাবু, হঠাৎ কোথা থেকে ছুটে এসে আচার্য্যি মশাই গলা জড়িয়ে ধরেছে। গলাও ছাড়ে না, কান্নাও থামায় না।

রমেশ। কি হ'লো আচার্য্যি মশাই ?

ভৈরব। বাবু গো আমি একেবারে গেছি। ছেলেপুলের হাত ধরে এবার গাছতলায় শুতে হবে।

রমেশ। গাছতলায় কেন ? ঘর কি হ'ল ?

ভৈরব। আর নেই,—নিলেম করে নিয়েছে।

রমেশ। এই তো সকালেও ছিল। এরই মধ্যে কে নিলেম ক'রে নিলে ?

ভৈরব। কে এক সনৎ মুখ্যে বাবু, গোবিন্দ গাঙুলীর খুড়খুড়।

ক্রন্দন

গোপাল সরকার। আরে, আমার গলা ছাড়ুন না। বাবুকে সমস্ত বুঝিয়ে বলুন,—কে নিলে, কেন নিলে, খামোকা আমাকে জড়িয়ে ধরে থাকলে কি হবে ? ছাড়ুন।

ভৈরব। (গলা ছাড়িয়া) এক হাজার সাতাশ টাকা পাঁচ আনা ছ' পাই,—বাবু গো, ধনে প্রাণে গেলাম।

গোপাল সরকার। টাকা কর্জ নিয়েছিলেন ?

ভৈরব। না, একপয়সা না সরকার মশাই। দেনা মিথ্যে, খত মিথ্যে—কবে নালিস হ'লো, কবে শমন হ'লো, কবে ডিক্রি হয়ে বাড়ী ঘর-দোর নিলাম হয়ে গেল—কিছুই জানি নে বাবু। কাল কানা-ঘুষো খবর পেয়ে সনরে গিয়ে টের পেলাম—ছেলেপুলে নিয়ে আমাদের গাছতলায় শুতে হবে। এক হাজার সাতাশ টাকা পাঁচ আনা ছ' পাই—

রমেশ। এমন ভয়ানক কথা ত কখনো শুনিনি সরকার মশাই ?

গোপাল সরকার। পাড়ারগায়ে এমন অনেক হয় বাবু। যারা গরীব, বড়লোকের কোপে পড়ে তারা সত্যিই ধনে-প্রাণে মারা যায়। এ সমস্তই বেণীবাবু আর গাঙুলী মশায়ের কাজ। আচাঘি মশাই বরাবর আমাদের দিকে আছেন বলেই তাঁর এই বিপদ।

ভৈরব। হাঁ বাবু তাই। তাই আমার এই বিপদ।

রমেশ। কিন্তু এর উপায় সরকার মশাই ?

গোপাল সরকার। অনেক টাকার ব্যাপার। এর ঋণ মিথ্যে, দলিল মিথ্যে, সাক্ষী মিথ্যে,—কে হয়ত গুঁর নাম লিখে শমন নিয়েছে, কে হয়ত আদালতে গিয়ে কবুল জবাব দিয়েছে, সন্ধরে গিয়ে সমস্ত তদন্ত না ক'রে ত কিছুই বলবার যো নেই।

রমেশ। তাই আপনি যান। সমস্ত খবর নিয়ে যত টাকা লাগে এর প্রতিকার করুন। এমন করুন যেন এতবড় অত্যাচার কব্বতে আর কেউ না সাহস করে।

ভৈরব। (অকস্মাৎ রমেশের পা জড়াইয়া ধরিয়া) বাবু গো আপনি চিরজীবী হোন। ধনে-পুত্রে লক্ষী লাভ করে আপনি রাজা হোন। ভগবান আপনাকে যেন—

রমেশ। (পা ছাড়াইয়া লইয়া) আপনি বাড়ী যান্ আচাখি মশাই,
যা করা উচিত আমি ক'রব।

ভৈরব। ভগবান যেন আপনাকে—

রমেশ। রাত অনেক হল আচাখি মশাই, আজ আমি বড় শ্রান্ত।

ভৈরব। ভগবান যেন আপনাকে দীর্ঘজীবী করেন, ভগবান যেন
আপনাকে রাজা করেন—

ইত্যাদি বলিতে বলিতে ভৈরবের গ্রন্থান

রমেশ। (দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া) সরকার মশাই, এই আমাদের
গর্বের ধন! এই আমাদের শুক্লশান্ত স্তায়নিষ্ঠ বাঙলার পল্লীসমাজ!

গোপাল সরকার। হঁ, এই। সবাই জান্বে এ কাজ বেগীবাবুর, সবাই
গোপনে জল্পনা করে বেড়াবে, কিন্তু মুখ কুটে কেউ এ অগাচারের প্রতিবাদ
করবে না। সেবার গাঙুলি মশাই বিধবা বড় ভাজকে মেয়ে বাড়ী থেকে
বার করে দিলে, কিন্তু বেগীবাবু সহায় বলে সবাই চুপ করে রইলো। সে
কৈঁদে সকলকে জানালে, সকলেই বল্লে, আমরা কি কোরব। ভগবানকে
জানাও তিনিই এর বিচার করবেন।

রমেশ। তার পরে?

গোপাল সরকার। তার পরে সেই গাঙুলি মশাই-ই সকলের জাত
মেয়ে বেড়াছেন। মৃত পল্লী-সমাজকথাটি বলবার সাহস রাখে না।—অথচ,
আমিই ছেলেবেলায় দেখেছি বাবু, এমন ধারা ছিল না। বিধবা বড় ভাজের
গায়ে হাত দিয়ে কেউ সহজে নিস্তার পেত না। তখন সমাজ দণ্ড দিত,
এবং সে দণ্ড অপরাধীকে মাথা পেতে নিতে হতো।

রমেশ। তবে কি পল্লী-সমাজ ব'লে কিছুই আর নেই।

গোপাল সরকার। যা' আছে সে তো এসে পর্য্যন্ত স্বচক্ষেই

দেখছেন। যা' আর্ন্তকে রক্ষে করে না, দুঃখীকে পথেই ঠেলে দেয়, তাকেই সমাজ বলে কল্লনা করার মহাপাপ আমাদের নিয়ত রসাতলের দিকেই টেনে নিয়ে যাচ্ছে।

রমেশ। (আশ্চর্য্য হইয়া) সরকার মশাই, এ সকল কথা আপনি জানলেন কার কাছে ?

গোপাল সরকার। আমার স্বগায় মনিবের কাছে। এইমাত্র যে ভৈরবকে উদ্ধার করতে চাইলেন, এ শক্তি আপনি পেলেন কোথায় ? এ তাঁরই দয়া। এমনি কোবে বিপন্নকে উদ্ধার করতে তাঁকে যে আমি বছবার দেখেছি ছোটবাবু।

রমেশ। (দুই হাতে মুখ ঢাকিয়া) বাবা—

গোপাল সরকার। রাত প্রায় শেষ হয়ে এল বাবু, আপনি একটু শোন।

রমেশ। হাঁ শুই। আপনি বাড়ী যান সরকার মশাই।

গোপাল সরকার প্রস্থান করিলেন। রমেশ শয়নের আয়োজন করিতেছিল সহসা দ্বারের কাছে কি একটা দেখিতে পাইয়া চমকিয়া প্রস্থ করিল—

রমেশ। কে ? কে দাঁড়িয়ে ?

যতীন দ্বারের কাছে মুখ বাড়াইয়া

যতীন। ছোড়লা, আমি।

রমেশ। (কাছে গিয়া) যতীন ? এত রাতে ? আমায় ডাক্চ ?

যতীন। হাঁ, আপনাকে।

রমেশ। আমাকে ছোড়লা বলতে তোমাকে কে বলে দিলে ?

যতীন। দ্বিদি।

রমেশ। রমা ? তিনি কি তোমাকে কিছু বলতে পাঠিয়েছেন ?

যতীন। না। দিদি বললেন, আমাকে সঙ্গে কোরে তোরা ছোড়নার বাড়ীতে নিয়ে চল। ঐ যে ওখানে দাঁড়িয়ে আছেন।

এই বলিয়া সে দরজার বাহিরে চাহিল

রমেশ। (ব্যস্ত হইয়া সরিয়া আসিয়া) আজ আমার এ কি সৌভাগ্য। কিন্তু আমাকে ডেকে না পাঠিয়ে এত রাতে নিজে এলে কেন ? এস ঘরে এস।

রমা অত্যন্ত দ্বিধান্তরে ভিতরে প্রবেশ করিয়া দ্বারের অনতিদূরে মোড়ের উপর বসিয়া পড়িল। যতীন দিদির কাছে আসিয়া বসিতে যাইতেছিল কিন্তু রমেশ তাকে একটি আয়ান কেদারায় আনিয়া শোয়াইয়া দিল।

রমা। রাত আর নেই,—ভোর হয়ে এসেছে, (অধোমুখে) শুধু একটি জিনিস আপনার কাছে ভিক্ষে চেয়ে নেবো বলে আপনার বাড়ীতে এসেছি। দেবেন বলুন ?

রমেশ। আমার কাছে ভিক্ষে চাইতে ? আশ্চর্য্য। কি চাই বল ?

রমা (মুখ তুলিয়া ক্ষণকাল অপলক চক্ষে রমেশের মুখের প্রতি চাহিয়া রহিল) আগে কথা দিন।

রমেশ। (মাথা নাড়িয়া) তা' পারি নে। তোমাকে কোন প্রশ্ন না কোরেই কথা দেবার শক্তি যে তুমি নিজের হাতেই ভেঙে দিয়েছ রমা।

রমা। আমি ভেঙে দিয়েছি ?

রমেশ। তুমিই। তুমি ছাড়া এ শক্তি সংসারে আর কার ছিল না।

রমা, আজ তোমাকে একটা সত্য কথা বোলব।—ইচ্ছে হয় বিশ্বাস কোরো, ইচ্ছে না হয় কোরনা। কিন্তু জিনিসটা যদি না ম'রে একেবারে নিঃশেষ হয়ে যেতো, হয়ত এ কথা তোমাকে কোন দিন শোনাতে পারতাম না।—কিন্তু, আজ না কি আর কোন পক্ষেই লেশমাত্র ক্ষতির সম্ভাবনা নেই,

ই আজ জানাচ্ছি সেদিন পর্যন্তও তোমাকে অদেয় আমার কিছুই
ল না। কিন্তু কেন জানো?

রমা। (মাথা নাড়িয়া জানাইল) না।

রমেশ। কিন্তু শুনে রাগ কোরো না। লজ্জাও পেয়ো না। মনে
কারো এ কোন পুরাকালের একটা গল্প শুন্চ মাত্র। তোমাকে
গলবাসতাম রমা। মনে হয়, তেমন ভালবাসা বোধহয় কেউ কখনো
সেনি। ছেলেবেলায় মার মুখে শুনেছিলাম আমাদের বিয়ে হবে। তার
রে, যেদিন সমস্ত ভেঙে গেল, সেদিন,—কত বছর কেটে গেল, তবুও
নে হয় সে দিন বুঝি কালকের কথা।

রমা তাহার মুখের প্রতি চাহিয়া পলকের জন্ত শিহরিয়া

আবার শুদ্ধ অধোমুখে নিশ্চল হইয়া রহিল

রমেশ। তুমি ভাবচ তোমাকে এসব কাহিনী শোনানো অশ্রায়।
আমার মনেও এ সন্দেহ ছিল বোলেই সেদিন তারকেস্বরে যখন একটা
দিনের সমাদরে আমার সমস্ত জীবনের ধারা বদলে দিয়ে গেল, সেদিনও
চুপ করেই ছিলাম। চুপ করেই ছিলাম, কিন্তু সে নীরবতার ব্যথা
শাপবার মানদণ্ড হয়ত শুধু অন্তর্যামীর হাতেই আছে।

রমা। (কিছুতেই যেন আর সহিতে পারিল না) বা' তাঁর হাতে আছে
তা' তাঁর হাতেই থাক্ না রমেশদা।

রমেশ। তাই তো আছে রমা।

রমা। তবে—তবে, আজকেই বা বাড়ীতে পেয়ে আমাকে অপমান
করছেন কেন?

রমেশ। অপমান? কিছুমাত্র না। এর মধ্যে মান-অপমানের
কথাই নেই। এ যাদের কাহিনী শুন্চো সে রমাও তুমি কোন দিন
ছিলে না, সে রমেশও আর আমি নেই।

রমা । রমেশদা, আপনার নিজের কথাই বলুন । রমার কথা আমি আপনার চেয়ে বেশি জানি ।

রমেশ । যাই হোক শোন । কেন জানি নে, সেদিন আমার অসংশয়ে বিশ্বাস হয়েছিল তুমি যা' ইচ্ছে বল, যা খুসী কর, কিন্তু আমার অকল্যাণ তুমি কিছুতেই সইতে পারবে না । বোধ করি ভেবেছিলাম সেই যে ছেলেবেলায় একদিন ভালবেসেছিলে, সেই যে হাতে কোরে চোখ মুছিয়ে দিয়েছিলে, হয়ত তা' আজও একেবারে ভুলতে পারনি । তাই মনে করেছিলাম কোন কথা তোমাকে না জানিয়ে তোমারি ছাওয়াবসে সমস্ত জীবনের কাজগুলো আমার ধীরে ধীরে কোরে যাব । কিন্তু সে রাত্রে আকবরের নিজের মুখে যখন শুন্তে পেলাম তুমি নিজে—ও কি ? বাইরে এত গোলমাল কিসের ?

দ্রুতঃঃগোপাল সরকারের প্রবেশ

গোপাল সরকার । ছোটবাবু ? (অকস্মাৎ রমাকে দেখিয়া স্তব্ধ হইয়া থামিল)

রমেশ । কি হয়েছে সরকার মশাই ?

গোপাল সরকার । পুলিশের লোকে ভজুয়াকে গ্রেপ্তার করেছে ।

রমেশ । ভজুয়াকে ? কেন ?

গোপাল সরকার । সেদিন রাধাপুরের ডাকাতিতে সে নাকি ছিল ।

রমেশ । আচ্ছা আমি যাচ্ছি । আপনি বাইরে যান ।

গোপাল সরকার প্রস্থান করিল ।

রমেশ । যতীন ঘুমিয়ে পড়েছে, সে থাক । কিন্তু তুমি আর একমুহূর্ত্ত থেকে না রমা, খিড়কী দিয়ে বেরিয়ে যাও । পুলিশ খানাতল্লাশি করতে ছাড়বে না ।

রমা। (উঠিয়া দাঁড়াইয়া ভীত কণ্ঠে) তোমার নিজের ত কোন
য নেই ?

রমেশ। বলতে পারি নে রমা। কতদূর কি দাঁড়িয়েছে সে তো
প্রথমে জানি নে।

রমা। তোমাকেও ত গ্রেপ্তার করতে পারে ?

রমেশ। তা' পারে।

রমা। পীড়ন করতেও ত পারে ?

রমেশ। অসম্ভব নয়।——

রমা। (সহসা কাঁদিয়া উঠিয়া) আমি যাব না রমেশদা।

রমেশ। (সভয়ে) যাবে না কি রকম ?

রমা। তোমাকে অপমান করবে, তোমাকে পীড়ন করবে—আমি
কিছুতেই যাব না রমেশদা।

রমেশ। (ব্যাকুল কণ্ঠে) ছি ছি, এখানে থাকতে নেই। তুমি কি
পাগল হয়ে গেলে রাণী ?

এই বলিয়া দুই হাত ধরিয়া জোর করিয়া তাহাকে বাহির করিয়া দিল। শুদিকে
বহু লোকের পদশব্দ স্পষ্টতর হইয়া উঠিতে লাগিল।

তৃতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

বিশ্বেশ্বরীর কক্ষ

জ্যাঠাইমা ও রমেশ

জ্যাঠাইমা। হাঁরে রমেশ, তুই নাকি তোর পীরপুরের নতুন ইস্কুল নিয়েই মেতে রয়েচিস, আমাদের ইস্কুলে আর পড়াতে বাস্ নে ?

রমেশ। না। যেখানে পরিশ্রম শুধু পণ্ডশ্রম, যেখানে কেউ কারো ভাল দেখতে পারে না, সেখানে খেটে মরায় কোন লাভ নেই। শুধু মাঝে থেকে নিজেরই শত্রু বেড়ে ওঠে। বরঞ্চ, বাদে মঙ্গলের চেষ্টায় দেশের সত্যকার মঙ্গল হবে, সেই সব মুসলমান, আর হিন্দুর ছোট জাতেদের মধ্যেই পরিশ্রম করব।

জ্যাঠাইমা। এ কথা ত নতুন নয় বমেশ। পৃথিবীতে ভাল করবার ভার যে কেউ নিজের ওপরে নিয়েছে চিরদিনই তার শত্রু সংখ্যা বেড়ে উঠেছে। সেই ভয়ে বারা পেছিয়ে দাঁড়ায়, তুইও যদি তাদেরি দলে গিয়ে মিশিস্ তা' হলে ত চলবে না বাবা। এ গুরুভার ভগবান তোকেই বইতে দিয়েছেন, তোকেই বয়ে বেড়াতে হবে। কিন্তু হাঁরে, তুই না কি ওদের হাতে জল খাস্ ?

রমেশ। (হাসিয়া) এই দেখ, এরই মধ্যে তোমার কানে উঠেচে। কিন্তু আমি ত তোমাদের জাত-ভেদ মানি নে জ্যাঠাই মা।

জ্যাঠাইমা। মানিস্ নে কি রে? এ কি মিছে কথা, না, জাত-ভেদ নেই যে তুই মানিস্ নে?

রমেশ। আছে তা' মানি, কিন্তু ভাল বলে মানি নে। এর থেকে কত মনোমালিন্ত, কত হানাহানি—মানুষকে ছোট কোরে অপমান করবার ফল কি তুমি দেখতে পাও না জ্যাঠাইমা? সে দিন অর্থাভাবে দ্বারিক ঠাকুরের প্রায়শ্চিত্ত হয় নি বলে তার মৃতদেহ কেউ স্পর্শ করতে চায় নি এ কথা কি তুমি জান না?

জ্যাঠাইমা। জানি বাবা, সব জানি। কিন্তু এর আসল কারণ জাতি-ভেদ নয়। যা সব চেয়ে বড় কারণ তা' এই যে বাক্যে যথার্থ ধর্ম বলে, একদিন যা' এখানে ছিল, আজ তা পল্লীগ্রাম থেকে একেবারে লোপ পেয়েছে। আছে শুধু কতকগুলো অর্থহীন আচারের কুসংস্কার, আর তার থেকে নিরর্থক দলাদলি।

রমেশ। এর কি কোন প্রতীকার নেই জ্যাঠাইমা?

জ্যাঠাইমা। আছে বই কি বাবা। প্রতীকার আছে শুধু জ্ঞানে। যে পথে তুই পা দিয়েছিস্, শুধু সেই পথে। তাই ত তোকে বার বার বলি বাবা, তুই যেন তোর জন্মভূমিকে ত্যাগ কোরে কিছুতে যাস্ নে। তোর মত বাইরে থেকে যারা বড় হতে পেরেছে, তারা যদি তোরই মত গ্রামে ফিরে আসত, সমস্ত সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন কোরে চলে না যেত, পল্লীগ্রামের এত বড় দুর্গতি হোত না। তারা কখনো গোবিন্দকে মাথায় নিয়ে তোরে দূরে সরাত না।

রমেশ। দূরে যেতে ত আর আমার দুঃখ নেই জ্যাঠাইমা।

জ্যাঠাইমা। কিন্তু এই দুঃখই যে সবচেয়ে বড় দুঃখ রমেশ। কিন্তু আজ যদি কাজের মাঝখানেই সব ছেড়ে দিয়ে চলে যাস্ বাবা, তোর জন্মভূমি তোকে ক্ষমা করবে না।

রমেশ। জন্মভূমি ত শুধু একা আমার নয় জ্যাঠাইমা ?

জ্যাঠাইমা। তোর একার বই কি বাবা, শুধু তোরই মা ! দেখতে পাস্ নে মা মুখ ফুটে সন্তানের কাছে কোন দিন কিছুই দাবি করেন না। তাই এত লোক থাকতে কারো কানেই তাঁর কান্না গিয়ে পৌছয় নি, কিন্তু তুই আসামাত্রই গুনতে পেয়েছিস্।

রমেশ। (ক্ষণকাল নতমুখে নীরবে থাকিয়া) একটা কথা তোমাকে জিজ্ঞাসা কোরব জ্যাঠাইমা ?

জ্যাঠাইমা। কি কথা রমেশ ?

রমেশ। আমি ত তোমাদের জাত-ভেদ মানি নে, কিন্তু তুমি তো মান ?

জ্যাঠাইমা। তুই মানিস্ নে বলে আমি মানব না রে ?

রমেশ। কিন্তু আমি ত সকলের ছোঁয়া খাই,—আমার হাতে ত তুমি খেতে পারবে না জ্যাঠাইমা ?

জ্যাঠাইমা। পারব না কিরে ? তুই আমার বাবা—তাই কি ছোট-খাটো ? মস্ত বড় বাবা। মেয়ে হয়ে এত বড় আশ্পর্কার কথা কি আমি মুখে আনতে পারি রে ?

রমেশ। (তৎক্ষণাৎ হেঁট হইয়া তাঁহার পায়ের ধূলা মাথায় লইয়া) এই আশীর্বাদ আমাকে তুমি কর জ্যাঠাইমা, তোমাকে যেন আমি চিন্তে পারি !

জ্যাঠাইমা। (তাহার চিবুক স্পর্শ করিয়া চুষন করিয়া) হয়েছে, হয়েছে। কিন্তু আমার যে এখনো আত্মিক সারা হয় নি বাবা, একটুখানি বসবি ?

রমেশ। না জ্যাঠাইমা, আমার ইস্কুলের বেলা হয়ে যাচ্ছে।

জ্যাঠাইমা। তা'হলে যখন সময় পাবি আসিস্ রমেশ।

একদিক্ দিয়া রমা ও অপর দিক দিয়া দাসীর প্রবেশ

রমা । জ্যাঠাইমা কোথায় রাধা ?

দাসী । এই মাত্র পূজো করতে গেলেন দেরি হবে না দিদি,
একটু বোস না ?

বেণী প্রবেশ করিল, এবং তাকেই দেখিয়া দাসী সরিয়া গেল

বেণী । তোমাকে আস্তে দেখেই এলাম রমা । অনেক কথা আছে ।
মা বুদ্ধি পূজো করতে গেলেন ?

রমা । তাই ত রাধা বললে ।

বেণী । 'অনেক চান্ ভেবে কাজ করতে হয় দিদি, নইলে শত্রুকে জয়
করা যায় না । সেদিন মনিবের হুকুমে যে ভজুয়া লাঠি-হাতে বাড়ী চড়াও
হয়ে মাছ আদায় করতে এসেছিল সে কথা তুমি যদি না থানায় লিখিয়ে
দিতো, আজ কি ব্যাটাকে এমন হাজতে পোরা যেত ? 'অমনি ঐ সজে
রমেশের নামটাও যদি দুকথা বাড়িয়ে গুছিয়ে লিখিয়ে দিতিস্ বোন !
আমার কথাটায় তখন তোরা ত কেউ কান দিলি নে ।—না না না,
তোমাকে সাফা দিতে যেতে হবে না । আর তাই যদি হয়, তাতেই বা কি !
জমিদারী রাখতে গেলে কিছুতে হট্লে চলে না ।—কিন্তু রমেশও কষ্ট
দিতে আমাদের ছাড়বেনা দাদামশায়ের লাখো টাকা মেরেছে,—
পীরপুরে খুলেছে ইস্কুল । এমনিই ত মুসলমান প্রজারা জমিদার বলে মানতে
চায় না, তার উপর লেখাপড়া শিখলে জমিদারী রাখা না রাখা
আমাদের সমান হবে, তা এখন থেকে বলে রাখ্চি ।

রমা । আচ্ছা বড়না, বিষয়-সম্পত্তি যদি নষ্ট হয়েই যায় তাতে
রমেশদার নিজের ক্ষতিও ত কম নয় ?

বেণী । (ঈষৎ চিন্তা করিয়া) হ' । কি জান রমা, এতে নিজের

ক্ষতি ভাববার বিষয়ই নয়। আমরা দুজনে জন্ম হলেই ও খুদী। দেখচ না, এসে পর্য্যন্ত কি রকম টাকা ছড়াচ্ছে? ছোটলোকদের মধ্যে ‘ছোটবাবু’ ‘ছোটবাবু’ একটা সাড়া পড়ে গেছে। যেন ওই একটা মানুষ আর আমরা দু’ঘর কিছুই নয়। কিন্তু বেশিদিন এ চলবে না। এই যে তাকে পুলিশের নজরে তুমি খাড়া কোরে দিয়েছ বোন, এতেই তাকে শেষ হতে হবে।

রমা। আমি লিখিয়ে দিয়েছিলাম রমেশদা জানতে পেরেছেন?

বেণী। ঠিক জানি নে। কিন্তু জানতে পারবেই। ভজুয়ার মামলায় সব কথাই উঠবে কিনা?

রমা। (ক্ষণকাল নিস্তব্ধ থাকিয়া) আচ্ছা বড়দা, আজকাল ঠুর নামই বুঝি সকলের মুখে মুখে?

বেণী। হুঁ। তা একরকম তাই বটে। কিন্তু আমিও অল্পে ছাড়ব না রমা। সে যে লেখাপড়া শিখিয়ে সমস্ত প্রজা বিগড়ে তুলবে আর জমিদার হয়ে আর্ম মুখবুড়ে সহিব তা’ যেন কেউ স্বপ্নেও না ভাবে। এই ব্যাটা ভৈরব আচার্য্য ভজুয়ার হয়ে সাঙ্গো দিয়ে কি কোরে মেয়ের বিয়ে দেয়, তা একবার দেখতে হবে।

রমা। বল কি বড়দা?

বেণী। তা একবার নেড়ে-চেড়ে দেখতে হবে না? আমার বিপক্ষে আদালতে দাঁড়িয়ে কি কোরে ছেলে-পুলে নিয়ে গাঁয়ে বাস করে তার খবর নিতে হবে না?—আর আচার্য্য তো চুনো-পুঁটী। রুই-কাতলাও আছে। দেখি গোবিন্দ খুড়ো কি বলে! দেশে ডাকারী ত লেগেই আছে, এবার চাকরকে যদি জেলে পুরতে পারি ত মনিবকে পুরতেও বেশি বেগ পেতে হবে না।

রমা। (অতি বিশ্বয়ে তাহার মুখের প্রতি চাহিয়া) বল কি বড়দা, রমেশদাকে দেবে তুমি জেলে?

বেণী। কেন, সে কি পীর প্যাগম্বর ? বাগে পেলো তাকে ছাড়তে হবে নাকি ? তুই বলিস্ কি ?

রমা। (মূহূৰ্হ) রমেশদা যদি জেলেই যান, সে কি আমাদেরই কলঙ্ক নয় ?

বেণী। কেন ? কেন শুনি ?

রমা। আমাদেরই আত্মীয়, আমরা না বাঁচালে লোকে ত আমাদেরই ছি ছি করবে।

বেণী। যে যেমন কাজ করবে সে তার ভেমন ফল ভুগবে। আমাদের কি ?

রমা। রমেশদা তো সত্যিই আর চুরি-ডাকাতি কোরে বেড়ান না। বরঞ্চ, পরের ভালর জন্তেই নিজের সর্বস্ব দিচ্ছেন সে কথা ত কারো কাছে চাপা নেই। তার পরে আমাদেরও ত গাঁয়ে মুখ দেখাতে হবে।

রমা। তোর হ'ল কি বল ত বোন ?

রমা। গাঁয়ের লোকে ভয়ে মুখের সামনে কিছু না বলুক আড়ালে বলবেই। তুমি বলবে আড়ালে রাজার মাকেও ডাইনি বলে। কিন্তু ভগবান ত আছেন ? নিরপরাধীকে মিছে কোরে শাস্তি দেওয়ালে তিনি রেহাই দেবেন না।

বেণী। হা রে কপাল ! সে ছোঁড়া বুঝি ঠাকুর-দেবতা কিছু মানে 'শিবের মন্দিরটা ভেঙে প'ড়ে—মেরামত করবার জন্তে তার কাছে লোক পাঠাতে সে হাঁকিয়ে দিয়ে বলেছিল, যারা তোমাদের পাঠিয়েছে তাদের বল গে বাজে খরচ করবার টাকা নেই আমার। শোন কথা ! এটা হ'লো বাজে খরচ, আর কাজের খরচ হচ্ছে ছোটলোকদের ইস্কুল করে দেওয়া ! তাছাড়া বাবুনের ছেলে সন্ধ্যা-আফিক কিছুই করে না, শুনি মোছলমানের হাতে পর্যন্ত জল খায় ! দুপাতা ইংরাজী পোড়ে আর কি

তার জাত-জন্ম আছে দিদি, কিছুই নেই। শাস্তি তার গেছে কোথা ?
সমস্তই তোলা আছে, তা একদিন সবাই দেখবে।

রমা নীরব

বেণী। এখন যাই, সময় মত আর একবার দেখা করব। বাইরে
বোধ করি এতক্ষণে গোবিন্দ খুঁড়ো এসে বসে আছে।

রমা। আমিও এখন যাই বড়লা।

উভয়ের প্রস্থান

রমেশের প্রবেশ

রমেশ। রাধা, রাধা!

দাসীর প্রবেশ

রাধা। কেন ছোটাবু?

রমেশ। জ্যাঠাইমা কি পূজোর ঘর থেকে বেরিয়েছেন? তখন একটা
কথা তাঁকে বলতে ভুলেছিলাম।

রাধা। এখনো বেরোন নি। ডেকে দেব?

রমেশ। না না, থাক। বিকেলে আসবো তাঁকে বলো।

রাধা। আচ্ছা।

দাসীর প্রস্থান

ক্রান্তপদে গোপাল সরকারের প্রবেশ

রমেশ। আপনি এখানে যে?

গোপাল। অপেক্ষা করবার সময় নেই, ছোটাবু, আপনাকে চতুর্দিকে
খুঁজে বেড়াচ্ছি। শুনেচেন ভৈরব আচার্য্যির কাণ্ড? শুনেচেন, কি
সর্বনাশ আমাদের সে করেছে?

রমেশ। কই না?

গোপাল। কর্তা স্বর্গীয় হলেন, শোকে দুঃখে ভাবলাম আর না, এবারে শাস্ত হব। কিন্তু হোতে দিলেন। আপনি কিন্তু আমাকে বাধা দিতে পারবেন না ছোটবাবু, আচার্য্যিকে আমি শাস্তি দেবো, দেবো, দেবো! এর প্রতিশোধ নেবো, নেবো, নেবো! আমি আজই যাচ্ছি সদরে।

রমেশ। ব্যাপার কি সরকার মশাই? আপনার মত শাস্তমাত্রায়ে এতখানি উতলা হয়ে উঠেছে, কি করলেন আচার্য্যি মশাই?

গোপাল। কি করলেন? নেমকহারাম, শয়তান! তখন মনে হয়েছিল যাক ওর ভিটে মাটি বিক্রী হয়ে আমরা এতে মাথা দেব না। কিন্তু তখন ভয় হোলো কর্তা হয়ত স্বর্গে থেকে দুঃখ পাবেন। জানি ত তাঁর স্বভাব। তাই আপনাকে নিষেধ করতে পারলাম না।

রমেশ। তবুও যে কিছুই বুঝলাম না সরকার মশাই?

গোপাল। সেদিন আপনার আদেশ মত সদরে গিয়ে ওর ডিক্রীর টাকাটা জমা দিয়ে মকদ্দমার সমস্ত ব্যবস্থা স্থির কোরে এলাম, আর আজ এই মাত্র খবর পেলাম পরশু ভৈরব আচার্য্যি নিজে গিয়ে দরখাস্ত কোরে মামলা তুলে নিয়েছে। দেনা স্বীকার করেছে।

রমেশ। তার মানে?

গোপাল। তার মানে জমা দেওয়া অতগুলো টাকা আমাদের গেল। আমাদের মাথায় কাঁটাল ভেঙে তিন জনে এখন বখরা করে থাকে গোবিন্দ গাঙুলী, বড়বাবু, আর ও নিজে। শোনেন নি সকাল থেকে আচার্য্যি বাড়ীতে রত্ন-চৌকির সানাইয়ের বাজি? ঘটা কোরে হবে দৌহিত্রের অন্নপ্রাশন,—ওই টাকায় দেশশুদ্ধ বামুনের দল ফলার কোরে।

বাঁচবে। অথচ আপনার স্থান নেই,—স্থান হয়েছে গোবিন্দ গাঙুলীদের। আপনাকে করেছে তারা ‘একঘরে’।

রামশ। ভৈরব আচাৰ্য্য ? পারলে করতে সে ?

গোপাল। পারলে বৈ কি। পাড়াগাঁয়ের লোকে পারে না যে কি তাই শুধু আমার জানতে বাকি। আমি চোল্লাম।

রমেশ। যান্। আমি শুধু ভাবি এ মহাপাতকের প্রায়শ্চিত্ত হবে কিসে ?

গোপাল। আমার সাক্ষী আছে, আদালত খোলা আছে, আমি তাকে সহজে ছাড়ব না ছোটাবু।

এস্থান

রমেশ। জানিনে আইনে কি বলে। জানিনে কৃতঘ্নতার দণ্ড আদালতে হয় কি না। কিন্তু থাক্ সে। আমি নিলাম আজ নিজের হাতে এই ভার ! কেবল সহ করে বাওয়াই জগতে পরম ধর্ম নয়।

এস্থান

দ্বিতীয় দৃশ্য

তৈরব আচাখ্যের বহির্বাটী। দৌহিত্রের অন্ত্রপ্রাশন উপলক্ষে দ্বারে মঙ্গল-ঘট স্থাপিত হইয়াছে। আত্মপল্লবের মালা গাঁথিয়া সম্মুখে ঝুলাইয়া দেওয়া হইয়াছে। প্রাক্ষণের একপ্রান্তে রসনচৌকি বাতাকরের দল উপবিষ্ট। সম্মুখের বারান্দায় বসিয়া গোবিন্দ গাঙুলী বেণী ঘোষাল প্রভৃতি ভদ্রলোক। কেহ হাসিতেছে, কেহ ধূমপান করিতেছে। একজন বৈষ্ণব ও তাহার বৈষ্ণবী কীর্ত্তন গাহিতেছিল, এবং তাহাই সকলে পরমানন্দে শ্রবণ করিতেছে। গান শেষ হইলে দীক্ষু ভট্টাচাধ্যক্ষ বাথিয়া বাহিরে যাইতেছিল, এমন সময়ে রমেশ আসিয়া প্রবেশ করিল। দেখিলেই বুঝা যায় সে অতিশয় উত্তেজিত হইয়া আসিয়াছে। তাহার অপ্রত্যাশিত আবির্ভাবে উপস্থিত সকলেই কেঁদে উঠিল।

গান

শ্রীমতী করিছে বেশ।

ভূলাতে নাগর

গ্রাম নটবর

নানা ছাঁদে বাঁধে কেশ।

(আহা) শ্রীমতী করিছে বেশ।

হেরিয়া মুকুরে

চাঁচর চিকুরে

বিনায়ে বিনায়ে বিনোদ গোখুরে

রাধা বাঁধিল কবরী কত

কেহ হ'ল নাক মনোমত (হায়রে)

ফণি-গঞ্জিত বেণী বিনোদিনী

ছুলাইয়া দিক শেষ

(আহা) শ্রীমতী করিছে বেশ।

বেণী গেল ছুটি

লজিয়া কটি

পরশি মেখলা নিতম্বে লুটি

চুম্বিলা পাদদেশ ।

উজ্জ্বল হু'টি নয়ন প্রান্তে কজ্জল দিল টানি

ফুলধরু জিনি অধুগ মাঝে দীপ সম টিপ খানি ।

ভরিয়া হু'করে স্বর্ণ বিন্দু

নার্জিল ধনী বদন ইন্দু

নন্দিতে শ্রামহন্দর হৃদি—বন্দিতে কমলেশ ।

রমেশ । আচাখ্যি মশাই কই ?

দৌহ । (কাছে আসিয়া) চল, বাবা চল, বাড়ী ফিরে চল । তুমি যে উপকার আচাখ্যির করেছো সে ওর বাবা কোরত না । কিন্তু উপায় তো নেই । কাচ্চা বাচ্চা নিয়ে সকলকেই ধর করতে হয়, তোমাকে নেমত্যর করতে গেলে,—বুঝলেনা বাবা,—ভৈরবকে নেহাৎ দোষ দেওয়া ও যায়না । তোমরা সব আজকালকার সহরের ছেলে, জাত-টাত তো তেমন মানোনা—তা'তেই বুঝলেনা বাবা,—ছুদিন পরে ওর ছোট মেয়েটা বহর বারোর হ'লো ত,—পার করতেও ত হবে,—আমাদের সমাজের ব্যাপার বুঝলেনা বাবা—

রমেশ । আজ্ঞে হাঁ বুঝিচি । তিনি কই !

দৌহ । আছে আছে বাড়ীতেই আছে । কিন্তু বামুনকেই বা দোষ দিই কি কোরে ? (সকলের দিকে চাহিয়া) আমাদের বুড়ো মাহুষের পরকালের ভয়ও তো একটা—

রমেশ । সে তো ঠিক কথা । কিন্তু ভৈরব কোথায় ?

ভৈরবের প্রবেশ

ভৈরব । (সবিনয়ে বেণীবাবুর উদ্দেশে) দেখুন বড়বাবু, আপনার পাছে কষ্ট হয়—

অকস্মাৎ সম্মুখে রমেশকে দেখিয়া সে বজ্রাহতের স্থায় শুদ্ধ হইয়া গেল

রমেশ । (দ্রুতপদে অগ্রসর হইয়া তাহার একটা হাত সবলে চাপিয়া ধরিয়া) কেন এমন করলেন ? আজ আমি—

ভৈরব । বড়বাবু—গোবিন্দ গাঙুলী মশাই—দেখুন না একবার—

রমেশ । (ভৈরবকে সঙ্গেরে একটা ঝাঁকুনি দিয়া) বড়বাবু, গোবিন্দ—আজ আমি সবাইকে দেখাবো ! বলুন কেন এ কাজ করলেন ?

বেণী প্রভৃতি সকলে দ্রুতবেগে পলায়ন

ভৈরব । (কাঁদিয়া উঠিয়া) লক্ষ্মীরে, পুলিশে খবর দেরে ! মেরে ফেললে রে—

রমেশ । চুপ্ । বলুন, কিসের জন্তে এ কাজ করলেন !

ভৈরব । মেরে ফেললে রে ! বাবারে !

রমেশ । মেরেই ফেলবো । আজ তোমাকে খুন ক'রে তবে নাড়ী যাবো ।

এই বলিয়া সে পুনঃ পুনঃ ঝাঁকুনি দিতে লাগিল । লক্ষ্মী

আসিয়া পড়িয়া আর্তনাদ করিতে লাগিল । ইতিমধ্যে

বহু লোক সমবেত হইয়া চারিদিক হইতে

উঁকি ঝুঁকি মারিতে লাগিল

দ্রুতবেগে রমার প্রবেশ

রমা । (রমেশের হাত চাপিয়া ধরিয়া) হয়েছে,—এবার ছেড়ে দাও ।

রমেশ । কেন শুনি ?

রমা । এই লোকটার গায়ে তুমি হাত দেবে ?

রমেশ । একে আমি কিছুতেই ছাড়বোনা ।

রমা । (জোর করিয়া হাত ছাড়াইয়া দিয়া) এত লোকের মাঝখানে

তোমার লজ্জা করেনা, কিন্তু আমি যে লজ্জায় মরে যাই রমেশনা।
বাড়ী যাও।

রমেশ। (মুহূর্তকাল বিহ্বল চক্ষে তাহার প্রতি চাহিয়া থাকিয়া)
আচ্ছা। আমি চললাম।

রমেশ ধীরে ধীরে গ্রন্থান করিতে বেগী, গোবিন্দ,

প্রভৃতি সকলে ভিড় করিয়া আসিয়া পড়িল।

ভৈরব বসিয়া পড়িয়া দুই হাঁটুর মধ্যে

মুখ গুঁজিয়া কাদিতে লাগিল

গোবিন্দ। বাড়ী চড়াও হয়ে যে আধমরা করে গেল, এর কি করবে
এখন সেই পরামর্শ করো।

বেগী। আমিও ত তাই বলি।

রমা। কিন্তু এ পক্ষের দোষও ত কম নয় বড়দা? তা'ছাড়া হয়েছেই
বা কি যে এই নিয়ে হৈ চৈ করতে হবে।

বেগী। বল কি রমা, এ কি সোজা ব্যাপার হোলো? আমরা সবাই
না থাকলে তো সে খুন কোরে যেতো।

রমা। করলে তো আমরা আট্‌কাতে পারতামনা বড়দা।

লক্ষ্মী। তুমি তো ওর হয়ে বলবেই রমা দিদি। তোমার বাপকে
কেউ ঘরে ঢুকে মেরে ফেলে গেলে কি করতে বল তো?

রমা। আমার বাপ ও তোমার বাপে অনেক তফাৎ লক্ষ্মী, তুমি সে
তুলনা কোরোনা। কিন্তু আমি কারও হয়েই কথা বলিনি, ভালোর
জন্তেই বলেচি।

লক্ষ্মী। বটে! ওর হয়ে কৌদল করতে তোমার লজ্জা করেনা?
বড়লোকের মেয়ে বোলে কেউ ভয়ে কথা বলেনা,—নইলে কে না গুনেচে?
তুমি ব'লে তাই মুখ দেখাও, আর কেউ হলে গলায় দড়ি দিতো।

বেণী। (লক্ষ্মীকে তাড়া দিয়া) তুই থামনা লক্ষ্মী—কাজ কি ওসব কথায়?

লক্ষ্মী। কাজ নেই? যার জন্তে বাবাকে এত দুঃখ পেতে হোলো তার হয়েই উনি কৌদল করবেন? বাবা যদি আজ মারা যেতেন?

রমা। (লক্ষ্মীর প্রতি) লক্ষ্মী, ওর মত লোকের হাতে মরতে পাওয়া ভাগ্যের কথা। আজ মারা পড়লে তোমার বাবা স্বর্গে যেতে পারতো।

লক্ষ্মী। তাইতেই বুঝি তুমি মরেছো রমা দিদি?

রমা। (ক্ষণকাল নীরবে তাহার প্রতি চাহিয়া থাকিয়া মুখ ফিরাইয়া লইল) কিন্তু কথাটা কি তুমিই বল তো বড়দা।

বেণী। কি কোরে জানবো বোন। লোকে কত কথা বলে,—তাতে কান দিলে ত চলে না।

রমা। লোকে কি বলে?

বেণী। বললেই বা রমা। লোকের কথাতে তো গায়ে ফোঁসকা পড়ে না। বলুক না!

রমা। তোমার গায়ে হয়ত কিছুতেই ফোঁসকা পড়ে না, কিন্তু সকলের গায়ে তো গণ্ডারের চামড়া নেই? কিন্তু লোককে এ কথা বলাচ্ছে কে? তুমি!

বেণী। আমি?

রমা। তুমি ছাড়া আর কেউ নয়। পৃথিবীতে কোন দুষ্কর্মই ত তোমার বাকি নেই,—জাল, জোচ্ছুরি, চুরি, ঘরে আগুন দেওয়া সবই হয়ে গেছে, এটাই বা বাকি থাকে কেন? মেয়ে মানুষের এত বড় সর্বনাশ যে আর নেই সে বোঝবার তোমার শক্তি নেই। কিন্তু জিজ্ঞেস করি কিসের জন্ত এ শত্রুতা তুমি ক'রে বেড়াচ্ছো? এ কলঙ্ক রটিয়ে তোমার লাভ কি?

বেণী। আমার লাভ কি হবে? লোকে যদি তোমাকে রাত্রে রমেশের বাড়ী থেকে বার হতে দেখে,—আমি কোরব কি?

রমা। এত লোকের সামনে আর সব কথা আমি বলতে চাই নে, কিন্তু তুমি মনে কোরো না, বড়দা, তোমার মনের ভাব আমি টের পাই নি। কিন্তু তুমি নিশ্চয় জেনো,—আমি রমা। যদি মরি, তোমাকেও জ্যান্ত রেখে যাবো না।

দ্রুতবেগে প্রস্থান

গোবিন্দ। আঁ? এ হোলো কি বড়বাবু? তোমাকেও চোখ রাঙিয়ে যায়,—মেয়েমানুষ হ'য়ে? আমি বেঁচে থেকে এও চোখে দেখতে হবে?

বেণী। (নিজের ললাট স্পর্শ করিয়া) কারও দোষ নয় খুঁড়ো, দোষ এর। কলিকাল,—এরই নাম কাল-মহাস্বা। ভালো ছাড়া কখনো কারো মন্দ করি নে, মন্দ করার কথা ভাবতে পারি নে। জগতে আমার এমন হবে না তো হবে কার? বিগেসাগরের কি হয়েছিল? গল্প শুনেচো ত!

গোবিন্দ। তা' আর শুনি নি?

বেণী। তবে তাই। দোষ দেবো আর কাকে? (ভৈরবকে দেখাইয়া) এঁকে রক্ষা করতে না যেতাম তো কোন কথাই হতো না। কিন্তু সে তো আর আমি প্রাণ থাকতে পারি নে!

তৃতীয় দৃশ্য

বনাকীর্ণ নির্জন গ্রাম্য পথ

রমেশ দ্রুতপদে প্রবেশ করিল। রমা অন্তরাল হইতে ডাকিল—রমেশদা ?

এবং পরক্ষণেই সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইল

রমেশ। রমা ? এতদূরে এই নির্জন পথে তুমি ?

রমা। আমি জানি পীরপুরের ইস্কুলের কাজ সেরে এই পথে তুমি
নিত্য যাও।

রমেশ। তা যাই। কিন্তু তুমি কেন ?

রমা। শুনেছিলাম এখানে আর তোমার শরীর ভাল থাক্চে না।
এখন কেমন আছো ?

রমেশ। ভালো নয়। মনে হয় রোজ রাত্রেই ঘেন জ্বর হয়।

রমা। তা'হলে কিছুদিন বাইরে ঘুরে এলে ভাল হয়।

রমেশ। (হাসিয়া) ভাল ত হয় জানি, কিন্তু যাই কি কোরে ?

রমা। হাস্লেই যে বড় ? আপনি বলবেন আপনার অনেক কাজ,
কিন্তু এমন কাজ কি আছে যা নিজের শরীরের চেয়েও বড় ?

রমেশ। নিজের শরীরটা যে ছোট জিনিস তা আমি বলি নে। কিন্তু
এমন কাজ মানুষের আছে যা এই দেহটার চেয়েও বড়। কিন্তু সে তো
তুমি বুঝ্বে না রমা।

রমা। আমি বুঝ্বেও চাই নে। কিন্তু আপনাকে আর কোথাও
যেতেই হবে। সরকার মশায়কে বলে দিয়ে যান আমি তাঁর কাজ কর্শ
দেখ্বে।

রমেশ। তুমি দেখবে আমার কাজকর্ম ?

রমা। কেন, পারবো না ?

রমেশ। পারবে। হয়ত, আমার নিজের চেয়েও ভাল পারবে, কিন্তু পেরে কাজ নেই। আমি তোমাকে বিশ্বাস কোরবো কি কোরে ?

রমা। রমেশদা, ইতরে বিশ্বাস করতে পারে না। কিন্তু তুমি পারবে। তুমি না পারলে সংসারে বিশ্বাস করার কথাটা উঠে যাবে। আমাকে এই ভারটুকু তোমার দিয়ে যাও।

রমেশ। (ক্ষণকাল নীরবে তাহার মুখের প্রতি চাহিয়া) আচ্ছা, ভেবে দেখি।

রমা। কিন্তু ভাববার তো সময় নেই। আজই তোমাকে আর কোথাও যেতে হবে। না গেলে—

রমেশ। (পুনশ্চ তাহার মুখের প্রতি একদৃষ্টে চাহিয়া) তোমার কথার ভাবে মনে হয় না গেলে আমার বিপদের সম্ভাবনা। ভালো, যাই-ই যদি তাতে তোমার লাভ কি ? আমাকে বিপদে ফেলতে তুমি নিজেও ত কম চেষ্টা করো নি যে, আজ আর একটা বিপদে সতর্ক করতে এসেছো। সে সব কাণ্ড এত পুরোনো হয়নি যে তোমার মনে নেই। বরঞ্চ খুলে বলো আমি চলে গেলে তোমার নিজের কি সুবিধে হয়,—হয়ত, তোমার জন্তে আমি রাজি হতেও পারি।

রমা। (এই কঠিন আঘাতে রমার মুখ বিবর্ণ হইয়া উঠিল, কিন্তু আপনাকে সে সামলাইয়া লইল) আচ্ছা, খুলেই বল্চি। তুমি গেলে আমার লাভ কিছুই নেই, কিন্তু না গেলে অনেক ক্ষতি। আমাকে সাক্ষী দিতে হবে।

রমেশ। এই ? মাত্র এইটুকু ? কিন্তু সাক্ষী না দিলে ?

রমা। না দিলে আমার মহামায়ার পূজায় কেউ আসবেনা, আমার

যতীনের উপনয়নে কেউ থাকেনা, আমার বার-ব্রত, ধর্ম-কর্ম,—না রমেশদা তুমি যাও,—যাও তোমাকে আমি মিনতি করচি। থেকে, সব দিক দিয়ে আমাকে নষ্ট কোরোনা। তুমি যাও—যাও এদেশ থেকে।

রমেশ। (একমুহূর্ত মৌন থাকিয়া) বেশ, আমি যাবো। আমার আরক্কা কাজ অসম্পূর্ণ রেখেই যাবো—কিন্তু নিজের কাছে নিজেকে কি জবাব দেবো?

রমা। জবাব নেই। আর কেউ হলে জবাবের অভাব ছিলনা, কিন্তু এক অতিক্ষুদ্র নারীর অথও-স্বার্থপরতার উত্তর তুমি কোথায় খুঁজে পাবে রমেশদা? তোমাকে নিকৃতরে যেতে হবে।

রমেশ। বেশ, তাই হবে। কিন্তু আজ আমার সাধ্য নেই।

রমা। সত্যিই সাধ্য নেই?

রমেশ। না। তোমার সঙ্গে কে আছে তাকে ডাকো।

রমা। সঙ্গে আমার কেউ নেই। আমি একাই এসেছি।

রমেশ। একা এসেছো? সে কি কথা রাণি,—একলা এলে কোন্ সাহসে?

রমা। সাহস এই ছিল যে, আমি নিশ্চয় জানতাম এই পথে তোমার দেখা পাবো। তারপরে আর আমার ভয় কিসের?

রমেশ। ভালো করোনি রমা, অন্ততঃ তোমার দাসীকেও আনা উচিত ছিল। এই নিস্তরক জনহীন পথে আমাকেও ত তোমার ভয় করা কর্তব্য।

রমা। তোমাকে? ভয় কোরব আমি তোমাকে?

রমেশ। নয় কেন?

রমা। (মাথা নাড়িয়া) না, কোন মতেই না। আর যা খুসী উপদেশ দাও রমেশদা, সে আমি গুনবো। কিন্তু তোমাকে ভয় করবার ভয় আমাকে দেখিয়োনা।

রমেশ। আমাকে তোমার এতই অবহেলা ?

রমা। হাঁ, এতই অবহেলা। বলছিলে, দাসীকে সঙ্গে না-এনে ভালো করিনি। কিন্তু কিসের জন্তে শুনি ? ভেবেচো তোমার হাত থেকে বাঁচবার জন্তে দাসীর শরণাপন্ন হবো ? রমার চেয়ে তোমার কাছে সে-ই হবে বড় ?

রমেশ নিঃশব্দে তাহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল

রমা। মনে নেই সকালের কথা ? সেখানে লোকের অভাব ছিলনা। তবু সেই মৃ্ত্তি দ্বেষ্টে সবাই যখন পালিয়ে গেল, তখন কে রক্ষা করেছিল ভৈরব আঁচাঘিকে ? সে রমা। দাসী-চাকরের তখন প্রয়োজন হয়নি, এখনও হবেনা। বরঞ্চ, আজ থেকে তুমিই রমাকে ভয় কোরো। আর এই কথাটাই বলবার জন্তে আজ এসেছিলাম।

রমেশ। তাহলে নিরর্থক এসেছো রমা। ভেবেছিলাম তোমার নিজের কল্যাণের জন্তই আমাকে চলে যেতে বলচো। কিন্তু তা যখন নয়, তখন আমাকে সতর্ক করবার প্রয়োজন দেখতে পাইনে।

রমা। সমস্ত প্রয়োজনই কি সংসারের চোখে দেখা যায় রমেশদা !

রমেশ। যায়না তা' আমি স্বীকার করিনে। চোন্‌লাম।

প্রস্থান

রমা। (অকস্মাৎ কাঁদিয়া ফেলিয়া) যে অন্ধ তাকে আমি দেখাবো কি দিয়ে !

চতুর্থ অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

রমার পূজার দালানের একাংশ। দুর্গা প্রতিমা স্পষ্ট দেখা যায়না বটে, কিন্তু পূজার যাবতীয় আয়োজন বিদ্যমান। সময় অপরাহ্ন-প্রায়। এ বেলার মত পূজার কার্য সম্পন্ন হইয়া গেছে। একধারে রমা স্থির হইয়া বসিয়া ছিল, তাহার বাটীর সরকার প্রবেশ করিয়া কহিল

সরকার। মা, বেলা যায়, কিন্তু গুদুররা তো কেউ এলোনা।
একবার ঘুরে দেখে আসবো কি ?

রমা। কেউ এলোনা ?

সরকার। কই না।

হঁকা হাতে করিয়া বেগী ঘোষালের প্রবেশ

বেগী। ইস্। এত খাবার-দাবার নষ্ট কোরে দিতে বসেছে দেশের ছোট-লোকের দল ! এত বড় আশ্পর্ক ! কিন্তু ব্যাটারের শেখাবো, শেখাবো, শেখাবো ! চাল কেটে যদি না তুলে দিই তো আমি—

রমা তাহার মুখের পানে চাহিয়া একটুখানি হাসিল। কিছু বলিল না

বেগী—না না, এ হাসির কথা নয় রমা, বড় সর্ব্বনেশে কথা ! একবার যখন জানুবো এর মূলে কে, তখন এই এমনি কোরে ছিঁড়ে ফেলব।
—আরে হারামজাদা ব্যাটার। এ বুঝিসনে যে যার জোরে তোর। জোর করিস, সেই রমেশ বাবু যে নিজে জেলের খানি টেনে মরুচেন !
তোদের মারতে কতটুকু সময় লাগে ?—ভৈরব আচাষ্যকে ছুরি মারতে

চুকেছিল,—হাতে এতোবড় ভোজালি স্পষ্ট প্রমাণ করে দিলাম। কই, কোন শালা আটকাতে পারলে না? আরে মনে করি যদি তো রাতকে দিন, দিনকে রাত করে নিতে পারি যে! আচ্ছা—আরো খানিকটা দেখি, তার পরে—শান্তরে বলেছে যথা ধর্ম তথা জয়ঃ। গুদু হুয়ে বামুনবাড়ীর ধর্ম-কর্মের ওপর আড়ি? আচ্ছা—

প্রস্থান

ধীরে ধীরে বিশ্বেশ্বরীর প্রবেশ

বিশ্বেশ্বরী। রমা?

রমা। কেন মা?

বিশ্বেশ্বরী। চুপ্টি কোরে বসে আছিস মা, কে বলবে মামুষ। ঠিক যেন কে মাটির মূর্তি গড়ে রেখেছে। (ধীরে ধীরে তাহার পাশে বসিয়া) সে হাসি নেই, সে উল্লাস নেই,—যেন কোথায় কোন্ বহুদূরে চলে গেছি।

রমা। (ঈষৎ হাসিয়া) বাড়ীর ভেতর এতক্ষণ কি করছিলে জ্যাঠাইমা?

বিশ্বেশ্বরী। তোমার বজ্রি-বাড়ীতে তো কাজ কম নেই মা। অন্ন-ব্যঞ্জন যেন পাহাড় জমিয়ে তুলেছ।

রমা। এবারে কিন্তু সমস্ত নিফল। বোধ করি একজন চাষাও আমার বাড়ীতে মায়ের প্রসাদ পেতে আসবে না। কিন্তু অল্পাল্প বারের কথা জানো ত জ্যাঠাইমা, এই সপ্তমীর দিনে প্রজাদের ভিড় ঠেলে বাড়ীতে ঢুকতে পারা যেত না।

বিশ্বেশ্বরী। এখনো বলা যায় না রমা। হয়ত সন্ধ্যার পরে সবাই আসবে।

রমা। না, আসবে না জ্যাঠাইমা।

জ্যাঠাইমা। সবাই ওই কথাই বলচে। বেগী, গোবিন্দঠাকুরপো রাগে দাঁপাদাঁপি করে বেড়াচ্ছে, ভেতরে তোর মাসির গালাগালির জ্বালায় কান পাতবার যো নেই, কেবল তোর মুখেই নালিস নেই। সে রাগ নেই, অভিমান নেই,—তোর চোখের পানে চাইলে মনে হয় যেন ওর নিচে কান্নার সমুদ্র চাপা আছে। কেমন কোরে এমন বদলে গেলি মা?

রমা। রাগ কোরব কাদের ওপর জ্যাঠাইমা? প্রজাদের ওপরে? গরীব বলে কি তাদের সম্মান বোধ নেই? তারা আমার মত পাপিষ্ঠার অন্ন গ্রহণ করবে কেন?

বিশ্বেশ্বরী। তোমাকে পাপিষ্ঠা বলে কার সাধ্য মা?

রমা। বললেও তো অজ্ঞায় হয় না। তারা জানে আমরা তাদের ভাল বাসিনে, আমরা তাদের আপনায় জন নই। আমরা তো আদর কোরে আহ্বান করিনে মা, আমরা জোর কোরে হুকুম করি দুটো খেয়ে যাবার জন্তে। তাই তাদের না আসায় আমরা রাগে ক্ষেপে উঠি।—কিন্তু আদর যে কি সে স্বাদ তারা পেয়েছে, ভালবাসা যে কি সে তারা রমেশদার কাছে জেনেছে। তাদের সেই বন্ধুকেই আমরা যখন মিথ্যে মামলায় মিথ্যে সাক্ষী দিয়ে জেলে পুরে এলাম, এ দুঃখ তারা ভুলবে কি কোরে জ্যাঠাইমা?

বিশ্বেশ্বরী। কিন্তু তুমি তো মিথ্যে সাক্ষী দাও নি মা?

রমা। দিই নি আমি? তাদের বড় আশা ছিল, আর যেই কেন না মিথ্যে বলুক, আমি বলতে পারব না। কিন্তু বলতে ত পারলাম। মুখে ত বাধল না! আচাধ্যি মশায়ের কতবড় অপরাধ, কতবড় কৃতঘ্নতা যে রমেশদাকে আত্মবিস্মৃত করেছিল, সে ত আমি জানি। আমি

ত জানি তাঁর হাতে একটা তুণ পর্য্যন্ত ছিল না, তবু আদালতে দাঁড়িয়ে
স্মরণ করতেই পারলাম না, হাতে তাঁর ছুরি ছোঁরা ছিল কি না !

বিশ্বেশ্বরী । রমা—

রমা । জ্যাঠাইমা, তুমি বলছিলে মিথ্যে তো আমি বলিনি । এখান-
কার আদালতে হলফ কোরে মিথ্যে হয়ত আমি বলিনি, কিন্তু যে-আদালতে
হলফ করার বিধি নেই, সেখানে আমি কি জবাব দেবো ? উঃ—ভগবান !
সত্য-গোপনের যে এত বড় বোঝা এ আমাকে তুমি আগে জানতে
দাওনি কেন ?

বিশ্বেশ্বরী । কিন্তু আমি তোমাকে বলছি মা, শাস্তি তার হয়েছে
সত্যি, কিন্তু অকল্যাণ তার কখনো হবে না ।

রমা । হবে কি কোরে জ্যাঠাইমা, আজ সমস্ত অকল্যাণের ভার এসে
পড়েছে যে আমার মাথার ওপর !

বিশ্বেশ্বরী । একলা তোমার মাথায় পড়েনি মা, আমরা সবাই মিলে
তাকে ভাগ কোরে নিয়েছি । অসত্যচারী সমাজের যে-কাপুরুষের দল
মিথ্যে দুর্নামের ভয় দেখিয়ে তোমাকে ছোট করেছে, এ পাপের ভারে
তাদের মাথা আজ পথের ধুলোয় । বেলীর মা আমি, আমার মাথা মাটিতে
লুটোচে রমা, কখনো আর তুলতে পারব না ।

রমা । অমন কথা তুমি বোল না জ্যাঠাইমা । কিন্তু আমি কি করে-
ছিলাম জানো ? জনশূন্য অন্ধকার পথে একলা দেখা কোরে সেখে-
ছিলাম, রমেশদা, তুমি যাও,—যাও এখান থেকে । বিশ্বাস করলেন না,
বললেন, আমি চলে গেলে তোমার লাভ কি ? আমার লাভ ? হঠাৎ
ব্যথার ভারে যেন পাগল হয়ে গেলাম । বোললাম, লাভ কিছুই নেই,—
কিন্তু না গেলে আমার অনেক ক্ষতি । আমার মহামায়ার পূজায় কেউ
আসবে না, আমার যতীনের উপনয়নে কেউ থাকবে না,—তুমি দেশে থেকে

আমাকে সকল দিক দিয়ে নষ্ট কোরো না। কিন্তু এত বড় মিথ্যা আমি কোথায় পেলাম জ্যাঠাইমা ? রাগ কোরে বললেন, এই ? এই মাত্র ? না, এর জন্তে আমার কাজ ছেড়ে আমি কোন মতেই যাব না। অভিমানে ভাবলাম, তবে হোক একটা শিক্ষা। বিশ্বাস ছিল, সামান্য কিছু একটা জরিমানা হবে ! কিন্তু সে শাস্তি যে এমনি কোরে আসবে,—তঁার রোগ শীর্ণ মুখের পানে চেয়েও বিচারকের দয়া হবে না,—তঁাকে জেলে দেবে এ কথা আমার অতি বড় দুঃস্বপ্নেও ভাবতে পারিনি জ্যাঠাইমা।

বিশ্বেশ্বরী। সে জানি মা।

রমা। গুনলাম, আদালতে তিনি কেবল আমার পানেই চেয়ে ছিলেন। তাঁর গোপাল সরকার চাইলেন আপিল করতে, তিনি বললেন, না। সারা জীবন যদি জেলের মধ্যে বাস করতে হয় সেও ঢের ভাল, কিন্তু আপিল করে খালাস পেতে চাইনে। এ শাস্তি আমার কত বড় বল ত জ্যাঠাইমা ?

বিশ্বেশ্বরী। কিন্তু তার মিয়াদের কালও পূর্ণ হয়ে এলো। মুক্তি পেতে আর বেশি দিন নেই।

রমা। তাঁর মুক্তি হবে, কিন্তু তাঁর সেই নিবিড় ঘৃণা থেকে ইহজীবনে আমার ত মুক্তি নেই মা।

বৃদ্ধ সনাতন হাজরাকে লইয়া বেণীর প্রবেশ

বেণী। এই আমাদের তিনপুরুষের প্রজা। স্নমুখ দিয়ে যাচ্ছিলেন, ডাকতে তবে বাড়ী ঢুকলেন ! হাঁরে সনাতন, এত অহঙ্কার কবে থেকে হোল রে ? বলি, তোদের ঘাড়ে কি আর একটা কোরে মাথা গজিয়েছে রে ?

সনাতন। দুটো করে মাথা আর কার থাকে বড়বাবু ? আপনাদেরই থাকে না ত আমাদের মত গরীবের !

বেণী । কি বল্লি রে হারামজাদা ।

সনাতন । ছোটো মাথা কারও থাকে না, বড়বাবু, সেই কথাই বলেচি,
—আর কিছু নয় ।

গোবিন্দ গাঙুলীর প্রবেশ

গোবিন্দ । তোদের বুকের পাটা শুধু দেখচি আমরা ! মায়ের প্রসাদ
পেতেও কেউ তোরা এলিনে, বলি, কেন বল ত রে ?

সনাতন । (হাসিয়া) আর বুকের পাটা । যা করবার সে ত আমার
করেছেন । সে যাক্ । কিন্তু মায়ের প্রসাদই বলুন, আর যাই বলুন, কোন
কৈবর্তই আর বামুন-বাড়ীতে পাত পাতবে না । এত পাপ যে মা বহুমাতা
কেমন ক'রে সহিচেন, তাই আমরা কেবল বলাবালি করি । (নিশ্বাস ফেলিয়া
রমার প্রতি চাহিয়া) একটু সাবধানে থেকে দিদিঠাক্করণ, পীরপুরের
ছোঁড়ার দলটা একেবারে ক্ষেপে রয়েছে । এর মধ্যেই ছুতিনবার তারা
বড়বাবুর বাড়ীর চারপাশে ঘুরে গেছে—সাম্নে পায় নি তাই রক্ষে । (বেণীর
প্রতি) একটু সাম্নে-স্নম্লে থাকবেন বড়বাবু, রাতবিরেতে বার হবেন না ।

বেণী কি একটা বলিতে গেল কিন্তু ভয়ে তাহার মুখ দিয়া কথা বাহির হইল না

রমা । (নেহার্জ কণ্ঠে) সনাতন, ছোটবাবুর জন্তেই বুঝি তোমাদের
সব রাগ এত ?

সনাতন । মিথ্যে বোলে আর নরকে যাব না দিদিঠাক্করণ, তাই
বটে । তবে, পীরপুরের লোকগুলোর রাগটাই সব চেয়ে বেশি । তারা
ছোটবাবুকে দেবতা মনে করে ।

রমা । (আনন্দোজ্জ্বল মুখে) তাই না কি সনাতন ?

বেণী । (সনাতনের হাত চাপিয়া ধরিয়া) তোকে একবার দারোগার

কাছে গিয়ে বলতে হবে সনাতন। তুই যা চাইবি তাই দেব! তোর সেই সাবেক ছবিষে জমি ছাড়িয়ে নিতে চাস ত তাই পাবি। ঠাকুরঘরে বসে দিকি করচি সনাতন, বামুনের কথাটা রাখ।

সনাতন। সে দিন কাল আর নেই বড়বাবু,—সে দিন কাল আর নেই। ছোটবাবু সব উন্টে দিয়ে গেছেন।

গোবিন্দ। বামুনের কথা তা'হলে রাখবিনে বল্?

সনাতন। (মাথা নাড়িয়া) না। বল্লে তুমি রাগ করবে গাঙুলি-মশাই, কিন্তু সেদিন পীরপুরের নূতন ইস্কুল ঘরে ছোটবাবু বলেছিলেন, গলায় গাছকতক স্নতো ঝোলানো থাকলেই বামুন হয় না! আমি ত আর আজকের নই ঠাকুর, সব জানি। যা কোরে তোমরা বেড়াও সে কি বামুনের কাজ? তোমাকেই জিজ্ঞাসা করুচি দিকি ঠাকরণ, তুমিই বল দিকি?

রমা নিকন্তরে মাথা হেঁট করিল

সনাতন। (মনের আক্রোশ মিটাইয়া বলিতে লাগিল) বিশেষ কোরে ছোড়াদের দল। এই দুটো গাঁয়ের বত ছোকরা সন্ধ্যার পরে সবাই গিয়ে জোটে মোড়লের বাড়ীতে। তারা ত স্পষ্ট বলে বেড়াচ্ছে জমিয়ার ত ছোটবাবু। আর সব চোর ডাকাত। তাছাড়া খাজনা দিয়ে বাস কোরব, ভয় কারুকে কোরব না। আর বামুনের মত থাকে ত বামুন, নইলে, আমরাও যা' তারাও তাই।

বেণী। (আতঙ্কে পরিপূর্ণ হইয়া) সনাতন, আমার ওপরেই কেন এত রাগ বল্লে পারিস্?

সনাতন। তা' আর পারিনে বড়বাবু? আপনাই যে সকল নষ্টের গোড়া তা' কারও জানুতে বাকি নেই।

বেণী চুপ করিয়া রহিল, ভয়ে বৃকের ভিতর তাহার চিপ চিপ করিতেছিল

বিশেষ্বরী । গাঙুলি ঠাকুরপো, ছোটলোকের মুখে এত আশ্চর্য্যের কথা শুনেও যে বড় চুপ করে আছে ?

বেণী বহুচক্ষে মাথের প্রতি কৃদ্ধ দৃষ্টিপাত করিয়াও নীরব হওয়া রহিল

গোবিন্দ । হাঁ সনাতন, বিপিন মোড়লের বাড়ীতেই তাহলে আড্ডা বল্ ? সেখানে কি করে তারা বলতে পারস্ ?

সনাতন । কি করে তা' জানিনে । কিন্তু ভাল চাপ ত কু-মৎলব কোরো না ঠাকুর । তারা ছোট-বড় সবাই ভাই সম্পর্ক পাতিয়েছে । এক মন, এক-প্রাণ । ছোটবাবুর জেল হওয়া থেকে সব রাগে বারুদ হয়ে আছে, তার মধ্যে গিয়ে চকমকি ঠুকে আশুন আলতে যেয়ো না গাঙুলি নশাই । এই তোমাদের সাবধান করে দিয়ে গেলাম ।

প্রস্থান

সনাতন প্রস্থান করিলে সকলেই কিছুক্ষণ নিঃশব্দে থাকিয়া

বেণী । ব্যাপার শুনেলে রমা ?

রমা মুচকিয়া হাসিল, কথা কহিল না । হাসি দেখিয়া বেণীর গা জ্বলিয়া গেল

বেণী । শালা ভৈরবের জন্তেই এত কাণ্ড ! আর তুমি না যাবে সেখানে, না তাকে ছাড়িয়ে দেবে তো এসব কিছুই হয় না । খেতো শালা মার,— তোমার কি !

রমা পুনরায় একটু হাসিল, এবাব দিল না

বেণী । তুমি ত হাসবেই বমা । মেয়ে মানুষ, বাড়ীর বার হতে ত হয় না,—কিন্তু আমাদের উপায় কি হবে বল ত ? সত্যি সত্যিই যদি

একদিন মাথা ফাটিয়ে দেয় ? মেয়ে মানুষদের সঙ্গে কাজ করতে গেলেই এই দশা হয় ।

রমা বিস্মিত মুখে শুধু তাহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল

বেণী । গোবিন্দ খুড়ো, চুপ করে বসে থাকলে কি হবে ? আমার দারোগ্যান আর চাকর দুজনকে একবার ডেকে পাঠাও না ? গোটা দুই আলো যেন সঙ্গে কোরে আনে ।

গোবিন্দ । এস না, বাইরে গিয়ে ডাকতে পাঠাই । আর ভয়টা কিসের ? না হয়, আমি নিজে গিয়ে তোমাকে বাড়ী পর্য্যন্ত পৌছে দিয়ে আসব ।

উভয়ের প্রস্থান

দ্বিতীয় দৃশ্য

৩২

জগন্নাথ ও নরোত্তমের প্রবেশ। জগন্নাথের হাতে একগাল মোচি লাঠি।

নরোত্তম। এই গথ, এইখান দিয়েট বাবে। জগা, এখনো বল সাহস হবে ত ?

জগন্নাথ। সাহস হবে না কি রে! শান্ত নিতে রাজী হয়েই তো শান্তি দিতে দাড়িয়েচি। অনেক ছুঃখু দিয়েছে। মা দুর্গা! শুধু এই কোরে আজ যেন একটা কাজের মত কাজ কবে যেতে পারি। যেন হাত না কাঁপে।

নরোত্তম। হাত কাঁপবে কি রে ?

জগন্নাথ। তা পারে। বাপ-পিতামোর কাল থেকে মা'র খাওয়াটাই অভ্যাস হয়ে আছে কি না! তাই শেষ পর্যন্ত হাত যদি না ওঠে ত জানুবি হাতের দোষ, আমার নয়।

নরোত্তম। তবে লাঠি গাছটা আমার হাতে নিয়ে তুই সরে' দাঁড়া। দেখি আমি কি করতে পারি।

জগন্নাথ। অমন কথা তুই বলিস্নে নরু। ভোর জেলে-পুলে আছে, কিন্তু আমার নেই। এই আমার সময়। ছোটবাবু কিবে এলে আর হবে না, তিনি হাত চেপে ধরবেন। তাহ তার জেল থেকে বেরোবার আগেই তার শোধ নিয়ে আমি জেলে গিয়ে ঢুকব। তুই ঘরে যা।

নরোত্তম। ঘরে যাব না,—কাছেই থাকুব জগা।

নরোত্তমের প্রস্থান।
অপর দিক দিয়া গোবিন্দ, বেণী ও
দারোয়ানের প্রবেশ। হাতে তাহার লঠন।

বেণী। (চমকিয়া) দাঁড়িয়ে কেরে ?

জগন্নাথ। আমি জগন্নাথ।

গোবিন্দ । পথে দাঁড়িয়ে লোক ভাঙান হচ্ছে,—কেউ না খেতে যায় । না রে হারামজাদা ?

জগন্নাথ । গাল দিয়ে না বল্‌চি গাঙুলী মশাই ।

বেণী । গাল দেবে না হারামজাদা—শালা । কাল চাল কেটে ভিটের সরষে বুনে দেব জানিস্ ?

জগন্নাথ । অনেকের দিয়েই জানি, কিন্তু আর না দিতে পার আমি তার ব্যবস্থা কোরে যাব ।

বেণী । কি ব্যবস্থা করবি বে হারামজাদা ? শুনি ?

এই বলিয়া সে অগ্রন্থর হস্তা গেল ।

জগন্নাথ । এই যে ব্যবস্থা !

এই বলিয়া সে বেণীর মাথায় মতোরে লাঠির আঘাত করিল ।

বেণী । (বসিয়া পড়িল) বাবা রে ! গেছি রে বাবা !

গোবিন্দ ও দারোগান চাংকার করিয়া দ্রুতপদে পলায়ন করিল :

বেণী । তোর পায়ে পাড়ি বাবা জগন্নাথ, ব্রহ্মহত্যা করিস্‌নে । দেখাই বাবা, তোকে দশবিধে জমি দেব ।

জগন্নাথ । জমি তোমার চাইনে,—সে তোমারি থাক । ব্রহ্মহত্যাও কোরব না ।

বেণী । আজ থেকে তোর সঙ্গে বাপ-ব্যাটা সম্পর্ক জগন্নাথ—যা চাইবি তুই—

জগন্নাথ । কিছুই চাচ্চি না । কিন্তু বাপ-ব্যাটা সম্পর্ক তোমার সঙ্গে ? ছি ! আর সাবধান হবে দিচ্ছি বড়বাবু, এই মারই তোমার শেষ মার নয় ।

বাবু বোলে, বামুন বোলে যতই সঘেঁড়ি, ততই অভ্যাচার বেড়ে গেছে।
আর আমরা সহিব না। দেখি তোমরা সিধে হও কি না!

প্রস্থান

বেণী। বাবা বে, মরে গেছি বে। সব শালা পালাল বে!

গোবিন্দ ও দরোয়ানের প্রবেশ

গোবিন্দ। (হাঁপাইতে হাঁপাইতে) পালাবো কেন বাবা পালাইনি।
ছুটে লোক ডাকতে গিয়েছিলাম। জগা শালা কি রকম গুণ্ডা জান ত?
শালাকে ডাকাতির চার্জে পাঁচ বছর ঠেগে দেব—তবে আমার নাম
গোবিন্দ গাঙুলী!

দরোয়ান। (হাঁপাইতে হাঁপাইতে) হাঁথ মে একঠো হাথিয়ার
রহতা!

বেণী। দূর হ শালা স্নমুখ থেকে। মেরে তক্তা বানিয়ে দিলে—
(মাথায় হাত দিয়া দেখিয়া) বাবা গো! কি রক্ত পড়চে গো,—আর
আনি বাঁচব না।

বেণী শুইয়া পড়িল

গোবিন্দ। (ধরিয়া তুলিবার চেষ্টা করিয়া) বাঁচবে বাঁচবে। আমি
নিজে তোমাকে কল্কাতার হাঁসপাতালে নিয়ে যাব (দরোয়ানের প্রতি)
ধরনা শালা ছাতুখোর। শালা ভয়ে শিয়ালের মত ছুটে পালাল।

দরোয়ান। কেয়া রে বাবুজি, বিন্ হাথিয়ার—

উভয়ে বেণীকে তুলিয়া লইয়া প্রস্থান করিল

তৃতীয় দৃশ্য

রমার শয়নকক্ষ। পিড়িত রমা শয্যায় শায়িত। সম্মুখে প্রান্তঃস্থ্যালোক খোলা জানালার ভিতর দিয়া যেকের উপর ছড়াইয়া পড়িয়াছে। বিশ্বেশ্বরী অবশ করিলেন।

বিশ্বেশ্বরী। (অশ্রুভরা কণ্ঠে) আজ কেমন আছিঁস্ মা, রমা ?

রমা। (একটুখানি হাসিয়া) ভাল আছিঁ জ্যাঠাইমা।

বিশ্বেশ্বরী। রাত্রে জ্বরটা কি ছেড়েছিল ?

রমা। না। কিন্তু বোধ হয় শীগগির একদিন ছেড়ে যাবে।

বিশ্বেশ্বরী। কাশিটা ?

রমা। কাশিটা বোধ করি তেমনি আছে।

বিশ্বেশ্বরী। তবু বলিস্ ভাল আছিঁস্ মা !

রমা নিশেকে হাসিল, বিশ্বেশ্বরী তাহার শিরের গিয়া বসিলেন,

এবং মাথায় হাত বুলাইয়া দিতে দিতে কহিলেন

বিশ্বেশ্বরী। তোর হাসি দেখলে মনে হয় মা, যেন গাছ থেকে ছেঁড়া

কুল দেবতার পায়ের কাছে হাস্চে ! রমা ?

রমা। কেন জ্যাঠাইমা ?

বিশ্বেশ্বরী। আমি ত তোর মায়ের মত রমা—

রমা। মত কেন জ্যাঠাইমা, তুমিই ত আমার মা।

বিশ্বেশ্বরী। (হেঁট হইয়া রমার ললাটে চুখন করিলেন) তবে সত্যি ক'রে বল্ দেখি মা, তোর কি হয়েছে ?

রমা। অল্প কয়েক জ্যাঠাইমা।

বিশ্বেশ্বরী। (রমার রুক্ষ চুলগুলিতে হাত বুলাইয়া কহিলেন) সে ত এই ছোটো চামড়ার চোখেই দেখতে পাই মা। যা এতে ধরা যায় না তেমন

যদি কিছু থাকে মায়ের কাছে লুকোস্নে রমা। লুকোলে তো অল্প সাববে না মা।

রমা। (কিছুক্ষণ জানালার বাহিবে নিঃশব্দে চাচ্চি পাখিবা !) বড়দা কেমন আছেন জ্যাঠাইমা ?

বিশ্বেশ্বরী। মাথার ঘা সারতে দেরি হবে বটে, কিন্তু হাসপাতাল থেকে পাঁচ ছয় দিনেই বাড়ি আসতে পারবে। — দুঃখ কোর না মা, এই তার প্রয়োজন ছিল। এতে তার ভালই হবে। ভাবুটো, মা হয়ে সন্তানের এত-বড় দুর্ঘটনায় এ কথা বল্চি কি কোবে ? কিন্তু তোমাকে সত্যি বল্চি রমা, এতে আমি ব্যথা বেশি পেয়েছি কি আনন্দ বেশি পেয়েছি বলতে পারি নে। অধর্মকে যারা ভয় করে না, লজ্জা যাদের নেই, প্রাণের ভয়টা যদি না তাদের তেমনি বেশি থাকে মা, সংসার ছার-খার হয়ে যায়। তাই কেবলই মনে হয় রমা, এই চাষার ছেলে বেগীর যে মজল করে দিয়ে গেল পৃথিবীতে কোন আত্মায় বন্ধুই তার সে ভাল করতে পারত না। কখনোকে বুয়ে তার রং বদলান যায় না মা, তাকে আগুনে পোড়াতে হয়।

রমা। কিন্তু এখন ধারা ত আগে ছিল না জ্যাঠাইমা। কে বেশের চাষাদের এ রকম কোরে দিলে ?

জ্যাঠাইমা। সে কি তুই নিজেই বুঝিস্ নি মা, কে এরের বুক এমন কোরে ভরে দিয়ে গেছে। ওরা ভাবলে তাকে যেমন কোরে হোক জেলে বন্ধ করলেই আপদ চুকল। কিন্তু এ কথা তারা ভাবলে না যে আগুন অলে উঠে শুধু শুধু নেবে না। জোর করে নেবালেও সে আশে-পাশের জিনিস তাতিয়ে দিয়ে যায়।

রমা। কিন্তু এই কি ভাল জ্যাঠাইমা ?

বিশ্বেশ্বরী। ভাল বই কি মা। একদিকে প্রবলের অত্যাচার করবার অথও স্পর্ধা, অন্য দিকে নিরুপায়ের সহ্য করবার তেমনি অবিচ্ছিন্ন

ভীকৃত্য,—এ দুইই যদি সে খর্ব্ব করে থাকে মা, বেণীর কথা মনে করে আমি কোন দিন দীর্ঘনিশ্বাস ফেলব না। বরঞ্চ এই প্রার্থনাই কোরব, সে আমার ফিরে এসে দীর্ঘজীবী হয়ে যেন এমনি কোরেই কাজ করতে পারে। রমা, একসম্মান যে কি সে শুধু মায়েই জানে। বেণীকে যখন তারা রক্ত-মাথা অবস্থায় পাক্ষিতে করে হাঁসপাতালে নিয়ে গেল, তখন যে আমার কি হ'য়েছিল তোমাকে বোঝাতে পারব না। কিন্তু তবুও কারকে আমি অভিষাপ দিতে পারি নি। এ কথা ত ভুলতে পারি নি মা, যে ধর্ম্মের শাসন মায়ের মুখ চেয়ে থাকে না।

রমা। তোমার সঙ্গে তর্ক করছি নে জ্যাঠাইমা, কিন্তু এই যদি সত্য হয়, তবে রমেশলা কোন পাপে এ দুঃখ ভোগ করছেন? আমরা যা কোরে তাঁকে জেলে দিয়েছি এ কথা ত কারও অগোচর নেই।

বিশ্বেশ্বরী। নেই বলেই ত বেণী আজ হাঁসপাতালে। আর তোমার—কি জানিস্ না, কোন কাজই কোন দিন শুধু শুধু শূন্যে মিলিয়ে যায় না। তার শক্তি কোথাও-না-কোথাও গিয়ে কাজ করেই। কিন্তু কি কোরে করে তা' সকল সময় ধরা পড়ে না বলেই আজ পর্য্যন্ত এ সমস্তার মীমাংসা হোলো না, কেন একের পাপে অল্পে প্রায়শ্চিত্ত করে। কিন্তু করতে যে হয় রমা, তাতে ত সংশয় নেই।

রমা নীরবে দীর্ঘনিশ্বাস মোচন করিল

বিশ্বেশ্বরী। এর থেকে আমারও চোখ ফুটেচে মা, ভাল কোরব বললেই সংসারে ভাল করা যায় না। গোড়ার ছোট-বড় অনেকগুলো সিঁড়ি উত্তীর্ণ হবার দৈর্ঘ্য থাকা চাই। একদিন রমেশ হতাশ হয়ে যখন চলে যেতে চেয়েছিল তখন আমিই তাকে যেতে দিই নি। তাই তার জেলের খবর শুনে মনে হয়েছিল আমিই যেন তাকে জেলে পাঠালাম।

তখন ত জানি নি মা, বাইরে থেকে ছুটে এসে ভাল ক'রতে যাওয়া বিড়ম্বনা এত। সে কাজ এত কঠিন।

রমা। কেন জ্যাঠাইমা ?

বিশ্বেশ্বরী। আগে যে দশের সঙ্গে এক হয়ে মিলতে হয়, সে কথা ত তখন মনেও ভাবি নি। প্রথম থেকেই সে তার মস্ত জোর, মস্ত প্রাণ নিয়ে এতই উচুতে এসে দাঁড়াল যে কেউ তার নাগালই পেল না। কিন্তু এখন ভাবি তাকে নাবিয়ে এনে ভগবান মঙ্গল করেছেন।

রমা। ভগবান নয় জ্যাঠাইমা—আমরা। কিন্তু আমাদের অধর্ম তাকে কেন নাবিয়ে আনবে ?

বিশ্বেশ্বরী। আনবে বই কি মা, নইলে পাপ আর এত ভয়ঙ্কর, কেন ? উপকারের প্রতাপকার কেউ যদি না-ই করে, এমন কি উল্টে অপকার করে তাতেই বা কি আসে যায় মা, মানুষের কৃতঘ্নতার যদি না দাতাকে নাবিয়ে আনে। তুই বল্চিস্ রমা, কিন্তু তোদের গ্রাম কি আর রমেশকে ঠিক তেমনিটি ফিরে পাবে ? তোরা স্পষ্ট দেখতে পারি সে যে হাত দিয়ে দশের কল্যাণ ক'রে বেড়াত, তার সেই হাতটাই ভৈরব আচায়া—আর একা ভৈরব কেন, তোদের সবাই মিলে মুচুড়ে ভেঙ্গে দিয়েছে। কে জানে, হয় ত, ভালই হয়েছে। তার বলিষ্ঠ সমগ্র হাতের অপরিখাপ্ত দান গ্রহণ করবার শক্তি যখন লোকের ছিল না, তখন এই ভাঙা হাতটাই তাদের সত্যিকার কাজে লাগবে।

এই বলিয়া তিনি গভীর নিশ্বাস ত্যাগ করিলেন। তাঁহার

হাতখানি রমা নীরবে কিছুক্ষণ নাড়া চাড়া করিয়া

নিজের দীর্ঘশ্বাস মোচন করিল

রমা। জ্যাঠাইমা ?

বিশ্বেশ্বরী। কেন মা ?

রমা। লাঞ্ছনা-গঞ্জনা আর আমার গায়ে লাগে না, মা। মিথ্যে সাক্ষী দিয়ে যেদিন তাঁকে জেলে দিয়েছি, সেদিন থেকে জগতের সমস্ত ব্যথা কেবল পরিহাস হয়ে গেছে।

বিশ্বেশ্বরী। এমনিই হয় মা।

রমা। সকলে বলতে লাগলেন শত্রুকে যেমন কোরে হোক নিপাত করতে দোষ নেই। তাঁরা তাই করেছেন। কিন্তু, আমার ত সে কৈফিয়ৎ নেই জ্যাঠাইমা!

বিশ্বেশ্বরী। তোমারই বা নেই কেন?

রমা। না মা, নেই।—একটা কথা আজ তোমার কাছে স্বীকার কোরব জ্যাঠাইমা। মোড়লদের বাড়ীতে ছেলেরা জড় হয়ে রমেশ্বরের কথা মত সং আলোচনাটি কোরত। বদমাইসের দল বলে তাদের পুলিশে ধরিয়ে দেবার একটা মন্ত্রণা চলছিল। আমি লোক পাঠিয়ে তাদের সাবধান করে দিই। কারণ, পুলিশ ত এই চায়। একবার তাদের হাতে পেলে ত আর রক্ষে রাখত না।

বিশ্বেশ্বরী। (শিহরিয়া) বলিলু কিরে? নিজের গ্রামের মধ্যে পুলিশের উৎপাত বেগী মিথ্যে কোরে ডেকে আনতে চেয়েছিল?

রমা। মনে হয় বড়দার এই শাস্তি তারই ফল। আমাকে মাপ করতে পারবে জ্যাঠাইমা?

বিশ্বেশ্বরী। তার মা হয়ে এ যদি না ক্ষমা করতে পারি, কে পারবে রমা? আমি আশীর্বাদ করি এর পুরস্কার ভগবান তোমাকে যেন দেন।

রমা। (হাত দিয়া ভক্ত মুছিয়া ফেলিল) আমার এই একটা সান্ত্বনা, তিনি ফিরে এসে দেখবেন তাঁর আনন্দের ক্ষেত্র প্রস্তুত হয়ে আছে। যা তিনি চেয়েছিলেন, তাঁর সেই দেশের দীন-দুঃখীরা এবার ঘুম ভেঙে উঠে বসেছে। তাঁকে চিনেছে, তাঁকে ভালবেসেছে। এই ভালবাসার

আনন্দে আমার অপরাধ কি তিনি ভুলতে পারবেন না ?—জ্যাঠাইমা, শুধু একটি জায়গায় আমরা দূরে বেতে পারি নি। তোমাকে আমরা ছুঁতেই ভালবেসেছিলাম।

বিশেষরী নিঃশব্দে তাহার চিবুক স্পর্শ করিয়া চুপন করিলেন

রমা। সেই জোরে একটি দাবি তোমার কাছে আজ বেগে যাব। যখন আমি আর থাকি না, তখনও যদি আমাকে ভাঙি কমা করতে না পারেন, শুধু এই কথাটি আমার গলে উঠে যে বোনে, যত মন্দ বলে আমাকে তিনি জানতেন, তত মন্দ আমি ছিলাম না। আর যত গুণ তাঁকে দিয়েছি, তার অনেক বেশি দুঃখ যে আমি নিজেও সয়েছি,—তোমার মুখের এই কথাটি হয় ত তিনি অবিশ্বাস করবেন না।

বিশেষরী। তবে, চল মা আমরা কোন ভাখ স্থানে গিয়ে থাকি। যেখানে রমেশ নেই, বেণী নেই, যেখানে চোখ তুলেই ভগবানের মন্দিরের চূড়ো চোখে পড়ে, সেইখানে যাও। আমি সমস্ত বুঝতে পেরেছি রমা। যদি যাবার দিনই তোমার এগিয়ে এসে থাকে, না, তবে এ বিষয় বুকের মধ্যে নিয়ে আর যাব না,—সমস্ত এইখানেই নিঃশেষ করে ফেলে বেথে যাব। কেমন, পারবি ত মা ?

রমা। (বিশেষরীর জাহ্নবী উপর মুখ লুকাইয়া থাকিল হইয়া কান্না ফেলিল, কহিল—) আমি আর পারি নে জ্যাঠাইমা, আমাকে এখন থেকে তুমি নিয়ে চল।

চতুর্থ দৃশ্য

কারা প্রাচারের সম্মুখের পথ

এক দিক্ দিয়া রমেশ প্রবেশ করিল ও অপর দিক্ দিয়া বেণী—তাহার মাথা

ব্যাণ্ডেজ বাঁধা—স্কুলের হেড মাস্টার বনমালী ও কএকজন ছাত্র।

পশ্চাতে বেশির অনুগত আরও দুই চারিজন লোক

বেণী। (রমেশকে আলিঙ্গন করিয়া) রমেশ, ভাই রে, নাড়ীর টান যে এমন টান এবার তা' টের পেয়েছি। রমা যে আচাৰ্য্য হারামজাদাকে হাত কোরে এত শক্ততা করবে, লজ্জা! সরমের মাথা খেয়ে নিজে এসে মিথ্যে সাক্ষী দিবে এত দুঃখ দেবে, সে কথা জেনেও যে জানি নি, ভগবান তার শাস্তি আমাকে দিয়েছেন। জেনের মধ্যে তুই বরং ছিলি, ভাল ভাই, বাইরে থেকে এট ক'টামাস আমি যে তুঁষের আগুনে জলে-পুড়ে গেছি।

রমেশ হতবুদ্ধির মত কি যে করিবে ভাবিয়া পাইল না। বনমালী

ও ছেলেরা অগ্নসর হইয়া পাথের ধূলা লইল।

বেণী। (কাঁদিয়া ফেলিয়া) দাদার ওপর অভিমান রাখিস্নে ভাই, বাড়ী চল। মা কেঁদে কেঁদে দু-চক্ষু অন্ধ করবার জোগাড় করেছেন। আমার শুধু প্রাণে বেঁচে আছি রমেশ।

রমেশ। (বেণীর মাথার ব্যাণ্ডেজটা হাত দিয়া দেখাইয়া) এ কি বড়না মাথা ভাঙলে কি করে ?

বেণী। শুনে আর কি হবে ভাই, আমি কাউকে দোষ দিইনে। এ আমার নিজেরই কর্মফল,—আমারই পাপের শাস্তি।—জানিস ত রমেশ, এই আমার জন্মগত দোষ যে মনে এক, মুখে আর কিছুতে করতে পারিনে। মনের ভাব আর পাঁচ জনের মত ঢেকে রাখতে পারিনে বলে কত শাস্তিই যে ভোগ করতে হয়,—কিন্তু তবু ত আমাব চৈতন্য হয় না। দোষের মধ্যে সোদিন কানতে কানতে বলে ফেলোছিলাম, বমা, আমরা তোর কি অপরাধ করেছি যে ভাইকে আমরা জেলে দিছি! জেল হয়েছে শুন্দে মা যে একেবারে প্রাণ বিসর্জন করবেন। আমরা ভাবে ভাবে সম্পত্তি নিয়ে ঝগড়া করি, যা কবি, তবু ত সে আমার ভাই। তুই একটি আঘাতে আমার ভাইকে মারলি,—আমার মাকে মারলি!—রমেশ, সোদিন আমার সে উগ্র মুষ্টি মনে হল আজও অদ্ভুত। বললে, রমেশের বাপ আমার বাপকে জেলে দিতে যায়নি? পারলে ছেড়ে দিত বুঝি?

রমেশ। হাঁ, রমার মাসির মুখেও একথা শুনেছিলাম।

বেণী। এই গোলো তার জাতক্রোধ। কিন্তু মেঘেমাঘেরে এত নর্য আমারও সহ্য হ'ল না। আমিও রেগে বলে ফেললাম, আজ্ঞা, ফিবে আসুক সে, তারপরে এর বিচার হবে। কিন্তু খুন করা যে তার অভিদ ভাই। তোমাকে খুন করতে আকবর লেঠেলকে পারিয়েছিল মনে নেই? কিন্তু তোমার কাছে ত চালাকি থাটেনি,—তুমিই উণ্টে শিথিয়ে দিয়েছিল! কিস্ত আমাকে খুন করা আর শক্ত কি?

রমেশ। তার পরে?

বেণী। তার পরে কি আর মনে আছে ভাই? কে কিসে ক'রে যে আমাকে হাঁসপাতালে নিয়ে গেল, সেখানে কি হ'ল, কে দেখলে কিছুই জানিনে। এ যাত্রা যে রকমে পেয়েছি সে কেবল মাথের পুণ্যে। এমন মা কি আর আছে রমেশ!

রমেশের মুখে ও মনের মধ্যে কত কি যে হইতে লাগিল তাহার
নির্দেশ নাই,—কিন্তু সে একটা কথাও কহিল না

বেণী । গাড়ী তৈরী ভাই । আর দে'রি না,—গাড়ী চল । মায়ের
কাছে তোরে একবার পৌঁতে দিগে আমি বাঁচি ।

রমেশ । চলুন । জেলের মধ্যেই শুনেছিলাম রমা না কি বড় পীড়িত ?

বেণী । ভগবানের দণ্ড রমেশ,—এ যে তাঁরই রাজ্য এ কি সবাই মনে
রাখে ? জগদীশ্বর ! চল ভাই, ঘরে চল ।

সকলের প্রস্থান

শব্দম দৃশ্য

রমার কক্ষ

রমেশ প্রবেশ করিয়া রমাকে দেখিয়া চমকিয়া গেল

রমেশ । তোমার এত অসুখ করেছে তা ত আমি ভাবিনি ।

রমা শব্দা হইতে কোনমতে উঠিয়া রমেশের পায়ের কাছে প্রণাম করিল

রমেশ । এখন কেমন আছ রাণী ?

রমা । আমাকে আপনি রমা বলেই ডাকবেন ।

রমেশ । বেশ তাই । শুনেছিলাম তুমি অসুস্থ ছিলে । এখন কেমন
আছ এই খবরটাই জানতে চাচ্ছিলাম । নইলে, নাম তোমার বাই হোক,
সে ধরে ডাক্‌বার আমার ইচ্ছেও নেই, আবশ্যকও নেই ।

রমা । এখন আমি ভাল আছি । আমি ডেকে পাঠিয়েছি বলে
আপনি হয়ত খুব আশ্চর্য হবেন, কিন্তু—

রমেশ। না, হইনি। তোমার কোন কাজে আশ্চর্য্য হবার দিন আমার কেটে গেছে। কিন্তু ডেকে পাঠিয়ে কেন শুনি ?

রমা। (ক্ষণকাল অধোমুখে নিকরুর গুহা থাকিয়া) রমেশদা, আজ দুটি কাজের জন্তে তোমাকে কষ্টে দিবে ডেকে এনেছি। কত যে অপরাধ করেছি সে ত জানি, তবুও আমি নিশ্চয় জানতাম তুমি আসবেই। আর আমার এই শেষ অনুরোধ দুটিও অস্বীকার করবে না।

বলিতে বলিতে অশ্রুভারে গলা তাহার ভাঙিয়া আসিল।

রমেশ। কি তোমার অনুরোধ ?

রমা। (চকিতের স্তায় মুখ তুলিয়াই পুনর্বার আনত করিল) পীরপুরের যে বিষয়টা বড়দা তোমার সাহায্যে দখল করতে চাচ্ছেন সেটা আমার নিজের। বাবা বিশেষ ক'রে আমাকেই সেটা দিয়ে গেছেন। তার পোনের আনা আমার, এক আনা তোমাদের। সেইটেই তোমাকে আমি দিয়ে যেতে চাই।

রমেশ। তোমার ভয় নেই, বড়দা বাই কেন না আমাকে বলুন, আমি চুরি করতে পূর্বেও কখনো কাউকে সাহায্য করিনি, এখনো কোঁচ না। আর যদি দান করতেই চাও, তার ভুলে অল্প লোক আছে। আমি দান গ্রহণ করিনে।

রমা। আমি জানি রমেশদা, তুমি চুরি করতে সাহায্য করবে না। আর নিলেও যে তুমি নিজের জন্তে নেবে না সেও আমি জানি। কিন্তু তা ত নয়। দোষ করলে শাস্তি হয়। আমি যত অপরাধ করেছি, এটা তারই দণ্ড বলে কেন গ্রহণ কর না ?

রমেশ। তোমার দ্বিতীয় অনুরোধ ?

রমা। আমার যতীনকে আমি তোমার হাতে দিয়ে গেলাম—

রমেশ। দিয়ে গেলাম মানে ?

রমা। (রমেশের মুখের প্রতি চাহিয়া) একদিন কোন মানেই তোমার কাছে গোপন থাকবে না রমেশদা,—তাই, আমার ঘটনাকে আমি তোমাকেই দিয়ে যাব। তাকে তোমার মত করেই মার্জিত কোরো। বড় হয়ে সে যেন তোমারি মত স্বার্থত্যাগ করতে পারে। (আঁচলে চোখ মুছিয়া) এ আমার চোখে দেখে বাবার সময় হবে না। কিন্তু আমার অন্তর বিশ্বাস, যত্নের দেহে তার পূর্বপুরুষদের রক্ত আছে। ত্যাগের যে শক্তি তাঁদের অস্থি-মজ্জায় মিশে ছিল—শেখালে হয়ত সেও একদিন তোমারি মত মাথা উঁচু কোরে দাঁড়াবে।

রমেশ চুপ করিয়া রহিল

রমা। চুপ কোরে থাকলে ত আজ তোমাকে ছাড়ব না রমেশদা।

রমেশ। দেখ, এ সকলের মধ্যে আর অন্যাকে টেনে না। আমি অনেক দুঃখের পরে একটুখানি আলোর শিখা জ্বালতে পেরেছি, তাই কেবলই ভয় হয়, পাছে একটুতেই তা নিবে যায়।

রমা। তোমার ভয় নেই রমেশদা, এ আলো আর নিব্বে না। জ্যাঠাইমা বলছিলেন, তুমি দূর থেকে এসে বড় উঁচুতে বসে কাজ করতে চেয়েছিলে বলেই এত বাধা পেয়েছ। তখন পরের মত তুমি গ্রাম্য-সমাজের অতীত ছিলে, এখন হয়েছে তাঁদেরই একজন। তখন তোমার দেওয়া ছিল বিদেশীর দান, আজ হয়েছে তা' আত্মীয়ের স্নেহের উপহার। দুঃখ পেয়ে দুঃখ সয়ে সে তুমি আর নেই। তাই এ আলো আর ম্লান হবে না;—এখন প্রতিদিনই উজ্জল হয়ে উঠবে।

রমেশ। ঠিক জানি রমা, আমার এই দীপের শিখাটুকু আর নিব্বে না ?

রমা। ঠিক জানি। যিনি সব জানেন, এ সেই জ্যাঠাইমার কথা।

এ কাজ তোমারি। আমার যতীনকে তুমি হাতে ভুলে নিবে, আমার সকল অপরাধ ক্ষমা কোরে আজ আশীর্বাদ কর যেন নিশ্চিন্ত হয়ে আমি যেতে পারি।

রমেশ। কিন্তু যাবার কথাই বা তুমি কেন ভাবচ রমা,—আমি বল্চি তুমি আবার ভাল হয়ে যাবে।

রমা। ভাল হবার কথা ত ভাবচিনে রমেশনা, শুধু ভাবচি আমার যাবার কথা। কিন্তু আরও একটি অন্তরোধ তোমাকে রাখতে হবে। আমার কথা নিয়ে বড়দার সঙ্গে তুমি কোনদিন বিবাদ কোরো না।

রমেশ। এ কথার মানে ?

রমা। মানে যদি কখনো শুনতে পাও, সেদিন কেবল এই কথাটি মনে কোরো, আমি কেমন কোরে নিঃশব্দে সহ্য ক'রে চলে গেছি—একটি কথারও প্রতিবাদ করিনি। একদিন যখন অসহ্য মনে হয়েছিল, সেদিন জ্যাঠাইমা এসে বলেছিলেন,—মা, মিথ্যেকে ঘাঁটাঘাঁটি ক'রে জাগিয়ে তুললেই তার পরমাণু বেড়ে ওঠে। নিজের অসহিষ্ণুতায় তার আঁশু বাড়িয়ে তোলার মত পাপ অল্পই আছে। তাঁর এই উপদেশটি স্মরণ রেখে সকল দুঃখ-দুর্ভাগ্যই আমি কাটিয়ে উঠেছি। এটি তুমিও কখনো ভুলোনা রমেশনা।

রমেশ নীরবে তাহার মুখের প্রতি চাহিয়া রহিল।

রমা। আজ আমাকে তুমি ক্ষমা করতে পারচ না ভেবে দুঃখ পেয়ো না রমেশনা। আমি ঠিক জানি আজ যা কঠিন মনে হচ্ছে, একদিন তাই সোজা হয়ে যাবে। সেদিন আমার সকল অপরাধ তুমি সহজেই ক্ষমা কোরবে জেনে মনের মধ্যে আর আমার ক্রেশ নাই।—কাল সকালেই আমি যাচ্ছি।

রমেশ। কাল সকালেই ? কোথায় যাবে কাল ?

রমা। জ্যাঠাইমা যেখানে নিয়ে যাবেন আমি সেখানেই যাব।

রমেশ। কিন্তু তিনি ত আর আসবেন না শুন্টি।

রমা। আমিও না। আমিও তোমার পায়ে আজ জন্মের মতই বিদায় নিলাম।

এই বলিয়া রমা মাটিতে মাথা ঠেকাইয়া প্রণাম করিল

রমেশ। আচ্ছা যাও। কিন্তু অকস্মাৎ কেন বিদায় নিলে তাও কি জানতে পারব না?

রমা মৌন হইয়া রহিল

রমেশ। কেন যে তোমার সমস্ত কথাই লুকিয়ে বেধে চলে গেলে সে তুমিই জান। কিন্তু আমিও কায়মনে প্রার্থনা করি, একদিন যেন তোমাকে সর্বান্তঃকরণে ক্ষমা করতে পারি। তোমাকে ক্ষমা করতে না পারায় যে আমার কি ব্যথা সে শুধু আমার অন্তর্যামীই জানেন।

(এই সময়ে বিবেশ্বরী প্রবেশ করিয়া ডাকিলেন)— রমা ?

রমেশ। জ্যাঠাইমা! কি অপবাধে আমাদের এত শিঘ্র ত্যাগ ক'রে চললে ?

বিবেশ্বরী। অপরাধ? অপরাধের কথা বলতে গেলে ত শেষ হবে না বাবা। তাতে কাজ নেই। কিন্তু আমার নিজের কথাটা তুমি জেনে রাখ। এখানে যদি মরি রমেশ, বেণী আমার মুখে আগুন দেবে। সে ভলে ত কোনমতেই মুক্তি পাব না রমেশ। ইহকালটা ত জলে-জলেই গেল, পাছেপরকালটাও এমনি জলে-পুড়েমরি, আমি সেই ভয়েই পালাচ্ছি রমেশ।

রমেশ। জ্যাঠাইমা, ছেলের অপরাধ যে তোমার বুকে এমন কোরে বেজেছিল সে ত কোনদিন জানতে দাও নি? কিন্তু সমস্ত ছেড়ে বসে কেন বিদায় নিতে চায়? তাকে তুমি কোথায় নিয়ে যাবে?

রমা। আমি আস্টি জ্যাঠাইমা।

প্রস্থান

বিশ্বেশ্বরী । জিজ্ঞেসা করছিলি রমা কেন বিদায় নিতে চায় ? কোথায় তাকে আমি নিয়ে যেতে চাই ? সংসারে আর তার স্থান হোল না রমেশ, তাই তাকে এবার ভগবানের পায়ের নিচে নিয়ে যাব । সেখানে গিয়েও সে বাঁচে কি না জানি নে, কিন্তু যদি বাঁচে, বাকি জীবনটা এই অতি-কঠিন প্রশ্নের মীমাংসা করতে বোলব, কেন ভগবান তাকে এত রূপ, এত গুণ, এত বড় একটা মহাপ্রাণ দিয়ে পৃথিবীতে পাঠিয়েছিলেন, আর কেনই বা বিনা দোষে দুঃখের বোঝা মাথায় দিয়ে আবার সংসারের বাইরে ফেলে দিলেন । এ কি তাঁরই অভিপ্রায়, না, এ শুধু আমাদের সমাজের খেয়ালের খেলা । ওরে রমেশ, তার মত দুঃখিনী বুঝি আর পৃথিবীতে নেই ।

বলিতে বলিতে তাঁহার গলা ভাঙিয়া পড়িল । রমেশ নীরবে

তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল

বিশ্বেশ্বরী । কিন্তু তোর ওপর আমার এই আদেশ রইল রমেশ,তাকে যেন তুই ভুল বুঝিস নে । যাবার সময় আমি কারও বিরুদ্ধে কোন নালিশ করে যেতে চাই নে, শুধু এই কথাটা আমার তুই ভুলেও কখনো অবিশ্বাস করিসনে যে তার বড় মজলাকাজুকী তোর আর নেই ।

রমেশ । কিন্তু জ্যাঠাইমা—

বিশ্বেশ্বরী । এর মধ্যে কোন ‘কিন্তু’ নেই রমেশ । তুই বা শুনেছিস সব মিথ্যে, যা জেনেছিস সব ভুল । কিন্তু এ অভিযোগের এইখানেই যেন সমাপ্তি হয় । তোর কল্যাণের কাজ যেন বস্ত্রার মত সমস্ত দেব হিংসা ভাসিয়ে নিয়ে বয়ে যেতে পারে তোর ওপর এই তার শেষ প্রার্থনা । এই জন্তেই সে মুখ বুজে সমস্ত সহ্য করেছে । প্রাণ দিতে বসেছে রমেশ, তবু কথা কয় নি ।

রমেশ । তাকে বোলো জ্যাঠাইমা—

বিশ্বেশ্বরী। পারিস্ ত নিজেই তাকে বলিস্ রমেশ, আমার আর সময় নেই।

প্রস্থান

যতীনকে সঙ্গে লইয়া রমা প্রবেশ করিল। তাহার পরিধানে

দূরে বাহিরে বাইবার পরিচ্ছদ

রমেশ। (সবিস্ময়ে) এ কি! এত রাত্রে এ বেশ কেন?

রমা। যাত্রা কোরে বোরিখে এলাম রমেশদা, রাত আর নেই। বাবাব আগে দুটি কাজ বাকি ছিল। এক তোমার শেষ পায়ের ধুণো নেওয়া, আর যতীনকে তোমার হাতে তুলে দেওয়া।

রমেশ। এ তার আমাকেই দিয়ে যাবে রমা?

রমা। রমা তো নয়, রাণী। তার সব চেয়ে আদরের ধন এই ছোট ভাইটি। তাকে তুমি ছাড়া আর কে নিয়ে পারে রমেশদা?

রমেশ। কিন্তু এর কত বড় দায়িত্ব;—এ অহুরোধ রমা—

রমা। এখনো রমা—? কিন্তু এত অহুরোধ নয়, এ তার দাবি। এই দাবি নিয়েই সে সংসারে একদিন এসেছিল, এই দাবি নিয়েই সে সংসার থেকে যাবে। এ দাবির ত অন্ত নেই রমেশদা,—একে তুমি ফাঁকি দেবে কি কোরে? এই নাও।

এই বলিয়া সে যতীনকে তাহার হাতে দিয়া পায়ের

মিচে গড় হইয়া প্রণাম করিল

স্বয়ম্বিকা পতন

শ্রীমদভ্যাস পদ্মাই

মুদ্রক ও প্রকাশক—শ্রীগোবিন্দপদ ভট্টাচার্য, ভারতবর্ষ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্

২০, ২১/১ কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট কলিকাতা।

B1165

